কায়স্থ-তত্ত্ব-দীধিতি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রি

সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

সন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

১৪১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ "বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

[মূল্য ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

প্রায় সাত বৎসর পর "কায়স্থ-তত্ত্ব-নীহিতি" জাতি-তত্ত্ব জ্ঞানপিপাসু পাঠক-পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম। এই দীর্ঘকালের মধ্যে লেখকের উপর দিয়া কত প্রকার ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। পুস্তক খানির লেখা সম্পূর্ণভাবে শেষ হইলেও অর্থাভাবে ছাপিতে পারা যায় নাই। অতঃপর জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী ফুকুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভদ্র মহাশয় নিজব্যয়ে প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ৪র্থ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া যাওয়ার পর তাঁহার পত্নী গত সন ১৩৩৩ সালের পৌষমাসে বসন্তরোগে দেহ রক্ষা করেন; অন্যদিকে যে প্রেসে ছাপা হইতেছিল সেই প্রেসের কর্ত্তৃত্বভার হস্তান্তরিত হওয়ায় পুস্তক খানির ছাপা বন্ধ হইয়া যায়। তৎপর দিনাজপুরের বদান্যবর জমিদার, বিজ্ঞজনের পৃষ্ঠপোষক, জাতীয় সাহিত্য প্রচারের সহায়ক, মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা এম-এ, প্রাজ্ঞমহোদয় ৫০৲ টাকা, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, প্রসিদ্ধ জমিদার, লেপ্টেন্যাণ্ট কুমার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মৌলিক এম-এস-সি, ২৫৲, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়বর্ম্মা এম,-এ, এল্-এল-বি, ১০৲ টাকা প্রদান করায় পুনরায় অবশিষ্টাংশ ছাপিতে আরম্ভ করি এবং কোনপ্রকারে ছাপাকার্য্য শেষ করি, এজন্য এই সকল মাননীয় মহোদয়ের নিকট সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু ২৬ পৃষ্ঠায় যে 'মানচিত্র দেওয়া হইল বলা হইয়াছে' অর্থাভাবেই তাহা দিতে পারা গেল না; পূর্ব্বোক্ত মহোদয়দিগের সাহায্য পাইলেও এই পুস্তক প্রকাশে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ব্যয় সঙ্কুলান হয় নাই, আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ লেখককে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থের কঠিনতর দুই একটী বিষয়ের মীমাংসার জন্য [illegible] যে পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে, "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের" মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্ম মহোদয়ের পুস্তকালয়ে তাহার অধিকাংশ [illegible] পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়বর্ম্মা এম-এ, পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধিৎসু যুবক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দুই একটী বিষয়ে নূতন সন্ধান দেন ও

'কয়েতবাদ' প্রবন্ধে 'ক'এর রূপ পরিবর্ত্তনের জন্য একটী সমস্যা উপস্থিত হয়, এজন্য তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ "শান্তিনিকেতন" পত্রের সম্পাদক, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রি মহোদয়কে লিখি। তিনি দয়া করিয়া তাহার সন্ধান দিয়া বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

অগ্নি-উপাশকদিগের ধর্ম্ম পুস্তক 'অবেস্তা' হইতে যে দুই একটী সুক্ত বা প্রতীক গ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার উচ্চারণ পদ্ধতি অধ্যাপক ডাক্তার ইরাক জাহাঙ্গীর তারাপুরওয়ালা ও 'পারসি পঞ্চায়েত সভা'র সভাপতি শ্রীযুক্ত জীবনজিমোদী মহোদয় দ্বয়ের মতানুসরণ করিয়াছি। যেমন আবেস্তিক পাঠ "যিমো-বিবঙউহতো পুথ্রো" আছে, অথচ উক্ত মহোদয় দ্বয় আপনাপন গ্রন্থে উহার উচ্চারণে যিমোবিবস্বতঃ পুত্রঃ" করিয়াছেন। আমি এইরূপ উচ্চারণই গ্রহণ করিয়াছি। আমি যদি তাঁহাদের গ্রন্থে এরূপ সাহায্য ও মাননীয় শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের যত্ন এবং আগ্রহ না পাইতাম, তবে এই গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রবৃত্তিই হয়ত আসিত না। পুস্তকের কয়েক ফর্ম্মার প্রুফ্ শ্রদ্ধের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-জ্যোতিস্তীর্থ দেখিয়া দিয়াছেন এজন্য ইঁহাদের সকলের নিকট ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু এতশ্রম, এত অধ্যবসায়, এত যত্ন করিয়াও স্বীয় অযোগ্যতাবশতঃ গ্রন্থ খানিকে সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই. এজন্য আমি দুঃখিত, যেহেতু সাধারণ পাঠকের নিকট ইহার আদর হইবে না—অথচ পণ্ডিত-সমাজেই যে আদৃত হইবে এ আশাও করিতে পারিতেছি না। কারণ ঈদৃশগ্রন্থ লিখিবার উপযুক্ত বিদ্যা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে পারি নাই, তাই পাঠক পণ্ডিত সমাজের নিকটও আমার ভ্রম-প্রমাদের জন্য বিনীতভাবে নিবেদন, আমার ত্রুটীগুলি মার্জ্জনা করিয়া, যদি আমি কোন সত্য প্রকাশে সমর্থ হইয়া থাকি তৎপ্রতি তাঁহারা সুদৃষ্টি করেন। আমার অযোগ্য হস্তের লেখন হইলেও সত্য সতের নিকট আদৃত হইবে এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা কায়স্থ-তত্ত্ব লিখিবেন, তাঁহাদের ইহাদ্বারা সহায়তা হইবে ইহাই আশা করি।

বিনীত— শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

১৪১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দ ১৫ই আশ্বিন।

সূচীপত্র

কায়স্থ-তত্ত্ব-দীধিতি

প্রস্তাবনা

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া আজ আমি "কায়স্থ-তত্ত্ব-দীধিতি" প্রণয়নে অগ্রসর হইতেছি। এক্ষণে সেই সর্ব্বশক্তির উৎস ভগবান্ সবিতৃদেব আমাকে জাতির কল্যাণসাধনে শক্তিসম্পন্ন করিয়া সুপথে পরিচালিত করুন, ইহাই প্রার্থনা।

অধুনা ভারত মাতার বহুকৃতি সন্তানই সাময়িক পত্রাদিতে কায়স্থতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও এবিষয়ে শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লেখকই ব্যক্তিগত রুচির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গিয়া শুধু কর্ম্মশক্তির অপপ্রয়োগ করিয়াছেন ; অথচ কায়স্থ জাতির যাহা আশু প্রয়োজন, যেখানে উহার দুর্ব্বলতা, যেখানে উহার ব্যথা বা যেখানে উহার প্রতীকার আবশ্যক, সেখানে কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। যে প্রণালী অবলম্বনে তাঁহারা জাতীয়তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে চিন্তাশীল সংশয়ী পাঠকবর্গের জিজ্ঞাসার প্রকৃত মীমাংসা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কায়স্থ জাতির নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য এপর্য্যন্ত কেহই মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করেন নাই। এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ আমি আমার পূর্ব্বতন লেখকগণের যে সকল প্রবন্ধ নিবন্ধ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহাতে আমার এই ধারণা হইয়াছে

যে, এই জাতির প্রতিভায় অপর জাতি ম্লান হইয়া ঈর্ষ্যাবশে নানাপ্রকার হীনতাসূচক আখ্যান লিখিয়া রাখিয়াছেন। অপর পক্ষের কেহ কেহ স্বীয় পাণ্ডিত্য বলে তৎসমুদয় খণ্ডন মণ্ডন করিতে গিয়া সেই সকল প্রবন্ধ নিবন্ধের প্রভাবে অভিভূত হইয়া সে সমুদয়কে ঋষিবাক্যবৎ পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অপর একদল লেখক স্বীয় স্বীয় সঙ্কল্প অনুরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বপক্ষস্থাপনের জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সংস্কৃত শ্লোকবদ্ধ বচনসমূহ ঋষিবাক্য জ্ঞানে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে আবার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বিষয়ের রূপান্তরিত করিয়া আপনাপন মৌলিক গবেষণার লব্ধ ফল বিতরণের ভাণে স্ফীতবক্ষে লোকসমক্ষে উপস্থিত হইতেছেন। কেহ কেহ আবার পৌরাণিক বাক্যের বাহিরে একপদও বিক্ষেপ করিতে সম্মত নহেন। অপর কেহ কেহ এবম্বিধ বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ সন্দর্শন করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ আবার বর্ত্তমান ভারত-বর্ষের বাহিরে গিয়া এ জাতির অভিজননসন্ধানে নিতান্তই বিমুখ। এই প্রকার লেখকগণের বিভিন্নরূপ ভাবগতিক দেখিয়া চিন্তাশীল পাঠকবর্গ নিয়তই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া আসিতেছেন—কায়স্থ দ্বিজ কি অদ্বিজ, সঙ্কর কি মৌলিক, এদেশের, কি দেশান্তরাগত, বর্ণাশ্রমসমাজে ইহার আসন কোথায়? ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সদুত্তরের অভাবে তত্তাবৎ প্রশ্ন পুনরায় অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আবার সত্যানুসন্ধিৎসু নবতর প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন; ফলতঃ প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী ও সুমীমাংসকের অভাবে রহস্য পূর্ব্ববৎ প্রচ্ছন্নই রহিয়া যাইতেছে।

এ নিমিত্ত কায়স্থ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকামী ও সমাজের চির শুভানু-ধ্যায়ী জনৈক লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় ইতি-হাসের এই দুর্ব্বলতা তথা সঙ্কীর্ণতা বা স্বমতসর্ব্বস্বতা অপনয়ন করিয়া

চিরপ্রোজ্জ্বল শাস্ত্রযুক্তিরূপ আলোকের সাহায্যে আমাদের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রন্থরচনায় আমাকে উৎসাহিত করেন। তাঁহার এই উৎসাহ মৌখিক বা সাময়িক উত্তেজনার কথা নয় আন্তরিকতা-পূর্ণই; কেননা আমার লিখিত গ্রন্থ মুদ্রণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যয়ভার প্রদানেরও প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের আবর্ত্তে "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার" মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় না। অতঃপর "বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজের" জনৈক প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি পুনরায় তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় এতদিন বিশেষভাবে মনোযোগ করিতে পারি নাই; প্রথমত পুত্রের কঠিন অসুখ, তৎপর আশৈশব প্রতিপালিত পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয়ী-পুত্র-বিয়োগ এবং শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ অন্তরায় হয়, তথাপি স্বজাতির হিতার্থ অবসর মত যতটা পারিয়াছি সত্যসঙ্কলনে যত্ন করিয়াছি। আজ তাহাই স্বজাতি ভ্রাতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। এস্থলে পাঠকবর্গকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে লোকরঞ্জনের অভিপ্রায় লইয়া আমি গ্রন্থ লিখিতে বসি নাই, সত্যপ্রকাশের অভিপ্রায়েই আয়াস স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছি; তবে যদি ইহাতে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই তাহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন। ফলতঃ সত্যপ্রকাশই আমার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এবং এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিব তাহারই পূর্ব্বাভাস এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। সেই পূর্ব্বাভাববর্ণনায় আমি আরও যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা একটী দুর্নীতিমূলক সে কথাটাও এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। সে বিষয়টী এই যে জাতিতত্ত্বলেখকগণের

অনেকেই পাঠক সাধারণের চিত্তরঞ্জন প্রয়াসী হইয়া বা অর্থাগমের উদ্দেশ্য লইয়া গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্য সমুদ্ধারের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। সত্যের সন্ধান করিতে হইলে স্বপক্ষই হউক আর বিপক্ষই হউক সকলের কথাই বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমি সেই নীতিই অনুসরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া এইরূপ দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এক্ষণে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি কি তাহাই বলিতেছি—বর্ণাশ্রম সমাজ, তাহার কর্ত্তব্য, কায়স্থ সেই সমাজের কোন স্থানে অধিষ্ঠিত; এই উপলক্ষে যে সকল প্রতিকূল ও অনুকূল মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরপেক্ষ সমালোচনা করা, ইহাই হইল গ্রন্থের স্থূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐ মতবাদগুলি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থরচনার প্রণালী স্থির করিতে হইবে। বিরুদ্ধ তর্ক যুক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে যে মত আত্ম-রক্ষণে সমর্থ হয়, সেই মত সেই বাদ নামে অভিহিত করাই দার্শনিক বিচারের নীতি। আমি কায়স্থ-তত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মূল বিষয়টীকে যে কয় ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করিব, সত্য সমুদ্ধারের জন্য সেই প্রত্যেকটী বিষয়ই সাধারণ জ্ঞান, ন্যায় ও শাস্ত্রানুমোদিত তর্কযুক্তির ক্রমানুসরণে বিচার করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়েই প্রবন্ধনিবহের দার্শনিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছি।

কায়স্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যে কয়খানা পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কুত্রাপি এইরূপ প্রণালী অনুসৃত হয় নাই। তথ্যবহুল ও সমালোচনামূলক প্রণালী পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মহাত্মা John Stuart Mill প্রভৃতি কতিপয় মনীষীর লেখনী প্রসূত গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। চিন্তাশীল ধীমান মিল "Subjection of Women" প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া দেশের ও সমাজের যে কি উপকার

করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই জন্যই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় ভাষা বিজ্ঞানের আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া মতবাদগুলির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই বর্ণাশ্রম সমাজের কথা বলিতে হয় ও তদালোচনায় "নিঃক্ষত্রিয়বাদ'' আসিয়া পড়ে। "নিঃক্ষত্রিয়বাদ'' যাঁহারা মানেন না, তাঁহারা কায়স্থকে চতুর্থ বর্ণ "শূদ্র'' বলিয়াছেন, ইহাতেই শূদ্রবাদের উদয় হইয়াছে। কায়স্থের আচার ব্যবহারের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহারা এ জাতিকে শূদ্র বলিতে সম্মত নহেন ; এজন্য কায়স্থ স্বতন্ত্র জাতি এই বলিয়া "স্বতন্ত্রবাদ'' উপস্থিত করিয়াছেন। এইটী আবার দুই ভাগে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, একদল "কায়স্থ'' নামক পুরুষের স্বতন্ত্র উৎপত্তি ঘোষণা করিয়াছেন, অন্য দল মিত্রাত্মজচিত্র নামক স্বতন্ত্র উৎপন্ন ব্যক্তি হইতে এ জাতির মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ফলে "চিত্রবাদ" বলিয়া আর একটি বাদও পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা এই সমস্ত বাদ পর্য্যালোচনা করিয়া জাতির প্রকৃতিনির্ব্বাচনে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা এ জাতিকে "সঙ্কর'' প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ 'অন্ত্যজ' কেহ 'করণ' বলিয়া আর দুইটী স্বতন্ত্রবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার পরই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এদিকে আসিয়াছিল এবং তদ্ধেতু তাঁহারা ইথুওপয় জাতি হইতে "কাহতানবাদ'' উপস্থিত করিয়াছেন। এই কাহতানবাদ উপস্থিত হওয়াতেই, সংশয়াত্মক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে—তবে কি কায়স্থ বর্ণাশ্রমসমাজের কেহ নহে ? এই সংশয়মূলেই সংশয়বাদের উদ্ভব হওয়ায়, পূর্ব্বতন বাদগুলির পর্য্যালোচনা করিতে সমস্ত মতবাদগুলির ভ্রান্তিনিরাস পূর্ব্বক কায়স্থ শব্দের প্রকৃতি নির্ব্বাচনে পাঠক "ক্ষয়েথবাদ" পাইবেন এবং তাহাই যে ক্ষত্রিয় শব্দের নামান্তর বা ভাষান্তর ইহা দেখিবেন ; সুতরাং সিদ্ধান্তে

ক্ষত্রিয়বাদও আলোচনা করিতে হইবে। ইহাই হইবে গ্রন্থ রচনার ক্রম, ইহা ভিন্ন সরল ও সহজ অথচ সকল কথার আলোচনা অন্যভাবে হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া এই সমস্ত মতগুলিকে এক একটি 'বাদ' নামে ঘোষণা করিয়া ক্রমিক পরিচ্ছেদের স্থলে সন্নিবেশিত করিব। ইহা দ্বারা চিন্তাশীল পাঠকদিগেরও বিচারনৈপুণ্য এবং জাতি-তত্ত্বে বিতণ্ডাকারী নিরস্ত করিবার পথ সুগম হইবে মনে হয়। ইহাই আমার প্রস্তাবনা। অতএব প্রস্তাবনা উপসংহারে পুনরায় সেই মঙ্গলময় ভগবানের সমীপে প্রার্থনা এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তিনি আমার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়া দিউন, তিনি সর্ব্বদা আমার সহায় হউন।

নিঃক্ষত্রিয় বাদ

যাহারা কায়স্থ জাতি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু পরিবর্ত্তনবিরোধী পণ্ডিতের দল বলেন, ভগবান মনু বলিয়াছেন—"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএবচ।" কলিতে কি ক্ষত্রিয় আছে? অনন্ত বীর্য্যের আধার মহাতপস্বী ভার্গবরাম (পরশুরাম) পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, তাহা কি কাহারও অবিদিত আছে? কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ চতুর্থবর্ণ শূদ্র। ইহার সমর্থনে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অভাবের কথাটা যাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহেন, মহাভারতে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের পুনরুৎপত্তি প্রসঙ্গে "তদা নিঃক্ষত্রিয়ে লোকে ভার্গবেণ কৃতে সতি" এই বচনটাই তাঁহাদের দৃঢ় অবলম্বন। কেন না যাঁহারা বর্ত্তমান

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহারা চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক সম্বলিত, উপাখ্যান রহিত 'ভারত-সংহিতা' মানেন। ভারত-সংহিতায়ও ক্ষত্রিয়ের পুনরুৎপত্তির ঐ কথাটা আছে।

যাঁহারা রাম ও ভীষ্ম কর্তৃক পরশুরাম-বিজয়-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পরশুরাম কর্তৃক 'নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী' একথা স্বীকার না করিয়া বাক্যটীর সার্থকতা সাধনাভিপ্রায়ে বিষ্ণুপুরাণের "মহানন্দিসুতঃ শূদ্রা-গর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোমহাপদ্মনন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা, ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।" (৪।২৪।৪-৫) বচনটী অধ্যাহার করিয়া বলেন—"ঐ বচনে ভবিষ্যতে সর্ব্বত্র শূদ্র ভূমি-পাল হওয়ার কথাতেই সমগ্রভাবে পৃথিবীর তাবৎ ক্ষত্রিয়ের বিনাশ ঘোষণা করিতেছে।"

যাঁহারা বিষ্ণুপুরাণের এই বচনেও সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা বলেন—তত্র পরশুরামোপময়া স্ত্রীবালাবধি নির্দ্দয় হন্তৃত্বং সূচিতং। পরশুরামেণেব কতিপয়ানামহননমপি স্যাদত আহ 'অখিল ক্ষত্রান্তকারী'তি, তেন ক্ষত্রিয় সামান্যাভাবঃ সূচিত স্তদেবোক্তং শূদ্রাভূমিপালা ইতি। নন্দস্যোগ্রত্বেঽপ্য-নুলোমসঙ্করাণাং মাতৃজাতীয়াচ্ছূদ্রাইত্যুক্তম্। তত্তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়ান্ হত্বা তৎসন্তানভূতা উগ্রাস্তত্রাজ্যে স্থাপিতা ইতি তাৎপর্য্যং ভাগবতে দ্বাদশে 'ততো নৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াঃ। ইতি নন্দাদীনামুগ্রত্বাৎ (শূদ্রপ্রায়াঃ) ইত্যুক্তম্। এতেন রাজ্যাধিকারিণো মাগধা এবান্যেন নাশিতা নতু দেশান্তরস্থাঃ ইতি।" তাই বিষ্ণুপুরাণে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদের কথা দৃষ্ট হইতেছে ;—

"মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিক সংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি, কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ-ব্রহ্মণ্যান্ রাজ্যে স্থাপয়িষ্যাং বৎসাস্যাখিল ক্ষত্রজাতিম্। (নাগেশ ভট্ট)। এই যে বিশ্বস্ফটিক, ইহার শরীরে আদৌ ক্ষত্রিয় শোণিত ছিল না, তাই

পূর্ব্বোক্ত উগ্র-ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্ছেদ করিয়া পৃথিবী হইতে একেবারে ক্ষত্রিয় নাম উঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব বুঝিতে হইবে পরশুরাম প্রথম তাবৎ ক্ষত্রিয় নিঃশেষ করিয়াছিলেন, তদনন্তর ক্ষত্রিয়াণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যে সমুদয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল, নন্দগণ তাহাই ধ্বংস করেন এবং বিশ্বস্ফটিক আবার সেই উগ্র-ক্ষত্রিয়ের উৎপাদন করায় তিন স্থলেই অখিল ক্ষত্রিয়ের নিধনে নিঃশেষিত, উৎসাদিত প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। নাগেশ কর্ত্তৃক 'নিঃক্ষত্রিয়' কথা স্থির রাখিবার ইহাই যুক্তি।

আলোচ্য নিঃক্ষত্রিয়-বাদ খণ্ডনার্থ আমরা এই বলিতে ইচ্ছা করি যে পৃথিবী কখনই ক্ষত্রিয়হীনা হয় নাই এবং হইবেও না। সত্য বটে উপাখ্যান সম্বলিত লক্ষশ্লোক সমন্বিত 'মহাভারত' কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রথম সংস্করণ। কিন্তু তাহা এখন পাওয়া যায়না। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা সৌতির যজ্ঞীয় ঘটনা সম্বলিত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে মহাভারত রচনা করেন, তাহাতে কুরু-পাণ্ডবের ঘটনাই বর্ণিত থাকে এবং সেই বিশাল ইতিহাস বৈশম্পায়ন প্রভৃতি কতিপয় ঋষিকুমার তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। সুতরাং এই প্রচলিত গ্রন্থ আদি সংস্করণ নহে; শৌনকের যজ্ঞীয় ঘটনা লইয়াও উহার শ্লোকসমূহ নব্বই হাজারের বেশী নাই। পরন্তু উপাখ্যান ও শৌনকের যজ্ঞীয় বিবরণ যদি পরিত্যাগ করিয়া, চতুর্বিংশতিসাহস্রী 'ভারত-সংহিতা' বলিয়া প্রচলিত মহাভারতকে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, বেদব্যাস শুকদেবের অধ্যয়নের জন্যে ঐ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ-শ্লোকী যে 'ভারত-সূত্রম্' রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে পুনরায় ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তির কথা আদৌ কোন স্থানে নাই। অতএব বলিতে হইবে, ঐ বিবরণটী পরবর্ত্তী কালে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবুও

যদি কেহ বলেন—প্রসিদ্ধ বাক্য কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। তদুত্তরে আমরা তাঁহাদিগকে কাতন্ত্রপরিশিষ্টের সমাস প্রকরণের "সমৃদ্ধ্যাদিষ্বব্যয়ম্" এই সূত্রের বাত্তিকটী দেখিতে অনুরোধ করি। বৃত্তিকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতিদত্ত লিখিতেছেন, "অধিকা ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ, ঋদ্ধ্যভাবে নিঃক্ষত্রিয়ং, দুঃক্ষত্রিয়ং বর্ত্ততে। নঞর্থে নির্মক্ষিক মিহেতি ভোক্ষ্যামহে।" অবশ্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ তর্কাচার্য্য 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভাব ঠিক রাখিবার অভিপ্রায়ে নঞর্থে অব্যয়ীভাব করিয়া লিখিয়াছেন—"ক্ষত্রিয়াণাং ঋদ্ধেরভাব ইত্যর্থঃ সংসর্গাভাবোহয়ং নঞর্থ ইতি নঞর্থস্যাত্যন্তাভাব এবাবশিষ্যতে ঘটস্য প্রাগভাব ইত্যর্থে অব্রাহ্মণ ইতীতরেতরাভাবে চ অব্যয়ীভাবস্য পরস্যানঙ্গীকারাৎ তদুক্তং ঋদ্ধ্যভাবঃ, অত্যন্তাভাবঃ, অতিক্রমাভাবঃ, সংপ্রত্যভাবশ্চাব্যয়ীভাববিষয় ইতি ঋদ্ধ্যভাবঃ ঋদ্ধেবিগমঃ কালত্রয়ে চ সর্ব্বত্র চ দেশে বস্তুনোধর্ম্মিণোহভাবঃ অত্যন্তাভাবঃ। তেন ধর্ম্মাভাবেহত্যন্তাভাব ইত্যুক্তম্।" *

পাঠক এখন বুঝিয়া দেখুন—উভয় নৈয়ায়িকই 'নিঃ' শব্দে অভাব এবং (ঋদ্ধি) অর্থে 'ঐশ্বর্য্য' গ্রহণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের (১৯।১৩) শ্লোকে স্বয়ং কার্ত্তবীর্য্য-নন্দনই দত্তাত্রেয়ের নিকট "যদি দেব প্রসন্ন স্বং তৎ প্রযচ্ছর্দ্ধিমুত্তমাম্।" কামনা করিতেছেন। এই 'ঋদ্ধি যে হৈহয়-রাজগণের কুলপুরোহিত ভার্গবগণ অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেবীভাগবত, মহাভারত এবং অথর্ব্ববেদ পাঠ করিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অতএব 'নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী'র উপাখ্যানও যে এই ঋদ্ধি অর্থাৎ

* বৃত্তিকার "নিঃক্ষত্রিয়" শব্দটীর নঞ্ সমাস না করিয়া 'নির্মক্ষিক' শব্দ নঞ্ সমাস করিয়াছেন, অথচ টীকাকার 'নিঃক্ষত্রিয়,' শব্দই নঞ্ সমাস করিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভাব নির্দ্দেশের জন্য শ্রুতি বিরুদ্ধ কুট যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন মাত্র।

ঐশ্বর্য্যের অভাব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। যাঁহার উপলক্ষে পৌরাণিক প্রবন্ধে 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দের কল্পনা সেই হৈহয়-দিগেরই যখন ঋদ্ধির অভাব ছিল না তখন জাতিপরিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ত্ব পৃথিবী হইতে কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। সুতরাং নৈয়ায়িকই হউন আর বৈয়াকরণিকই হউন ধর্ম্মাভাবে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভবের কথা বলিলে শ্রুতি-বাক্যরও বিরোধ হয়। কেননা যজুর্বেদে আছে, (২০।২৫) 'যে স্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় একত্রে বাস করে তথায়ই পুণ্যজনক ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান যজ্ঞভূমি।' ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮।৬।৩ আছে—'ক্ষত্রিয়তেই ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠিত।' সুধী পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের যেস্থলে অত্যন্তাভাব হইবে, সে স্থলে অপরের ধর্ম্মও থাকিতে পারে না; তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরও অত্যন্তা-ভাব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা ক্ষত্রিয়ের অস্তিত্বও মানিয়া লইতে হয়।

বিষ্ণুপুরাণে মহাপদ্মনন্দ যে পরশুরামের সহিত উপমিত হইয়াছেন, সে পরশুরামও কিন্তু সমুদয় ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারও রঘুকুলচূড়ামণি কিশোর রামচন্দ্রের নিকট অতি লজ্জাকর পরাজয়ের কথা আপামর সাধারণের মধ্যে এখনও বিদিত আছে। কৌরব-গৌরব সুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব যে প্রকার উপেক্ষার সহিত পরশুরাম সংগ্রামে অস্ত্রধারণ করত তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণের প্রতি উঁহারা মনোযোগ না করিয়াই আবার বলিয়া থাকেন—পরশুরামের অভ্যুত্থানে ভারতে আর ক্ষত্রিয় বংশ নাই। পাঠকগণ দেখুন, তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠে কত অমনোযোগিতা :

"তত্র রাম সমাগচ্ছ ত্বরিতং যুদ্ধদুর্ম্মদ।
ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং পৌরাণং ব্রাহ্মণব্রুব॥ ৩৮

যচ্চাপি কত্থসে রাম বহুশঃ পরিবৎসরে।
নির্জ্জিতাঃ ক্ষত্রিয়া লোকে ময়েকেনেতি তচ্ছৃণু॥ ৩৯
ন তদা জাতবান্ ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ।
পশ্চাজ্জাতানি তেজাংসি তৃণেষু জ্বলিতং ত্বয়া॥ ৪০
যস্তে যুদ্ধময়ং দর্পং কামঞ্চ ব্যপনাশয়েৎ।
সোঽহং জাতো মহাবাহো ভীষ্মঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥” ৪১

মহাভারত ৫।১৭৯

ফলিতার্থ—সেই স্থলে যুদ্ধ দুর্ম্মদ পরশুরাম সত্বর আগমন করিলেন। তাঁহার দর্পের প্রতিদানের জন্য (সেই পুরাকৃত ব্রাহ্মণ) তিনি ও আমি উভয়ে বিতণ্ডা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম—হে রাম! তুমি যে বলিতেছ, পরিবৎসরে বহুশত ক্ষত্রিয় নাশ করিয়াছ, তাহা কেহই জানে না এবং আমা কর্ত্তৃকও তাহা শ্রুত হয় নাই; যদিই তুমি ক্ষত্রিয় নির্জ্জিত করিয়া থাক, সে সময় ভীষ্ম অথবা মৎসদৃশ কোন ক্ষত্রিয় জন্মে নাই, এই তেজ শেষেই জন্মিয়াছে এবং তোমার ন্যায় তৃণ দ্বারাই তাহা জ্বলিবে। তোমার সেই সাংগ্রামিক দর্প ও অন্য যে কোন কামনা আছে তাহা বিনাশের জন্যেই আমি সেই শত্রুপুরবিজয়ী মহাবাহু ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

পরশুরাম ভীষ্মের এই যুদ্ধ দ্বাবিংশতি দিন হইয়াছিল। চিরকুমার সত্যনিষ্ঠ, অমিতপরাক্রান্ত দাবাগ্নিসদৃশ তেজস্বী মহেষ্বাস ভীষ্ম, পরশুরাম-সমক্ষে যে সকল পৌরুষবাক্য বলিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহাই করিলেন তাই জামদগ্ন্যের রক্ষার জন্য তৎপিতৃস্থানীয় আত্মীয়গণ রামকে বলিয়াছিলেন—

মাস্মৈবং সাহসং তাত পুনঃ কার্ষীঃ কথঞ্চন।
ভীষ্মেণ সংযুগং গন্তুং ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ॥

মহাভারত ৫।১৮৭।১০

হে বৎস পরশুরাম! তুমি পুনরায় এই প্রকার দুঃসাহস করিও না, ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধে সংগত হওয়াই তোমার অন্যায়, বিশেষতঃ ভীষ্মের সহিত।

ফলতঃ এই সংগ্রামারম্ভে ভীষ্মদেব পরশুরামকে যেমন সামান্যের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই প্রকার তাঁহার ক্ষত্রিয় বিনাশটাও যে অতি সামান্য ঘটনা পূর্ব্বোক্ত ৩৯ সংখ্যক শ্লোকেই তাহা প্রতীতি হইতেছে। বস্তুতঃ কায়স্থের স্বীয় ক্ষাত্রবর্ণানুমোদিত উপনয়নসংস্কারের বিরুদ্ধবাদিগণ যে ভাবে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা ও তেজবীর্য্য পরাক্রমের বিষয় ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহা অমূলক বলিয়াই প্রতীতি হয়।

কারণ পুরাণাদিতে যে সকল পুরাবৃত্ত দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই মন্ত্রব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। * মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণিক ইতিহাসে বেশীর ভাগই আথর্বণ মন্ত্রব্রাহ্মণের প্রবন্ধাবলীর অংশবিশেষ লইয়া বিস্তৃত করা হইয়াছে। এই জন্যই ঐ সকল প্রামাণিক গ্রন্থে বড় একটা অবান্তর কথা দৃষ্ট হয় না। এবং সেই জন্যই মহাভারতকার যাহাকে জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলান নাই, সেই সত্যসন্ধ অমিতবিক্রম ভীষ্মদেবের মুখে বলাইয়াছেন "হে রাম! তুমি যে ক্ষত্রিয় নিঃশেষ করিয়াছ তাহা আমি শ্রবণ করি নাই।" কথাটা যথার্থ—উক্ত মন্ত্রব্রাহ্মণে ৫।২৩।৯—১২ শ্লোকে ক্রিমি-রাজ অর্জ্জুন, স্থপতি, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পরিবারের

* পুরাণসমূহ মহাভারত, বৌদ্ধজাতক ও জৈনশাস্ত্র হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছে!

অপরাপর সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত জমদগ্নিদ্বারা নিহত হইয়াছিল, এইরূপ বর্ণিত আছে। এবং ৫।২৮।৫—৯ শ্লোকে অর্জ্জুনের জন্ম "ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" জমদগ্নির তিন প্রকার আবির্ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ ঐ ২৩ বর্গের অর্জ্জুন যে আত্মীয়বর্গের সহিত নিহত হওয়ার উল্লেখ আছে, সে কথা মানুষের নহে,—তাহা শরীরস্থ অর্জ্জুন নামক ক্রিমি ব্যাধির। পরন্তু জমদগ্নি অর্থে ভৃগুপুত্র জমদগ্নিও নহে। মহাত্মা যাস্কাচার্য্য জমদগ্নি শব্দের এইরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন। যথা—"জমদগ্নয়ঃ প্রজ্বমিতাগ্নয়ো বা প্রজ্বলিতাগ্নয়োবেতি।" ৭।২৪ এই ব্যাখ্যায় বুঝা যাইতেছে যে জঠরানল প্রজ্বলিত হইয়াই অর্জ্জুনাখ্য ক্রিমি সবংশে বিনাশ করিয়াছিল। এই ক্রিমি মানব-জীবনে তিন প্রকারে সাত বার প্রবর্দ্ধিত হওয়ায় প্রজ্বলিত জঠরাগ্নিতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণ পাঠকগণ বুঝুন যে এই "ক্রিমিরাজ অর্জ্জুন ও ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" বাক্যের মূল লইয়া পৌরাণিকদিগের একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়বাদের উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে কিনা? ঐ মন্ত্রাবলীর ব্যাখ্যা যে আমার কৃত তাহাও যেন কেহ মনে না করেন। অথর্ব্ববেদের শৌনকশাখার মন্ত্রব্রাহ্মণে আচার্য্য উপবর্ষের টীকাতেই ঐরূপ অর্থ আছে। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচারী মাণবক উপনয়নান্তর আয়ুষ্কামনায় এই ভেষজসূক্ত ও আয়ুষ্য সূক্ত দ্বারা ত্রিবৃৎ মন্ত্রপূত করত ধারণ করিবে।

আমাদের উহার বিস্তৃত সমালোচনার স্থল এ নহে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। তাঁহারা যে হৈহয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত পরশুরামের বিরোধোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা সত্য হইলে তদ্বংশধরগণ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু মহাভারতে ও বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে কার্ত্তবীর্য্যের পঞ্চপুত্রের আত্মরক্ষা ও তাঁহাদের বংশধরদিগের ইতিহাস দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ঐ সকল আত্মরক্ষাকারী

রাজকুমারগণকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহিষ্কৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কথাও নিতান্ত অনৈতিহাসিক। কেননা মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৃথিবী পরশুরাম কর্ত্তৃক নিপীড়িতা হইয়া রসাতল গমনোদ্যতা হইলে, কশ্যপ মুনি তাঁহাকে ব্রাহ্মণের অধীনতায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, তদুত্তরে ধরণী কশ্যপ ঋষিকে বলিয়াছিলেন—

সন্তি ব্রহ্মন্! ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
হৈহয়ানাং কুলেজাতা স্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে॥"

মহাভারত ১২।৪৯।৭৫

বঙ্গার্থ—"হে ব্রহ্মণ! হৈহয় রাজকুল জাত (আমা কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের নিকট) বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ রক্ষিত হইয়াছে। মুনে! তারাই আমাকে রক্ষা করুক।" সম্ভবতঃ এ প্রমাণে অতঃপর আর কেহ কায়স্থ জাতিকে পরশুরাম কি মহাপদ্মানন্দ অথবা বিশ্বস্ফটিক নির্জ্জিত ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হইবেন না।

অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারা যে পৃথিবী নির্ব্রাহ্মণ হইয়াছিল তাহাও আথর্ব্বণ মন্ত্রব্রাহ্মণে আছে—

উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যো জিঘৎসতি।
পরা তৎ সিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে॥ ৫।১৯।৬

বঙ্গার্থ—উগ্ররাজা * যিনি ক্রোধবশে ব্রাহ্মণ হননেচ্ছু হইয়া, যে যে স্থলে ব্রাহ্মণ জীবিত ছিল, বধ করেন; তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইতে থাকে।

* মিল হরিবংশে আছে, পৌরব বংশীয় উগ্রায়ুধ রাজা নীপবংশ ধ্বংস করেন (১।২০।৪৪)।

তাই বলিতেছিলাম—উভয়দিকে কাহারও প্রমাণের অপ্রাচুর্য্য নাই। অতএব পরস্পর হিংসা পরিহার করাই শ্রেয়।

সুদূর অতীতের উত্তর পশ্চিম ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, শক, হুণ প্রভৃতির প্রভাব বশতঃ ঐ সকল দেশ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হ্রাস পাইয়া প্রাকৃতভাষা সমধিক প্রচারিত হইয়াছিল। পরন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বিপর্য্যাবস্থায় যখন বৌদ্ধ-পন্থিগণের সমাজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, সেই সময় একদল লোক ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বতন অনাচার স্মরণ করিয়া জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া লইল; তাহারা বেদ বর্ণিত দেব দেবী বাদ, চাতুর্বর্ণ্য সমাজও মানিতেন, কিন্তু যজ্ঞে পশুহননের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। এই সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—ব্রাহ্মণগণ চাতুর্বর্ণ্য সমাজের ক্ষত্রিয়কে সমাজ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অতি বড় কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যুত্তররূপে 'নির্ব্রাহ্মণ পৃথিবী' প্রমাণ করিবার জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রকে নায়ক করিয়া 'ব্যাসপুরাণের' অবতারণা করিলেন। তৎফলে এই হইল, গুজরাট অঞ্চলে রাজা ধ্রুবের সন্তানদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, মধ্য ভারতের চন্দ্রসেন নৃপতির বংশধরদিগকে শৌর্য্যহীন অপবাদ দিয়া ঋষি দালভ্যানুগৃহীত কায়স্থ (ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে) এবং বোম্বে প্রদেশের সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতির সন্তানদিগকে মুনি-শাপগ্রস্থ 'পাঠারীয়' নামে অভিহিত করিলেন।

এ সময়ও উত্তরভারত সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ গভীর নিদ্রায় অভিভূত, গ্রীক্, যবন, তাতার, পাঠান ও মোঙ্গল দ্বারা দেশ অধ্যুষিত —তাহাদের ভাষা, আচার ব্যবহার দ্বারা দেশ পরিচালিত। ইহার পর ইস্লামিক শাসনকালেই রাজা তোঁদরমল্লের অভ্যুদয়—এবং ইঁহারই চেষ্টায় উত্তর ভারতীয় কায়স্থ ভ্রাতাগণের নিদ্রার অপনোদন। নিদ্রা ভাঙ্গিলে কি হয়, ব্রাহ্মণেরা ত পূর্ব্ব হইতেই জাগ্রত রহিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহারা কায়স্থ-

দিগকে নিরস্ত করার বিভিন্ন প্রকারের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন এবং কায়স্থের দুর্নীতিগুলির উল্লেখ করিয়া তাহারা যে মাহিষ্য বনিতায় বৈদেহের ঔরসে লেখক জাতিবিশেষ তাহা বলিলেন ; ইহার পর তাহাদিগকে বৈশ্য-শূদ্রাজ-করণ বলিলেন। এ কথায় সুবিধা না পাইয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজকরণ এবং ইহা বলিয়াও যখন বুঝ্‌ মানাইতে পারিলেন না, তখন ভবিষ্যপুরাণের ও পদ্ম-পুরাণের নাম করিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দেখাইয়া দিলেন—'ব্রহ্ম-সৃষ্টির পর মৃত্যুপতি যম যখন জীবের পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন যমরাজা ব্রহ্মার নিকট কান্দিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, 'যদি তুমি আমায় একটী মহুরী না দেও তবে আমি চলিলাম—প্রেতলোকের কাজ আমি আর করিতে পারিবনা।' ইহাতে ব্রহ্মা মহা ভাবিত হইয়া পড়িলেন এবং তৎকালেই একবারে লেখনী ছেদনীসহ 'চিত্রগুপ্ত' নামক ব্যক্তি তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যমের পিছনে পিছনে গিয়া তাঁহার মহুরী হইয়া বসিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে "কায়স্থ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এজন্য 'কায়স্থ জাতি' হইল। আমার উত্তর ভারতের কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা বশতঃ, তথা আরবিক উর্দ্দূ-ভাষার আবরণে থাকাপ্রযুক্ত এখনও ঐ চিত্রগুপ্তের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

দাক্ষিণাত্যবাসীরা কিন্তু ব্রহ্মার এই দ্বিতীয় সৃষ্টি স্বীকার করিতে পারিলেন না—তাঁহারাও পুরাণের বচন আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—চিত্রগুপ্ত সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হইয়া যমরাজার মন্ত্রী হন। এবং অন্যেরা বলেন, চিত্রগুপ্ত যমের লেখক বটে, কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুত্রও নহে, সমুদ্রমন্থনোদ্ভবও নহে, মিত্র নামক কায়স্থের চিত্র নামক পুত্র ; ইনিই সূর্য্যবরে যমপুরের লেখকতা পাইয়া চিত্রগুপ্ত নামে অভিহিত হন।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এই প্রকার আপোষে উত্তরভারত, উত্তর পশ্চিম ও

দক্ষিণ ভারতের কতকাংশ মানিয়া লইলেও সমগ্র ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণ ইহা মানিয়া লয়েন নাই। এই অলীক নিঃক্ষত্রবাদ এবং অলীক চিত্রগুপ্তবাদ আদৌ স্বীকার করিতে পারেন নাই। নিঃক্ষত্রিয় কথাটা যে ঋদ্ধির সহগামী তাহা যখন বঙ্গে কায়স্থ নরপতিবৃন্দ ছিলেন, কাশ্মীরের নাগবংশীয় ভূপতিবর্গ, অযোধ্যায় বাস্তবাগণ বিজয়কেতন হস্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন—তখন ভারতে ক্ষত্রিয় ছিল, তাঁহাদের সেই ঋদ্ধির অপগমে এখন ক্ষত্রিয় কিরূপে থাকিবে, দৃষ্টান্ত বাঙ্গালার ভূস্বামিত্ব দিন দিন অন্যজাতির হস্তে যাইতেছে।

শূদ্রবাদ

কায়স্থ জাতিকে যাঁহারা অবরবর্ণ শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানধৃত দক্ষিণ রাঢ়ীয় "কায়স্থ-কারিকার" নিম্নধৃত বচন দুইটী দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন যথা :—

"পাত্রং পপ্রচ্ছ পূতং পরমসুরপদদ্বন্দ্বপদ্মার্চ্চকোঽসৌ
কাসন্তেকাশ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ ক্বাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ ?
পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাৎ দ্বিজাস্তে
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেষামধীনাঃ ॥"

বঙ্গার্থ—নিত্য শুদ্ধ পরমপুরুষের পাদদ্বয় অর্চ্চক রাজা, মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যজ্ঞকর্ম্ম কুশল ব্রাহ্মণ কোথায় অবস্থান করেন ? আরও এককথা—মহাকুলসম্ভূত শূদ্রগণই বা কোথায় ?" মন্ত্রী রাজার এই প্রশ্ন

শুনিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"রাজন্! সেই সমস্ত তপস্যা-পরায়ণ দ্বিজগণ কোলাঞ্চদেশে অবস্থান করেন, তাঁহারা মৃগের ন্যায় আনন্দ-ভরে স্বাধীন ভাবে থাকেন, কাহারও অধীন নহেন অর্থাৎ সে দেশের রাজা নাই গণতন্ত্র শাসিত।"

উদ্ধৃত শ্লোককার আদিশূর দ্বারা যজ্ঞার্থ ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র যাত্রা করাইতেছেন এবং আগত বীরগণের মুখেই তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়াইতেছেন;—

"কে যূয়ং নাম কিং বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ ক্বাপি দেশাৎ?
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্॥
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ!
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতিরস্তি চৈষাম্॥"

বঙ্গার্থ—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই কৃতী; অতএব দয়া করিয়া বলুন, আপনাদের কাহার কি নাম এবং কোন দেশ হইতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন করিলেন? তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, "হে নৃপতে! আমরা পঞ্চ শূদ্র, পরন্তু ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, কোলাঞ্চ দেশের অধিবাসী।" ইহা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া পুনরায় বলিলেন—"হে বিপ্রভক্তবৃন্দ! পৃথিবীতে আপনারাই ধন্য, দয়া করিয়া আপনাদের বিস্তারিত পরিচয় দিলে অনুগৃহীত হইব।" কিন্তু ইহা শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞগণের বরিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রগণ সসম্ভ্রমে এই মাননীয় ব্যক্তিবৃন্দের বিস্তারিত পরিচয় বলিলেন। তাঁহারা কিরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কায়স্থান্দোলনে বঙ্গের সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ই অবগত আছেন।

যাহা হউক, এখন আমি আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে দুইটী বচনে যে, "শূদ্র" শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি? প্রথম

কথা হইতেছে, রাজা যে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্বাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ ?" এই স্থলেই ত মহা গোল ; বেদ-বিপ্রহীন অনার্য্যসেবিত দেশে বাস করিয়া রাজার শূদ্রের কি প্রয়োজন হইয়াছিল ? তিনি যজ্ঞার্থ যজ্ঞকর্ম্মকুশল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাহিতেছেন, শূদ্র যজ্ঞে আসিয়া কি কর্ম্ম সাধন করিবে ? ব্রহ্মসূত্রটীকায় ভামতীকার "যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" এই শাস্ত্রানুশাসন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই। সে যজ্ঞে উপস্থিত থাকিলে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যাইবে। ঐ না শ্রুতি বলিতেছেন—

অশূদ্রোচ্ছিষ্টী। এষ বৈ ধর্ম্মো য এষ তপতি সৈষা শ্রীঃ সত্যং জ্যোতিরনৃতং স্ত্রী শূদ্রঃ শ্বা কৃষ্ণঃ শকুনিস্তানি ন প্রেক্ষেত নেচ্ছ্রিয়ং চ পাপ্মানং চ নেৎ জ্যোতিশ্চ তমশ্চ নেৎ সত্যানৃতে সংসৃজানীতি ॥"

শতপথ ব্রাঃ ১৪।১।১।৩১

অর্থাৎ যজ্ঞস্থল শূদ্রহীন, উচ্চ ও নিয়মিত হইবে। ইহাই ধর্ম্ম ; যিনি ইহাকে তাপিত করেন, তিনিই শ্রী সত্য ও জ্যোতিঃ। অনৃত, স্ত্রী শূদ্র, কুকুর, কালপেচক, ইহাদিগকে কোন ইষ্টিকর্ম্মের নিকট রাখিবে না, কেননা ইহারা শ্রী নষ্ট করে, পাপযুক্ত করে, জ্যোতি নষ্ট করে, পরন্তু তম এবং (সত্য নষ্ট করিয়া) অনৃত আনয়ন করে, এ জন্য ইহাদিগকে সম্যগ্‌-ভাবে পরিত্যাগ করিবে।

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—যজ্ঞ কিম্বা বেদাধ্যয়ন শূদ্রের সম্মুখে করিবে না। যথা—"নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।" (৪।৯৮)। অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়াও শূদ্রের সম্মুখে বেদ অধ্যয়ন করিবে না। রাজা না যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিলেন ? সে যজ্ঞে শূদ্র সম্মুখে থাকিলে মন্ত্র পড়া চলিবে কি ?

তবে কেন শূদ্রের জন্য রাজা এত ব্যস্ত ? আরও দেখুন, কবির কত

অন্যায় ব্যবস্থা ; যাহাকে বলিতেছেন শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য, সে কুলীন হয় কিরূপে ? মহামতি অমর সিংহ বলিয়াছেন—

"রাজবীজী রাজবংশ্যো বীজস্তু কুলসম্ভবঃ।
মহাকুল-কুলীনার্য্য-সভ্য-সজ্জন-সাধবঃ ॥"

নাম লিঙ্গানুশাসনম্। ৮।২

অর্থাৎ রাজার বীজীকে রাজবংশ বলে এবং সেই বংশে সম্ভবকে কুল ও সেই কুল সম্ভূতকে আর্য্য বা কুলীন বলে।

মেদিনীকরকৃত প্রাচীন অভিধানে আছে—"কুলং জনপদে গোত্রে।" অর্থাৎ কোন প্রসিদ্ধ জনপদবাসিগণ এবং কোন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির বংশে জন্মিলে তাহাকে কুলীন বলে। তবে কি পঞ্চ কায়স্থ প্রখ্যাতনামা রাজা, "মৃচ্ছকটিক" নাটক লেখক শূদ্রকের বংশধর, যে, তাঁহাদিগকে 'শূদ্রকুলীন'—শূদ্রক বংশীয় কুলীনের কথা রাজা আদিশূর জিজ্ঞাসা করিলেন ? কেননা শূদ্রক বংশের পঞ্চ কায়স্থ হইলে ত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই গিয়া পড়ে। বস্তুতঃ রাজ-প্রশ্নোত্তরে আগত ব্রাহ্মণেরা মকরন্দাদির পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—ইনি 'ঘোষ কুলাম্বুজঃ', ইনি 'বসু বংশসম্ভুবঃ', ইনি 'মিত্রবংশসিন্ধুঃ' ইত্যাদি, সুতরাং পঞ্চকায়স্থ যে শূদ্রক রাজার বংশধর নহেন তাহা সুনিশ্চিত, ঘোষাদির মূল পুরুষের পরিচয়েই তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব 'শূদ্রকুল' কথার অর্থ যখন গোত্র পুরুষ হইল না—তখন শূদ্র জনপদ হইতেই শূদ্র কুলীন শব্দের ইঙ্গিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণে আছে—"জনপদিনাং জনপদ-বৎ সর্ব্বং, জনপদেন সমানশব্দানাং, বহুবচনে। ৪।৩।১০০ মহাত্মা ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহার "সিদ্ধান্তকৌমুদী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—"জনপদ-স্বামিবাচিনাং বহুবচনে জনপদবাচিনা সমানশ্রুতিনাং জনপদবৎ সর্ব্বং স্যাৎ

প্রত্যয় প্রকৃতিশ্চ ॥" উদ্ধৃত সূত্রানুসারের পঞ্চশূদ্র কুলীনদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে শূদ্রদেশের অধিপতি ছিলেন, ইহাই স্পষ্টতর বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু সেই শূদ্র দেশ কোথায় ? এই প্রশ্নের মীমাংসা মহাভারতে দেখিতে পাই ;—

"ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্য-শূদ্র-কুলানি চ ।
শূদ্রাভীরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ ॥" ৬৭

ভীষ্ম পর্ব্ব, ৯ম অধ্যায়

কৃষ্ণ শাস্ত্রিকৃত টীকা :—"শূদ্রাভীরা দরদা কাশ্মীরাশ্চ দেশাঃ ক্ষাত্রিয়োপনিবেশাঃ। বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ পশুভিঃ সহ কৃষি বাণিজার্থং তত্র নিবসন্তি।"

বঙ্গার্থ—শূদ্র, আভীর, দরদ, ও কাশ্মীর দেশ ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রবংশীয় অনেকেও ঐ সকল দেশে কৃষি বাণিজ্যাদির নিমিত্ত পশুসমূহ লইয়া বাস করে।

উদ্ধৃত প্রমাণে শূদ্র যে একটি দেশ এবং তদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উপনিবেশ ছিল তাহা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু কোথায় ঐ দেশের অবস্থান জানা যাইতেছে না তবে বৈদিক প্রমাণে দেখিতে পাইতেছি :—

তক্মন্ মূজবতো গচ্ছ বল্‌হিকান্ বা পরস্তরাম্।
শূদ্রামিচ্ছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্ বীব ধূনুহি ॥

অথর্ব্ববেদ ৫।৫।২২।৭

অর্থাৎ—হে তক্মন্! অগ্নি! যদি তুমি বাহ্লিকদিগের মূজবৎ পর্ব্বত হইতে গমন কর অথবা পশ্চিমে শূদ্রদেশীয় বৃহন্নিতম্বিনীদিগকে ইচ্ছা কর, হে তক্মন্! সন্দীপন্ পূর্ব্বক স্ব-অঙ্কে গ্রহণ কর।

এই প্রমাণে বাহ্লিক দেশের পশ্চিমে শূদ্রদেশ পাওয়া গেল। জেনারেল কানিংহাম তাহার সঙ্কলিত 'Geography of Ancient India' নামক পুস্তকের ৪নং মানচিত্রে Sudrakæ or S[illegible] ৭০

অক্ষাংশ এবং দক্ষিণে ২৮ দ্রাঘিমার মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—Deodares এই জাতিকে 'Sudrakouai' এবং Strabo—'Sudrakæ' pliny—'Sydracæ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, শূদ্রদেশ শুধু পৌরাণিক কল্পনা নহে, ঐতিহাসিক যুগেও ইহার অস্তিত্ব ছিল। G. Rawlinson's Edition 'History of Herodotus' নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের Vol. IV, page 250, পারস্য সম্রাট্ প্রথম দরায়ুসের উৎকীর্ণ 'নাক্সি-ই-রুস্তম্' গিরিলিপি পাঠ করিলে 'শুগ্‌দা' ও 'শক' নামে দুইটি দেশ দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হইতেছে যে, ঐ ঐতিহাসিক প্রমাণের শূদ্রকোয়াই বা শূদ্রকি ও শুগ্‌দা * নামে দুইটী দেশের একটী অথর্ব্ববেদের শূদ্রদেশ, অপরটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সাধ্যদেশ (৮।৩৮।৩)। (ছান্দগ্যোপনিষদের ৩।৬ খণ্ডে সাধ্যদিগের রাজ্য ও বৈদিক-কর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণের নিবাসভূমিরও বর্ণনা আছে।) ব্রহ্মযামলে আছে "শাক দ্বীপে চ সাধ্যকঃ" সুতরাং সাধ্যদেশই শাকদ্বীপ এবং এই দেশ সীতা ও চক্ষু নদীর মধ্যস্থলে, কারণ কৌষিতকী ব্রাহ্মণ অনুসারে সাধ্যদেশের মধ্য দিয়াই "আরঃ" বা আত্রাল হ্রদের পথে ব্রহ্মলোকে যাইতে নির্দ্দেশ আছে। এই দেশগুলি প্রাচীনকালে কোথায় ছিল প্রত্যক্ষ করার জন্য তাহার একটা মানচিত্রও এস্থলে দেওয়া গেল। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, যামল ও প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল প্রমাণে—বাহ্লিক দেশের পশ্চিমে শূদ্র দেশের অবস্থিতি হয়, ইহাতে শূদ্রদেশ 'অন্ত্য' দেশ হইয়া পড়ে, যেহেতু এস্থান ভারতবর্ষের বাহিরে অবস্থিত। বস্তুতঃ ইহাই মহাভারতেও দেখিতে পাই; সভাপর্ব্বে, ৩২ অধ্যায়ে আছে—

* শুগ্‌দাই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-পুরাতত্ত্ব-সমিতির Scythia এবং পৌরাণিকের শাকদ্বীপ, কারণ টলেমীর মতে Imaosএর উত্তরে ১৫০ ডিগ্রি ৬৩ মিনিট ও ১৬০ ডিগ্রি ৩৫ মিনিটের মধ্যে অবস্থিত। এই প্রাচীন ভৌগলিক প্রমাণে হিমালয় প্রদেশের উত্তরেই সিথীয় বা শাকদ্বীপের অবস্থিতি হয়।

পশ্চিম দিগ্বিজয়ী ৪র্থ পাণ্ডব নকুল সিন্ধুকূলের গ্রামণীয়দিগকে পরাজিত করিয়া, তৎপর আরও অগ্রসর হইয়া সরস্বতী তীরে শূদ্র ও আভীর দেশে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনায় বুঝা যাইতেছে. সিন্ধুনদের পশ্চিমে সরস্বতী নদী এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে—

শূদ্রাংস্তুষারান্ লম্পকান্ পহ্লবান্ দরদান্ শকান্।

এতান্ জনপদান্ চক্ষুঃ স্রাবয়ন্তী গতোদধিম্॥ ৪৬

অনুষঙ্গপাদ, ৫১ অঃ

অর্থাৎ—শূদ্র, তুষার (তুরস্ক) লম্পক্, পহ্লব, দরদ ও শক জনপদ চক্ষুনদী স্বজলে সিক্ত করিয়া সমুদ্রে গমন করিতেছেন।

এখন এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে—মহাভারত বলিলেন—সিন্ধুদেশের পশ্চিমে সরস্বতী, তত্তীরে শূদ্রদেশ ; বেদ বলিলেন বাহ্লিক দেশের পশ্চিমে শূদ্রদেশ, আবার পুরাণে দেখা যাইতেছে, শূদ্রদেশ চক্ষু (Oxus) নদীর তীরে। তবে কি সরস্বতী ও চক্ষু অভিন্ন নদী? অসম্ভব নহে, কেননা ঋক্‌বেদের ৬।৫২।৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—"সরস্বতী "সিংধুভিঃ পিন্বমানাঃ।" অর্থাৎ সরস্বতী নদী সমুদ্র-জলে স্ফীত। আবার ৭।৯৫।২ মন্ত্রে আছে—"একামেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ।" আসমুদ্রগতি নদীদিগের মধ্যে একা সরস্বতীই বহু পর্ব্বত হইতে প্রসৃতা, শুদ্ধা তাপসী বলিয়া জানা যায়।

এই উভয় প্রমাণের সামঞ্জস্য সাধনে ইহাই প্রতীতি হয়, যে এই সরস্বতীই মহাভারতীয় বঙ্‌ক্ষু, বিষ্ণুপুরাণের চক্ষু, পাশ্চাত্য জাতির Oxus, কিরগিজ্ (কিরাত) জাতির Oxii, ইয়ারকন্দীর Oxipetra, চীনার Tsaukuta, পহ্লবীর Haraquaiti এবং গ্রীক্ জাতির Apaxotos নামের বাস্তব পদার্থ। এই নদীই প্রকৃত সরস্বতী, যেহেতু বেদ বলিতেছেন—

"ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুযস্ব বাজিনীবতি।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি প্রিয়াদেবেষু জুহ্বতি ॥"

ঋক্, ২।৪১।১৮

সায়ণ—"বাজিনীবতি; অন্নবতি, ঋতাবরি, উদকবতি, হে সরস্বতি! ইমা ইমানি, ব্রহ্ম ব্রহ্মণি, হবীংষি জুযস্ব স্বীকুরু। যা যানি মন্ম মননীয়ানি, দেবেষুপ্রিয়া দেবানাং মধ্যে তুভ্যং প্রিয়ানি দেবেষু প্রিয়ানি বা তে তদর্থং গৃৎসমদা জুহ্বতি।"

এই মন্ত্রে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, সরস্বতী নদী ব্রহ্মলোক বাহিনী এবং তিনি তথায় তাহার অমৃতোপম সলিল দ্বারা দেবগণের প্রিয়সাধন করেন। তৎকূলে প্রভূত অন্ন জন্মে, এজন্য দেবতারা তথায় উপাসনা করেন।

ইহা বলিলেই বলিতে হইবে পামীরের পর্ব্বতমালা হইতে প্রসৃতা ও আরাল্ কাস্পিয়ানাদি বহু সাগর বারিদ্বারা স্ফীত চক্ষু (Oxus) নদীই বৈদিক সরস্বতী এবং তত্তীরেই বাহ্লীক (বল্‌খস্) দেশের পশ্চিমে শূদ্র জনপদ। এই জনপদেই পঞ্চ কায়স্থের অভিজনন থাকায় রাজা আদিশূর, মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুলীন শূদ্রগণ কোথায়? এবং তাঁহারাও আসিয়া বলিলেন—"বয়মপি পঞ্চশূদ্রাঃ কিঙ্করাভূসুরাণাম্।" এই 'কিঙ্করা ভূসুরাণাম্' কথা শুনিয়াই রাজা ব্যস্ততার সহিত বলিয়াছিলেন "ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং।" আপনারাই পৃথিবীতে ধন্য; কেননা কথক ঠাকুরের মুখে মহাভারত শ্রবণকালে শুনিয়াছিলেন—

ব্রহ্ম পর্য্যচরৎ ক্ষত্রং বিশঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
ব্রহ্ম ক্ষত্রানুরক্তাশ্চ শূদ্রাঃ পর্য্যচরন্ বিশঃ ॥

আদিপর্ব্ব, ১০০।১১

অর্থাৎ 'ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে হয়; বৈশ্য ক্ষত্রিয়েরই দবা করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অনুরক্ত যে বৈশ্য, শূদ্র তাহার সেবা রিবে।' কথক মহাশয় ইহাই বুঝাইতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৩।৩৫।৫৪ শ্লোকের "বিপ্রস্ত কিঙ্করো ভূপঃ" এবং শ্রুতি বাক্য তখন ব্রাহ্মণের মুখাগ্রেই থাকিত—তাই বক্তা শতপথ ব্রাহ্মণের ২।৩।৪।৬ শ্রুতিও একবার আবৃত্তি করিলেন"—যো বৈ ব্রাহ্মণং বা শংসমানোঽনুচরতি ক্ষত্রিয়ং বায়ং মে দাস্যত্যয়ং মে গৃহান্ করিষ্যতি।" আবৃত্তি করিয়া রাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। এবং বলিলেন অহো! আমি বেদবিহীন পতিত অনার্য্য সেবিত দেশে বাস করিতেছিলাম, আজ আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদেশ সম্ভূত ক্ষত্রিয়ের সাহায্য পাইয়া পবিত্র হইলাম।

ইঁহারা যেমন তেমন ক্ষত্রিয় নহেন, কেননা তিনি মন্ত্রীকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'কাসন্তে কাশ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতিকুশলাঃ কাপি শূদ্রাঃ কুলীনাঃ?' উত্তরে মন্ত্রিবর বলিয়াছিলেন—"দ্বিজাস্তে তপসা নৈব কেষাম-ধীনাঃ।" তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন যজ্ঞকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদেশোদ্ভব কুলীন সেই দ্বিজগণ কাহারও অধীন নহেন। ইহা স্মরণ এবং প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

এই স্থলে আরও একটা কথা অনেকে হয়ত বলিবেন—মন্ত্রী যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে "দ্বিজাঃ" বাক্যের দ্বারা শুধু ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝাইতেছে, কায়স্থ বা শূদ্রের কথা বুঝায় নাই। একথা ঠিক নহে, "শব্দকল্পদ্রুম" অভিধান হইতে বর্ষীয়সী কীর্ত্তিবাস ঘোষের যে কায়স্থ বংশাবলী "কায়স্থ-সমাজ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হয়—মকরন্দাদি পঞ্চ কায়স্থ রাজা 'ক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং তাঁহারাও আত্মপরিচয়ে পুরুষানুক্রমে 'শ্রুত-কর্ম্মপরায়ণ' বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। এ প্রমাণে পঞ্চ কায়স্থ যে দ্বিজ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই সকল প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া শব্দকল্পদ্রুমধৃত কায়স্থে 'শূদ্রবাদ' এই স্থলে নিরাকৃত হইয়া, ইঁহারা যে ব্রহ্মলোক হইতে বহির্গত পবিত্রা সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী এবং বাহ্লীক দেশের পশ্চিম দিকস্থ 'শূদ্র' নামক জনপদবাসী ক্ষত্রিয়, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

উপস্থিত প্রমাণমালায় কায়স্থের শূদ্রবর্ণত্ব খণ্ডিত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদিত হইলেও পুনরায় বলিতে হইতেছে যে, শুধু শব্দকল্পদ্রুমধৃত কারিকা বচনের প্রতি নির্ভর করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলা হয়, তাহা নহে। বর্ত্তমান কালে বৃটিশ বিচারে আদালতেও কায়স্থকে কয়েক স্থলে 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিচারকগণ কারণ দেখাইয়াছেন, কায়স্থের দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কার নাই এবং জন্ম মরণে শূদ্রবৎ ত্রিশ দিন অশৌচ ধারণ করে।

বস্তুতঃ বিচার আদালতগুলির এই প্রকার অনুমান সেই রৈক্ক ঋষি কর্ত্তৃক রাজা জানশ্রুতির প্রতি উক্তির ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। ছান্দগ্যোপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত রাজা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়োচিত সশ্রদ্ধ প্রভূত দান, বহু জনের অন্নের ব্যবস্থা করা, অতিথিশালা রাখা এবং প্রিয় সারথি থাকা সত্ত্বেও শোকে অভিভূত দেখিয়া শূদ্র বলিয়া শকটী রৈক্ক সম্বোধন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতিগণও কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ভূয়াম্বিত শৌর্য্যবীর্য্য, প্রভূত দান, অন্নছত্র, আতিথ্য সংকার, শ্রোত্রিয় পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও মাত্র দুইটী কারণে কায়স্থকে তদ্বৎ শূদ্র বলিয়াছেন।

শকটী রৈক্কের এই অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদে মহর্ষি বাদরায়ণ উত্তর মীমাংসা সূত্রে ১।৩।৩৪ "শুগস্যতদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ শুচ্যতেহি॥" অর্থাৎ রাজার প্রতি হংসদিগের অবজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যে শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, তাহাতেই ঋষি রাজাকে শূদ্র বলিয়াছেন। এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতে শ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন

লিঙ্গাৎ।” (১।৩।৩৫ সূত্র) করিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন—রাজা জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয়, শ্রুতিতে বর্ণিত সংবর্গবিদ্যার শেষাংশে কক্ষসেন-পুত্র অভি-প্রতারির সপুরোহিত ভোজনকালে যে ব্রহ্মচারী সহ ভোজনার্থ উপস্থিত হইয়া, এই সংবর্গবিদ্যা তাহাদিগকে শুনাইয়া একত্র ভোজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সহভোক্তাই এই রাজা জানশ্রুতি এবং ঐ যে শৌনক বংশীয় কাপেয় ঋষি ইনি ক্ষত্রিয় রাজা চৈত্ররথের পুরোহিত ছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালেও যখন সেই কাপেয় ঋষিই অভিপ্রতারির পুরোহিত রহিয়াছেন; তখন অভিপ্রতারি যে ক্ষত্রিয় রাজা চৈত্ররথের বংশধর তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, অতএব উভয় রাজারই ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধান্ত হইল। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী আচার্য্যগণও স্পষ্টই বলিয়াছেন—“যৌগিকোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ ক্ষত্রিয়েঽপি প্রযুক্তঃ” তাঁহারা শূদ্র কথাটা কেন যৌগিক বলিয়াছেন, যেহেতু রাজা জানশ্রুতির বহু দান, আতিথ্য সৎকার, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি ছিল, রাজোচিত রথের সারথি ছিল, এবং তিনি কয়েকটী হংস কর্ত্তৃক শকটী রৈক্ক হইতে সংবর্গবিদ্যায় হীন থাকিলেও তাঁহার যে দ্যুলোকগামী তপঃ ছিল তাহাও হংসোক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়া এতাবৎ গুণ যে ক্ষত্রিয় ব্যতীত শূদ্রে সম্ভবে না তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের মাননীয় বিচারপতিগণ কায়স্থের অন্য যে সকল ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু উপনয়নহীনতা ও মাসাশৌচ উল্লেখ করিয়াই শূদ্র বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিও যে ‘শূদ্র’ শব্দ সময় সময় প্রযুক্ত হইত ভাষ্যকারদিগের কথায় তাহাও পাওয়া গেল।

ন্যায়সূত্রে, মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—“প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধন-মনুমানম্”। (১।১।৩) বিচারপতিগণ দেখিতে পারিতেন—ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সাধর্ম্য আছে—প্রজাপালন, দান,

সদাচার এইগুলি কি ক্ষত্রিয়বৎ কায়স্থ মধ্যে আচরিত হয় না? জগদ্বিদিত মহাকাব্যেও দেখিতে পাই ;—

ঐতিহ্যমনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষমপি চাগমম্।
যে হি সম্যক পরীক্ষন্তে কুতস্তেষামবুদ্ধিতা॥

রামায়ণ, ৫।৮৭।২৩

মাননীয় বিচারপতিগণ যদি আমাদের প্রমাণিক ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ ব্যবহার এবং অনুমান লইয়া কায়স্থ জাতির বর্ণ বিচার করিতেন, কে তাঁহাদের অবুদ্ধিতার কথা মুখে আনিতে পারিত? যদি দ্বিজোচিত উপনয়ন সংস্কার মাত্রই ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব প্রমাপক হইত, ব্রাত্য বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়েরা ক্ষত্রিয় সমাজে স্থান পাইত কি? নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পরম শ্রদ্ধার পুরাবৃত্ত মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে কৌরব ভূরিশ্রবা ১৪১।১৩-১৫ শ্লোকে বৃষ্ণিকুলতিলক বসুদেবসুত কৃষ্ণকে 'ব্রাত্য' বলিয়া অভিহিত করেন নাই কি? তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নামের অবিষয়ীভূত, ইহা কি কেহ সাহস করিয়া ন্যায়নিষ্ঠার নাম করিয়া বলিতে পারেন?

আর ঐ যে মাসাশৌচ উল্লেখ করিয়া কায়স্থকে শূদ্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মাসাশৌচ কি ক্ষত্রিয় জাতিত্বের বাধক? সকল দেশেই কি স্ববর্ণ বিহিত অশৌচ সকলে প্রতিপালন করিয়া থাকে? অবশ্য বিজ্ঞ বিচারকগণ ও তাঁহাদের মতানুসরণকারিগণ বলিবেন—এদেশে যখন মনুর মতই প্রবল তখন মাসাশৌচগ্রহণকারী কায়স্থকে শূদ্র ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এ যুক্তি শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মশীলের উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু পারস্কর গৃহ্য সূত্রের ৩ কাণ্ডের ১০ কণ্ডিকায় চতুর্ব্বর্ণের শাবাশৌচের কাল নির্দ্দেশ আছে। উহার ২৯ সূত্র হইতে ৩৭ সূত্র পর্য্যন্ত শাবাশৌচ এবং দাহান্তে গৃহে প্রবেশাদি অবশ্য কর্ত্তব্যের উল্লেখ

করিয়া পুনরায় ৩৮ সূত্রে বলিতেছেন "পক্ষং দ্বৌ বাহংশৌচম্।" এই সূত্রে কি ব্রাত্যের অশৌচের আভাস পাওয়া যায় না? অবশ্য ভাষ্যকার কর্কোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"সূত্রের উদ্দেশ্য উপপত্তি হয় না। তবে মনে হয়, উহা শাবাশৌচ নহে বর্ণাশৌচ;—'পক্ষে' বৈশ্যের পঞ্চদশ, 'দ্বৌ' দ্বিপক্ষ শূদ্রের এবং 'বা' অর্থে ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ।" কিন্তু ভাষ্যকারের এইরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত হয় নাই। যেহেতু মহর্ষি উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতে প্রথম কাণ্ডে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের, উল্লেখ করিয়াছেন, তৃতীয় কাণ্ডে শাবাশৌচে সেরূপ কোন্ বর্ণের কতদিন অশৌচ গ্রহণীয় এমন কিছু বলেন নাই। তিনি সূত্র করিয়াছেন:—

"ত্রিরাত্রং শাবমাশৌচম্॥ ২৯ বঙ্গার্থ:—মরণাশৌচ ত্রিরাত্র মাত্র।

দশরাত্রিমিত্যেকে॥ ৩০—কোন কোন ঋষির দশরাত্রও মত।

ন স্বাধ্যায়মধীয়ীরন্ ৩১—তৎকালে স্বাধ্যায় পাঠ করিবে না।

নিত্যানি নিবর্ত্তেরন্ বৈতানবর্জম্॥ ৩২—বৈতান ভিন্ন অগ্নি-হোত্রের নিবৃত্তি করিবে।

শালাগ্নৌ চৈকে॥ ৩৩—গার্হপত্য অগ্নির নিবৃত্তি করার কোন কোন ঋষির মত।

অন্য এতানি কুর্য্যুঃ॥ ৩৪—অপরেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

প্রেতস্পর্শিনোগ্রামন্ন প্রবিশেয়ুরানক্ষত্রদর্শনাৎ॥ ৩৫—প্রেতস্পর্শি-গণ দিনে দাহ করিতে গেলে নক্ষত্র না দেখা পর্য্যন্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে না।

রাত্রৌ চেদাদিত্যস্য॥ ৩৬ বঙ্গার্থ:—রাত্রে দাহনকারীরা সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামে আসিবে না।

প্রবেশনাদি সমানমিতরৈঃ ॥ ৩৭—গৃহে প্রবেশের সময় প্রথম ছোট, তৎপর বড় এক সঙ্গে গমন করিবে।

পক্ষং দ্বৌ বাহশৌচম্ ॥ ৩৮—অশৌচ দ্বিপক্ষও হয়।

পারস্কর গৃহ্যসূত্র, ৩ কাণ্ড, ১০ম কণ্ডিকা।

উদ্ধৃত সূত্রাবলিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ঋষি কোন বর্ণের নামে অশৌচ ব্যবস্থা না করিয়া শুধু সগুণের অশৌচের কথাই বলিতেছেন। বিদ্বৎ-সমাজের একটা ব্যবহার আছে যে, যে স্থলে কোন বর্ণের উল্লেখ নাই তথায় যদি বর্ণাশ্রম সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা ব্রাহ্মণের জন্যই বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থলে কিন্তু সেরূপ বুঝিলেও ৩৮ শং সূত্রটী বৈশ্য, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের জন্য বুঝিবার অবসর নাই। কারণ ঐ ভাব গ্রহণ করিলে ২৯ হইতে ৩৩ সূত্র পর্য্যন্ত সগুণ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিয়া ৩৪ সূত্রের অন্য স্বাধ্যায়ী ক্ষত্রিয় বৈশ্য বুঝা কর্ত্তব্য, নতুবা "অন্য এতানি কুর্য্যুঃ" বিধির সার্থকতা থাকেনা। যেহেতু 'এতানি' বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্বাধ্যায় নিষ্পন্ন অগ্নিহোত্রী অপর দ্বিজাতিদ্বয়েরই আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াছে। পরন্তু ৩৫ হইতে ৩৭ সূত্র দ্বারা এতাবৎ সকলের দাহান্তে গৃহে প্রবেশাদি ব্যবস্থা কথিত হইয়া, ইহাদের সমান বর্ণের যাহারা নির্গুণী, অব্রতী তাহাদের অশৌচ সম্বন্ধেই বলিতেছেন—"পক্ষং দ্বৌ বাহশৌচম্"। ৩৮ সূত্রের 'বা' অব্যয়টী পূর্ব্ব কথিত আচার গ্রহণকারীদের স্বাজাতিত্বের আসক্তি রাখিয়াছে। অতএব ইহা যে বিতণ্ডার বশে বলা যাইতেছে তাহা নহে, কেননা শাস্ত্রান্তরে—প্রয়োগপারিজাতধৃত প্রাচীনযোগ্য বচনে দেখিতে পাওয়া যায় "অব্রতীনাং শাবাশৌচং দ্বিপক্ষেণপ্রমোচয়েৎ ॥" অর্থাৎ অব্রতীদের মরণে দ্বিপক্ষে (৩০ দিনে) অশৌচ অন্ত হয়।

তবে 'অব্রতী' কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে গৌতম ধর্ম্মসূত্রে আছে—'চত্বারি বেদব্রতানি।'' অর্থাৎ বেদব্রত চারিটী। এই চারিটী বেতব্রত সম্বন্ধে মহর্ষি প্রচেতা বলিয়াছেন "ব্রহ্মচর্য্যং স্নানং দানং যজ্ঞশ্চেতি।'' এবং হেমাদ্রি গৌতমের ঐ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'হোমং স্বাধ্যায় পাঠং গোদানং স্নানঞ্চেতি চত্বারি বেদব্রতানি।'' এদিকে ব্রাত্য শব্দের অর্থ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়—বেদব্রতহীনকেই ব্রাত্য বলে, সুতরাং ঐ 'অব্রতীনাং' ব্রাত্যেরই শাবাশৌচ ত্রিশদিন ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ মনে হয়। যজুর্ব্বেদীয়গণ পারস্কর গৃহ্যসূত্রের নির্দ্দেশানুসারেই বৈদিকসংস্কার গুলির অনুষ্ঠান করেন, এমতাবস্থায় মনুসংহিতা দ্বারাও ঐ ব্যবস্থার বাধকতা উপস্থিত করেনা। মাননীয় বচারপতিগণ যদি এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অভিমত ব্যক্ত না করিয়া দ্বিজাতি সংস্কারহীন এবং শূদ্রবৎ ত্রিশ দিন অশৌচ গ্রহণকারী কায়স্থদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ই বলিতেন। কায়স্থ শূদ্র নহে ক্ষত্রিয়ই, ইহাই পরিচ্ছদের মীমাংসিত মত।

স্বতন্ত্র বাদ

কায়স্থের গৌরবস্ফীতবক্ষ পণ্ডিতমন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা ব্রাহ্মীসৃষ্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টির পর পুনরায় স্বতন্ত্র রূপে সৃষ্ট হইয়াছি, এজন্য আমরা চতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র জাতি।' এই বলিয়া তাঁহারা পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের নিম্নোদ্ধৃত বচনটী অধ্যাহার করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও পোষক বাদ সমূহ উপস্থিত করেন। বচনটী এই ;—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীপ্রজাঃ ॥
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্যধীমতঃ।"

পাদ্মে, ক্রিয়াযোগসারে, ১৬৩।৩ অঃ

তাঁহাদের অনুবাদ ;—

"এই সমস্ত সৃষ্টির পর তিনি (ব্রহ্মা) পুনরায় অভিধ্যান বা চিন্তা করিতে থাকিলে কায়স্থ করণগণের সহিত তাঁহার মানব প্রজানিচয় সৃষ্টি হইল। সেই সকল ক্ষেত্রজ্ঞ (মানবজীব) তাঁহার (ব্রহ্মার) সমস্ত গাত্র হইতেই প্রাদুর্ভূত হইল।"

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা তাহার যে ব্যাখা করেন তাহাও উদ্ধৃত করা গেল। দুঃখের বিষয় স্বতন্ত্রবাদিগণ কায়স্থের স্বতন্ত্রবাদ ঘোষণা করিলেও তাহার স্বতন্ত্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করেন নাই। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তকেরা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের যে সকল আশ্রম ধর্ম্ম ও কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইঁহারা তাহার মধ্য হইতে স্বীয় অভিরুচি মত কতিপয় ধর্ম্ম কর্ম্ম কায়স্থের বলিয়া ঘোষণা করেন মাত্র। আরও একদিকে তাঁহারা ভ্রম করিতেছেন, আলোচ্য পুরাণের সহিত পুরাণান্তরের তথা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের যে বিরোধ আছে, তাহার মীমাংসা করেন নাই। আমরা প্রথমেই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের আলোচ্য শ্লোকের সহিত পাঠান্তর দেখিতে পাই। তাঁহারা ঐ যে "কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ" পাঠ দেখান, উক্ত পুরাণের অনুষঙ্গ-পাদ, ৯।১ শ্লোকে তৎস্থলে "কার্য্যস্তৈঃ কারণৈঃ সহ" দৃষ্ট হয়।

শুধুই কি এই পাঠ ভেদ? স্বতন্ত্রবাদীরা বলিতেছেন, চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টির পর কায়স্থ করণের সৃষ্টি আর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন, ইহাই ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। বচনটী এই ;—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীপ্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥ ১
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানবঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥ ২

অনুষঙ্গপাদ ৯ অধ্যায়।

বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুবাদ—'অনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টি-কামনায় ধ্যানাবলম্বন করিলে, কার্য্যকারণ সম্বিত মানসীপ্রজাসমূহ, স্বদেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞগণ এবং দেব, অসুর, পিতৃগণ ও চতুর্ব্বিধ মানব কুলের প্রাদুর্ভাব হইল।'

এই অনুবাদ ঠিক, ইহা মনে হয় না—তবে সে দিক্‌টার আলোচনা আমার প্রয়োজন নাই; শুধু এই মাত্র বলিব, "তাঁহার দেহ হইতে দেব, অসুর, পিতৃ, মানব এই চতুর্ব্বিধ জীবোদ্ভব হইল" এইরূপ হইলে যেন ভাল হইত, নতুবা রাজা সোমের নরমেধ যজ্ঞের পুরুষসূক্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। যাহা হউক অন্য পুরাণাদিতে কিরূপ পাঠ তাহাও পাঠকগণ দেখুন। শ্লোকটী বিষ্ণুপুরাণেও (১।৭।১) "কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ" এইরূপ পাঠ আছে। বস্তুতঃ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ লইয়া মানসীপ্রজা জন্মিয়া ছিল কি কায়স্থ ও করণ সহ মানসীপ্রজাসকল সম্ভূত হইয়াছিল, ইহাই বিচার্য্য বিষয়।

এক্ষণ কথা হইতেছে "মানসীপ্রজা" বলিলে'ত মনে যাহাদিগকে পুত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এইরূপ অর্থই হয়। অন্যদিকে কায়স্থ ও করণ যুগপৎ একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল এইরূপ বুঝিলে কায়স্থকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া করণকে বর্ণসঙ্কর বলিবারই বা স্বার্থকতা কি তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পুরুষসূক্ত পাঠ করিলে দেখিতে পারা যায়—

"তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অয়জন্তঃ সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯

ঋক বেদ, ১০।৯৪ সূক্ত।

এই যে সঙ্কল্প রূপ যজ্ঞ, ইহাতে প্রথমে পুরুষ জন্মিলেন এবং তাহাতেই সনক, সনাতন, সনন্দ প্রভৃতি সাধ্য এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন।

ইহার পরই পুরুষ লোকের সংশয় দূর করণার্থ প্রশ্নোত্তরে মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ?
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে ॥" ১০

উত্তর—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥" ১১

ঋক্‌বেদ ১০।৯৪

ঋষি প্রশ্ন করিলেন যে, পুরুষ হইতে সাধ্য ও ঋষিগণ জন্মিলেন, তাঁহাদিগকে সমাজ-পুরুষ কল্পনা করিয়া, তাঁহার মুখ, বাহু, উরু, পাদ কি হইল ? (ইহা যেন বঙ্গজ কায়স্থের চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থান, বিক্রমপুর যশোহর বাহু, পদ ফতেয়াবাদ প্রভৃতি আর কি) উত্তরে বুঝান হইল (অবশ্য ইহা শব্দ তত্ত্বের সাহায্যে বুঝিতে হইবে) সাধ্য অর্থাৎ সাধনশীল, ইঁহারা প্রজা কামনা না করায়, শুধু জপ তপ লইয়া থাকায় ঋষিসমূহ অর্থাৎ যাঁহারা প্রজা উৎপাদনে আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎপন্ন সন্তানদিগকে এবং পূর্ব্বকথিত পশ্বাদি তাবৎকে তাঁহার মুখস্বরূপ ব্রাহ্মণ, বাহু স্বরূপ ক্ষত্রিয়, উরু স্বরূপ বৈশ্য এবং পাদ স্বরূপ শূদ্র রূপে বরণ করিলেন।

ইহার পরের মন্ত্রে আছে ;—সেই বিরাট পুরুষ তৎপর মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ হইতে অগ্নি, নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, শীর, দ্যৌ, পদ হইতে ভূমি, পুনরায় কর্ণ হইতে দিক্ সকল সৃষ্টি করিলেন।

পাঠক, দেখিলেন, চতুর্বর্ণের যে কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা ঋষি পর্য্যন্ত জাতকদিগকে লইয়াই ; তৎপর চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যাঁহারা হইলেন, তাঁহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলেরই বস্তু, জড়-জগতের কেহ নহেন। এই দুইটী কল্পনাস্রোত যে পৃথক্ বস্তু তাহা বুঝাইবার জন্য ১৬শ শ্লোকের অবতারণা করিয়া ঋষি বলিতেছেন ;—

যজ্ঞেন যজ্ঞমজয়ন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥

সেই দেব (বিরাট পুরুষ) সঙ্কল্পের দ্বারা যে সকল যজ্ঞীয় বস্তু সৃজন করিলেন, তাহার মধ্যে জগদ্বিকারের ধারক ধর্ম্মকে প্রথম অর্থাৎ সর্ব্বোপরি স্থাপন করিলেন এবং তিনি পূর্ব্বে কথিত সেই সকল সাধ্য ও দেবগণকে মহিমময় স্বর্গে স্থাপন করিলেন।

এস্থলে দেখা গেল, স্বর্গ, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ এক বস্তু নহে, বিরাট পুরুষের সৃষ্ট, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও ধর্ম্ম ইহাদের বাসও স্বর্গে নহে, শুধু সাধ্য ও দেবগণের জন্যই স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট হইল।

অবশ্য পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পূর্ব্বের ৯ম মন্ত্রে সাধ্য ও ঋষিগণের কথাই ছিল, ১৬শ মন্ত্রে ঋষিদের কথা বাদ দিয়া দেবগণের স্থান তথায় দেওয়া হইল কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—ঋষিরা'ত প্রজাপতি, তাঁহাদের সন্তানদিগকেই চতুর্ধা বরণ করায় একবাক্যে তাঁহাদের পরিবর্ত্তে 'দেব' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেননা মরীচির পুত্র কশ্যপ,

তৎপুত্র সূর্য্য,ইন্দ্র প্রভৃতি ; অত্রির চন্দ্র, অঙ্গিরার বৃহস্পতি প্রভৃতি পুত্র হয়। এই সকল দেবতা, ও অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, এবং এই ঋষিসন্তানেরাই যে চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি ॥ ১১ ॥

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ ১২

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১৩

১ম অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

দেবগণের মধ্যে অর্থাৎ সেই স্বর্গবাসীগণের মধ্যে এই যে চতুর্বর্ণ বিভাগ, ইহা হইতেই মানব-সমাজে উহা প্রবেশ করিয়াছিল। পরন্তু দেব ও মনুষ্য সমযোনি সম্ভূত তাহা বেদই আছে।” ইহা শতপথ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়—

উভয়ে হ বা ইদমগ্রে „সহাসুর্দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ তদ্যদ্ধ স্ম মনুষ্যাণাং ন ভবতি তদ্ধ স্ম দেবান্ যাচন্ত ইদং বৈ নো নাস্তীদং নোঽস্ত্বিতি তে তস্যা এব যাচ্ঞায়ৈঃ দ্বেষেণ দেবাস্তিরভূতা।” ২।৩।২।৪

অর্থাৎ অগ্রে দেব ও মনুষ্য উভয়ই একত্রে একনিবাসে বাস করিতেন। মনুষ্যগণের অভাব পড়িলে, দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করিতেন,—ইহা আমাদের নাই, আমাদের হউক, দেবগণ তদ্ধেতু বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরোহিত করেন।

উদ্ধৃত মন্ত্রে ইহাই স্পষ্টীভূত হইতেছে যে রাজা সোমের যজ্ঞ জন্য যে "রাজ্ঞঃ সোমস্যাজায়ন্ত জাতস্য পুরুষাদধি।" (অথর্ববেদ ১৯।৬।১৬ মন্ত্র) বিরাট পুরুষের উপরি যে বর্ণভেদ করা হইয়াছিল, লিখিত আছে, তাহা এই দেবগণেই হইয়াছিল, তাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণভেদ উল্লেখিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার পরে নূতন স্থষ্টির কল্পনা করা কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য তাঁহারা বলিবেন, ঐ শ্রুতিতেই'ত রহিয়াছে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগের পরে পুনরায় ধর্ম্মের উদ্ভবের কথা বর্ণিত আছে, তবে কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই—হা সত্য বটে বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—

"স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্ম স্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ তস্মাৎ সত্যং বদন্ত-মাহুর্ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈ তদুভয়ং ভবতি।" ১ অঃ, ৪ ব্রা, ১৪

অর্থাৎ সেই এইরূপে ("অগ্নিনৈব দেবষু ব্রহ্মা ভবদ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু) ব্রাহ্মনাদি চারিবর্ণ স্থষ্টি করিয়াও সর্ব্বনিয়ন্তা ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কর্ম্ম সমর্থ হইলেন না। ক্ষত্রিয় অপর বর্ণের নিয়ন্তা, ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা; অতএব ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই। দুর্ব্বল প্রজাসকল যেমন রাজা দ্বারা বলশালী হয়; তদ্রূপ দুর্ব্বল লোকসকল ধর্ম্ম দ্বারা বলবান লোক সকলকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম ও সত্য অভিন্ন বস্তুই। এই নিমিত্ত লোক সত্যবাদীকে ধর্ম্মবক্তা বলিয়া এবং ধর্ম্মবাদীকে সত্যবক্তা বলি[illegible]াকেন। উভয়ই কল্যাণীয়।

এই যে ধর্ম্ম বা যিনি প্রবলেরও নিয়ামক, তিনি কোন ব্যক্ত পুরুষ নহেন, অলৌকিক সত্য বস্তু, ইহা শ্রুতিতেই নির্দ্দেশিত আছে, ইহা ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহ সৃষ্টির পরেই কথিত হইয়াছে। সুতরাং উহা দ্বারা সৃষ্টির পর কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বর্ণাশ্রম সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা করা যায় না এবং তাহা অবৈধ।

অন্য দিক দিয়াও দেখা যাইতেছে, মনু যে দশটী মানস পুত্রের কিম্বা মহাভারত যে ছয়টী মানস পুত্রের কথা বলিয়াছেন, পদ্মপুরাণীয় ঐ মানস-পুত্রগণও ঐ ছয়টী বা দশটীর মধ্যেই নিবদ্ধ। তাঁহারা'ত বিরাটের ধ্যানে কায়স্থ-করণ অথবা কায়স্থাপরনামা-করণ ব্যক্তিকে লইয়াই জন্মিয়াছিলেন? যদি সেরূপই জন্মিয়া থাকেন, তাহা হইলেও রাজা সোম যখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন—তখন কিন্তু মরীচি প্রভৃতির পুত্রপৌত্র জন্মিয়াছেন, সুতরাং সে সময় আর কেহ চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে থাকিতে পারেন নাই। কেননা, ঋষিরা দেখিলেন—রাজা সোম সমগ্র জগতের অধীশ্বর, ইহা তাঁহারই যজ্ঞ; ইহার পর এমন বৃহৎ কার্য্য আর কেহ করিতে পারে কিনা সংশয়,* এজন্য বিশ্ববাসী মর্ত্যামর্ত্ত্য সকলকেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধা বিভাগে বরণ করিলেন, কেহই অবশিষ্ট রহিলেন না। সুতরাং কায়স্থাপরনামা করণ বর্ণধর্ম্ম প্রচারের পর স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছিল, এ কল্পনা করা শাস্ত্র ও যুক্তির বাহিরে গিয়া পড়ে।

আর ঐ যে একজনে লিখিয়াছেন "কায়স্থৈঃ করণৈঃ" অপরে লিখিয়াছেন "কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ" ইহার কোন্ লেখকের লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, কে বলিতে পারে। অবশ্য উভয় বাক্যেরই অর্থসঙ্গতি করা যায়।

---

* চন্দ্রবংশীয় সুহোত্রের পৌত্র ও গৃৎসমদের পুত্র শৌনকও চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ করেন। বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৮।১

যে ভাবে "কায়স্থৈঃ করণৈঃ" ঠিক রাখিয়া অর্থ সংসাধিত হয়, তাহাতে জাতি বা বর্ণের অথবা ব্যক্তির দেখা মোটেই মিলে না। কেননা জাতি, বর্ণ বা ব্যক্তি হওয়ার পক্ষে পূর্ব্বের কথিত অন্তরায়গুলি থাকায় নূতনতর ভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তবে তাহা এই ভাবেই করিতে হইবে; যথা :—

"ততঃ" তৎপর "অভিধ্যায়তঃ" (সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বা বিরাট পুরুষের) ধ্যানে "তস্য" তাঁহার, "জজ্ঞিরে" জন্মিয়াছিল, "মানসীপ্রজাঃ" মনঃকল্পিত পুত্রগণ, "তৎ" তাঁহার "শরীরৈঃ সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।" শেষ তিনটী শব্দের সকল গুলিতেই তৃতীয়ার ছড়াছড়ি থাকায় আর অনুবাদ না করিয়া উহার আলোচনা করা যাউক। কারণ "সহ" শব্দটী পরে থাকায় পূর্ব্বের শব্দনিহিত বস্তুসমূহ যুগপৎ একত্র উৎপত্তি লাভ করায় তৃতীয়া হইয়াছে। 'কায়স্থ' শব্দটাকে যদি শরীরস্থ করা যায়, তাহা হইলে 'শরীরৈঃ' শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। কায়স্থকে যে ব্যক্তি, জাতি বা বর্ণ করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এজন্য কায়স্থ শব্দের অন্য অর্থ করিতে হয়। ঋক্‌বেদের ৩।৯।২ মন্ত্রে 'কায়মান' শব্দ আছে, তাহা অগ্নি অর্থে রহিয়াছে; মহাভারতের ১।১।৪৩ শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ 'কায়তি' একটা শব্দের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন' উহা "কীর্ত্তয়তি বা প্রকাশয়তি" অর্থ হইবে। পুনরায় ৬।২২।৩২ শ্লোকের "কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ" এই বচনাংশের পর যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন "কায়াৎ কস্য প্রজাপতেঃ পুত্রোঽঙ্গিরাঃ কায়স্তস্মাৎ।" অর্থাৎ ক-নামক প্রজাপতির পুত্র, যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বলে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অঙ্গিরা হইতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের উদ্ভাবনা হইয়াছে।

এই অঙ্গিরা অর্থ গ্রহণ করিলে মানসীপ্রজার সহিত অঙ্গিরায়স্থিত পুরুষেরও আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পুরুষসূক্তইত সে কথা

স্বীকার করেন নাই, এজন্য পুনরায় অন্য অর্থের সন্ধান করিতে হয়।

পাণিনীয় ব্যাকরণের ৪।২।২৫ 'কস্যেৎ' বলিয়া একটী সূত্র দেখিতে পাই। ইহার উপরে টীকাকারেরা বলিয়াছেন "ক-শব্দাৎ পরঃ সাঽস্য দেবতাঽর্থে অণ্-প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ক-শব্দস্য অকারস্য স্থানে ইকারাদেশাশ্চ স্যাৎ। কঃ (বিষ্ণুঃ) দেবতা যস্য তৎ কায়ং হবিঃ।"

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, সুতরাং বলিতে হইবে সেই হিরণ্যগর্ভ বিরাট, তাঁহার যজ্ঞময় দেহকে যখন দ্বিধা বিভাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন—প্রজাকরণ ক্ষমতাসহ বিরাট স্বীয় যজ্ঞময় দেহের উপরে মানসীপ্রজা সকলকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অর্থ যে সুসঙ্গত নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং স্বতন্ত্রবাদ এই স্থলেই খণ্ডিত হইল।

পদ্মপুরাণীয় ঐ বচনটীকে এমন ভাবে অধ্যাহার করা হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—অবশ্য (ঠেকিলে) উহা দ্বারা আমরা কায়স্থ ও করণ জাতি প্রতিপাদন করিতেছি না, বিশেষ্য বিশেষণ সম্বন্ধ যুক্ত ব্রহ্ম শরীরের কথা মাত্র বলিতেছি। আবার সুবিধা পাইলেই বলিবেন, কায়স্থ ও করণ'ত স্বতন্ত্র ভাবেই ঐ পুরাণ বাক্যেই রহিয়াছে। আমরা'ত "কায়স্থ-করণ" নামক জাতিকেই ব্রহ্মার ঐ 'বিশেষ মানসসৃষ্ট' (প্রসূত) অন্যতম মানসপ্রজা বা মানব জাতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছি।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, গীতায় শঙ্করাচার্য্য ৮।২১ শ্লোকের যে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে "কার্য্যকারণ" এই পাঠ আছে এবং উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বেকার্য্যং শরীরং কারণানি তৎ স্থানানি ত্রয়োদশ দেহস্য আরম্ভকাণি ভূতানি॥" পরন্তু নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন—"উভয়োরপি সংসারং প্রতি কারণত্বে দ্বারমাহ কার্য্যেতি। কার্য্যং

শরীরং তদারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ, কারণং ত্রয়োদশেন্দ্রাণি তদাশ্রিতাশ্চ সুখদুঃখমোহাত্মকা গুণাশ্চ। করণেতি পাঠেঽপি স এবার্থ।” আবার অন্যদিকে বিষ্ণুপুরাণের “কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ” ঠিক রাখিয়া পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ও জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ যে অর্থ করিয়াছেন—স্বামিপাদ শ্রীধরও বহু পূর্ব্বেই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন “তস্য ব্রহ্মণঃ শরীরাৎ সমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈঃ—দেহৈঃ কারণৈঃ—ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ মনসা নিমিত্তভূতেন মানসা প্রজা জজ্ঞিরে:” সুতরাং বুঝা যাইতেছে, স্বতন্ত্রবাদীর পদ্মপুরাণীয় “কায়স্থৈঃ করণৈঃ” বলিয়া কায়স্থ-করণ জাতির স্বাতন্ত্র্যের জন্য বাহ্বাস্ফোট করিয়া কোনই লাভ নাই, উহা তাঁহাদের অলীক স্বপ্নমাত্র, অতএব ইহার আলোচনা এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

চিত্রবাদ

যাঁহারা ‘চিত্রবাদ’ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা নিত্যতর্পণে অর্ঘ্যপ্রাপ্ত যমের সহিত চিত্র ও চিত্রগুপ্তের উল্লেখ পাওয়ায় পিতৃপতি যম ও যমদেবতার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া, চিত্রগুপ্তকে কায়স্থের গোত্রপুরুষ নির্দ্ধারণে মহাবিভ্রাট করিয়া বসিয়াছেন। পিতৃপতি যম (বৈবস্বত যম) কায়স্থের গোত্রপুরুষ কি, চতুর্দ্দশ বিভিন্ন নামে অভিহিত যমদেবতা গোত্রপুরুষ তাহা কি পৌরাণিক কি তান্ত্রিক কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তথাকথিত শাস্ত্রকারদের এই প্রকার বিভ্রমের হেতু মহর্ষি কাত্যায়নের যজুর্ব্বেদীয় স্নানসূত্র। কেননা ঐ সূত্রে আছে ;—

ততোঽপস্তবং তিলমিশ্রং কব্যবাড়নলং সোমং যমমর্যমণমগ্নিষ্বাত্তান্ সোমপোবর্হিষদো যমাংশ্চৈকে ॥২

যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ। ঔদম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥৩" স্নানসূত্রম্ ৩ কণ্ডিকা।

উদ্ধৃত বচনের কব্যবাড়্, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদ্ এক বচনান্ত দেখিতেছি। ঋষি প্রথমে ইঁহাদিগকে সজল তিলাঞ্জলি দিতে আদেশ দিয়া, শেষে পুনরায় বলিলেন—কাহারও কাহারও মতে যমদিগকেও দিবে। এবং তাহা কিরূপ দিবে না "যমায় নমঃ" "চিত্রগুপ্তায় নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া, ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয় সূত্রের 'যমকে দিবে, কাহারো কাহারো মতে যমদিগকেও দিবে' ইহাতেই পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা যত বিভ্রমে পড়িয়াছেন। * তাঁহারা সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন, বৈবস্বত যমই যখন মৃত্যুপতি, তখন যমদেবতাগণ তাঁহারই নামান্তর মাত্র, কারণ ঐ চতুর্দ্দশ নামের মধ্যে "বৈবস্বতায়" পদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই অগ্নির রুদ্র মূর্ত্তির নামই বৈবস্বত ইহা "পর্য্যায় নানার্থকোষে" দৃষ্ট হয়। পরন্তু ঋক্‌বেদের ১০।৩৪।৭-৭ মন্ত্রে অগ্নিজিহ্ব বিবস্বতকে হবি দানের ব্যবস্থা থাকায় ইহাকে অগ্নি ব্যতীত আর কি বলা যায়? এজন্য ঐ চতুর্দ্দশ নাম কিসের, তাহা পরীক্ষা করা যাউক।

শাস্ত্রে পিতৃপতি যম ও যমদেবতাকে কি ভাবে অর্ঘ্য দিতে হয় তাহা বেশ পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশিত আছে। মহর্ষি পাণিনি বলিতেছেন—"নমঃ স্বস্তিস্বাহাস্বধা হলং বষড্‌যোগাচ্চ ॥" (২।৩।১৬) এই সূত্রটী দ্বারা পাঠক

* কাত্যায়ন সংহিতায় "যমং যমপুরুষান্ কব্যবাড়নলঃ সোমঃ যমমর্য্যমনমগ্নিধাত্তান্ ...ান্ বর্হিষদোঽথযান্ পতৃন। ১২।২ এই পাঠ আছে।

বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য কলাপসূত্রের বৃত্তিকার আচার্য্য দুর্গসিংহ কি বলিয়াছেন, তাহাই দেখুন। তিনি বলিতেছেন—"নম আদি এভির্যোগে লিঙ্গাচ্চতুর্থী ভবতি। নমো দেবেভ্যঃ। স্বস্তি প্রজাভ্যঃ। স্বাহা অগ্নয়ে! স্বধা পিতৃভ্যঃ।" ইত্যাদি। অর্থাৎ দানার্থ যে ত্যাগ তাহাতে 'নম' শব্দাদি যোগে লিঙ্গের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। কোন দেবতাকে কোন কিছু দিবার সময় "নমোদেবেভ্যঃ" বলিয়া, পুত্রাদি কুশলী-দিগকে দিতে স্বস্তি শব্দযোগে, অগ্নিকে দিতে "স্বাহা", পিতৃপুরুষকে দিতে "স্বধা" শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। (কলাপ কারকপ্রকরণে, ২৩১ সূত্রের বৃত্তি)।

আচার্য্য দুর্গসিংহের বৃত্তিটী যে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত তাহাও নহে, উহার মূলসূত্র বেদেই দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিন সংহিতায় আছে ;—

"যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে।
তেষ লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞোদেবেষু ॥"

১৯।৪৫

অর্থাৎ যে সকল পিতৃগণ তুল্যরূপ চিত্ত লইয়া যমরাজ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগকে লোক স্বধা দ্বারা এবং দেবত্মাদিগকে 'নমঃ' শব্দযোগে অর্চনা করিবে। পাঠক, এই স্থলে বলিতে পারেন, দেবগণ কামরূপী, তাঁহারাই কখন পিতৃপতি, কখন দেবদেহধারী, এই নিমিত্ত সূত্রকার কব্যবাড়্, অনল প্রভৃতিকে আর স্বতন্ত্র ভাবে স্বধার ব্যবস্থা না করিয়া যমদিগকে 'নমঃ' শব্দযোগে সজল তিলাঞ্জলির দিবার উদ্দেশ্যই বলিতেছেন, কব্যবাড়্ হইতে চিত্রগুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশ্বদেবগণের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ তাহা আদৌ নহে। তাহা যদি হইত, অথর্ব্ববেদে তবে এরূপ প্রয়োগ থাকিবে কেন? পাঠক, দেখুন অথর্ব্ববেদের শৌনক-সংহিতায় কি আছে ;—

"অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ। সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ। যমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ।" (১৮।৪।২৭) শেষের ঐ স্বধাপ্রাপ্ত যম কে, তাহাও উক্ত বেদে "বৈবস্বতং যমং রাজানং" (১৮।২।১৩) মন্ত্রে স্পষ্ট বর্ণিত রহিয়াছে।

সুতরাং এখন দেখা কর্ত্তব্য, বৈবস্বত যম যদি স্বধাপ্রাপ্ত পিতৃপতি হন, তর্পণে নমস্কৃত যম তাহা হইলে কে? এই প্রশ্নোত্তরে ঋক্‌বেদে দেখিতে পাই—

"দুরোকশোচিঃ ক্রতুর্ন নিত্যো জায়েব যোনাবরং বিশ্বস্মৈ।
চিত্রো যদভ্রাট্ শ্বেত নবিক্ষু রথো ন রুক্মীত্বেষঃ সমৎসু ॥৩
সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুর্ন দিদ্যুত্বেষপ্রতীকা।
যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জারঃ কনীনাং পতির্জনীনাম্ ॥" ৪

ঋক, ১।৬৬

উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে 'অগ্নি' বলিয়া কোন শব্দ না থাকিলেও আচার্য্য শৌনক প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"পরাশরস্যার্ষেয়মাগ্নেয়ং অনুক্রান্তং চ।" ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—"চিত্রশ্চায়নীয়ো বিচিত্রদীপ্তি বা যস্মাদায়মগ্নিমভ্রাট্, ভ্রাজতে যমোঽগ্নিরুচ্যতে। যদ্বা ইন্দ্রাগ্নৌ যুগপদুৎপন্নত্বাদগ্নেঃ যমত্বম্।" চতুর্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন—"যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ। যমাবিহেহমাতরেত্যপি নিগমো ভবতি। যম ইব জাতো যমোজনিষ্যমাণো জারঃ। কনীনাং জরয়িতা কন্যানাং পতির্জনীনাং পালয়িতা জায়ানাম্। তৎপ্রধানা হি যজ্ঞসংযোগেন ভবন্তি। তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিরিত্যপি নিগমো ভবতি।" (নিরুক্ত, ১০।২১)

উদ্ধৃত মন্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া গেল চিত্র, যম অগ্নির রূপ ভেদমাত্র। সুতরাং স্নানসূত্রের যম হইতে চিত্রগুপ্ত পর্য্যন্ত যে চতুর্দ্দশ

নামে 'নমঃ' শব্দযোগে সজল তিলাঞ্জলি দিবার বিধি আছে, সেগুলি অগ্নি-দেবতারই উদ্দেশে মাত্র; তাহার সহিত কায়স্থ জাতির কোন সম্বন্ধ নাই।

সংশয়ী পাঠক এস্থলে বলিবেন, ঋঙ্মন্ত্রের যম অগ্নি হইতে পারেন সত্য এবং ঐ চিত্রও বিশেষণ হইতে পারে, কিন্তু কায়স্থ জাতি যখন চিত্র-গুপ্তের সন্তান বলিয়া আজ পরিচয় দিতেছেন, তিনি যে পিতৃলোকবাসী নহেন, অগ্নির রূপভেদ, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এই সংশয় দূরীকরণ অভিলাষে পুষ্কর শান্তিতে চিত্রগুপ্তের পূজায় যে সকল মন্ত্র সূত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইগুলি এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—যজুর্ব্বেদীয় পক্ষে "চিত্রাবসোর্ধ্বয়শ্চিত্রগুপ্তজগতী চিত্র গুপ্তপ্রীতয়ে পারমণীয়।"

"অগ্নে সপত্নদম্ভ নমদব্ধাসো অদাভ্যাম্।
চিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমশীয় ॥"

মৈত্রয়নীয় সংহিতা, ১।৫।২

অথর্ব্ববেদীয় পক্ষে—"যদাজ্ঞাতং কৌশিকশ্চিত্রগুপ্তোঽনুপ্ যথাতথম্।"

"যদজ্ঞাতমনাম্না তমর্থস্য কর্মণো মিথঃ।
অগ্নে ত্বং নস্তস্মাৎ পাহি সহি বেত্থ যথাতথম্ ॥

কৌশিক সূত্র, ১১৯।২

যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের এই ঋক্‌দ্বয়ে স্পষ্টই দেখা গেল অগ্নিদৈবত মন্ত্রেই চিত্রগুপ্তকে অর্চ্চনা করা হইতেছে। শুধু যে এই দুইটী অগ্নি-দৈবত মন্ত্রেই চিত্রগুপ্তের হোমের ব্যবস্থা তাহাও নহে; কুশণ্ডিকার পর প্রধান হোমে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ৪।১।২৪ নির্দ্দিষ্ট ঋক্‌বেদে ৬।৬।৭, সাঙ্খ্যায়ন শ্রৌত্রসূত্রে ১১।৮।৭ নির্দ্দিষ্ট সামবেদের ১।৬৪ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ ২।১।৩ যে সকল মন্ত্র চিত্রগুপ্ত পূজার বিহিত আছে, সে গুলিও অগ্নি-

দৈবত। অতএব একথা কি শাস্ত্র বিশ্বাস, কি বেদ-বিশ্বাসী কেহ বলিতে পারেন না যে—চিত্রগুপ্ত যদি অগ্নিরই রূপভেদ না হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার পূজায় হোমে অগ্নিদৈবত মন্ত্র বিহিত হইবে কেন? এই জন্য যমতর্পণে নমস্কৃত্য চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ জাতির গোত্রপুরুষ বলিতে পারা যায় না। তবে এই যে আশ্বলায়ন-গৃহ্য-পরিশিষ্টে (১।৬) "উদীচ্য বেশধরং সৌম্যদর্শনং লেখনীপত্রোপেতং দ্বিভুজং কেতুপ্রত্যধিদেবং চিত্রগুপ্ত-মাবাহয়ামি॥" বলিয়া যে প্রয়োগদৃষ্ট হয়, সেই চিত্রগুপ্তকে কায়স্থের গোত্রপুরুষ বলা যায় কিনা তাহাই বিবেচ্য। আলোচ্য চিত্রগুপ্তের যেমন লেখনী পত্রোপেত দেখিতে পাইতেছি, কায়স্থ জাতিকেও তেমন লেখনীপত্রোপেত দেখা যাইতেছে; এই সাদৃশ্যে উত্তরদেশীয়ের চিত্রগুপ্তকে কায়স্থের গোত্রপুরুষ বলিতে বাধা কি? বাধা এই, যাঁহারা চিত্রগুপ্তকে গোত্রপুরুষ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বলেন,—চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম-রাজার লেখক এবং তিনি ধর্ম্মরাজার সহিত একত্রে সৃজিত হইয়াছিলেন ইহার প্রমাণরূপে তাঁহারা নিম্নে উদ্ধৃত বচন দুইটী অধ্যাহার করেন।

প্রথমটী এই—

"চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখায় স নিরূপি ॥

পাদ্মে, সৃষ্টিখণ্ডে।

দ্বিতীয়টী এই,—

"বায়ুঃ সর্ব্বগতঃ সৃষ্টঃ সূর্য্যস্তেজোবিবৃদ্ধিমান্।
ধর্ম্মরাজস্ততঃ সৃষ্টঃ চিত্রগুপ্তেন সংযুক্তঃ॥

গারুড়, প্রেতখণ্ড, ৭।২২

এই প্রমাণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আশ্বলায়নের চিত্রগুপ্ত ও পাদ্ম-

রুদ্রের চিত্রগুপ্ত এক নহেন। আশ্বলায়নের চিত্রগুপ্ত 'লেখনী-পত্রোপেত' টে তবে তিনি যম সহচর পরন্তু তাঁহার লেখক নহেন—উত্তর দেশে রুদ্র-াকবাসী। কারণ ঐ যে উদীচ্যবেশী বলা হইয়াছে, ঐ উদীচ্যদেশ মেরুর ত্তরবর্ত্তী রুদ্রলোককেই বুঝায়, ইহা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই।

"প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যাদিশোহব্যভজন্ত, প্রাচীং দেবা দক্ষিণাঃ পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ।"

(তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩৬০ পৃঃ)

অর্থাৎ প্রাচীন বংশ বিস্তারের সহিত দেব মনুষ্যগণ বাসের জন্য এই প্রকার াগ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে মেরুর পূর্ব্বে দেবগণ, দক্ষিণে তৃগণ, পশ্চিমে মনুষ্যগণ এবং উত্তর দেশে রুদ্রগণের হইয়াছিল। এই াগ বিভাগ যে শুধু কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেই আছে তাহাও নহে, শুক্ল যজুর্ব্বেদেও াছে। ঐ শুনুন শতপথ ব্রাহ্মণ কি বলিতেছেন—

"প্রাচী হি দেবানাং দিগথো উদঙ্ঙুদীচী হি মনুষ্যানাং"

(১।৭।১।১৮)

অবশ্য এখানে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সহিত শুক্লযজুর্ব্বেদের একটু ব্যতিক্রম আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় উত্তর দিকে রুদ্রের বাসের কথা বলিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ সে দেশে মানুষেরও বাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই মত পার্থক্যেও আশ্বলায়নের চিত্রগুপ্তের পিতৃলোকের সহিত সম্বন্ধ পাওয়া যাইতেছে না। বরং ঐ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ উত্তরদিকে রুদ্রদের বাসের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঐ চিত্রগুপ্তকেও অগ্নিই প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে, কেন না বৈদিক সাহিত্যে বহুস্থলে অগ্নিই রুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন, "যা তে অগ্নে রুদ্রিয়া তনূঃ" তৈঃ সং ১ কাং ২ প্রপাং ১১ অনু, ২ কং লৌকিক সাহিত্য "শিবপূজা পদ্ধতিতে" দৃষ্ট হয়—"রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে

নমঃ।" আছে সুতরাং উদীচ্যবেশী রুদ্র চিত্রগুপ্ত (সম্ভবতঃ এনিমিত্তই যম-তর্পণে ইহাকে "বৈবস্বত" বলিয়া থাকিবেন, জটাধরকোষে রুদ্রের বৈবস্বত নামও দৃষ্ট হয়) লেখনীপত্রোপেত হইলেও কায়স্থের গোত্রপুরুষ বলা যায় না, কারণ কেহ তাহা বলেন নাই। তবে ঐ যে চিত্রগুপ্তকে ধর্ম্মরাজ যমের সহিত একত্র উৎপন্ন হওয়ার কথা পুরাণকার গারুড়, উত্তরখণ্ডে ১৭।২১ "যমস্যৈবানুজঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্য কি না ইহাও বিচার্য্য বিষয়।

যমের অনুজ সম্বন্ধে একটী ঋঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য যাস্ক যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উপস্থিত করা হইতেছে। মন্ত্রটী এই—

"ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥ ১
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥" ২

ঋক্ ১।১৭

ত্বষ্টা দুহিতার বিবাহোপলক্ষে জগতের সকলেই আসিয়া সমবেত হইলেন। বিবস্বানের সেই মহিয়সী জায়া, যিনি যমের মাতা, তিনি আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। ১

সেই মরণরহিতা, মরণশীলদিগের মধ্যে থাকিয়া সবর্ণানাম্নী এক অনুরূপা মহিলাকে বিবস্বানের নিকট প্রেরণ করতঃ স্বয়ং অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া রহিলেন, তাহাতেও যমজ সন্তান হইল। ২

ত্বষ্টার দুহিতা সরণ্যূর যমজ সন্তান হইল—ইহারই কি একজন ধর্ম্মরাজ অপরে চিত্রগুপ্ত? তাহা নহে। দ্বিতীয় মন্ত্র ব্যাখ্যায় আচার্য্য যাস্ক বলিতেছেন:—"অপ্যগূহন্নমৃতাং মর্ত্তেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতেঽপ্যশ্বিনাব-

ভরস্ত্বদাসীদজহাদ্ দ্বৌ মিথুনৌ সরণ্যূঃ। * * * যমং চ যমীং চেত্যেতি-হাসিকাঃ। তত্রেতিহাসমাচক্ষতে। ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূর্বিবস্বত আদিত্যাত্তমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার। সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব স বিবস্বানা-দিত্য আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনুঃ। তদভিবাদিন্যেষর্ভবতি। ১২।১০

ইহার সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, ত্বষ্টার দুহিতা সরণ্যূর অদিতি-নন্দন বিবস্বানের ঔরসে যম ও যমী নামে দুইটী সন্তান হয়। অতঃপর তিনি তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, মর্ত্ত্যলোকে আত্মগোপন করিয়া নিজানুরূপ সবর্ণা নাম্নী অপর একটী মহিলাকে স্বীয়পতির পরিচর্য্যার্থ প্রেরণ করেন, তাহাতেই মনুর জন্ম হয়। সরণ্যূ স্বয়ং ভয়ে অশ্বারূপ ধারণ করেন এবং বিবস্বানও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাতে সঙ্গম করেন। তৎফলে তাঁহার দস্র ও নাসত্য নামে দুই পুত্র হয়।

এ প্রমাণেও ইহা পাওয়া গেল না যে ধর্ম্মরাজের অনুজ চিত্রগুপ্ত, বরং পাওয়া গেল, যমের সহজা যমী কন্যা ও অশ্বিনী কুমারদ্বয় এবং বৈমাত্রের ভ্রাতা মনু। সুতরাং বলিতে হইবে, পৌরাণিকেরা আশ্বলায়নের লেখনী-পত্রোপেত চিত্রগুপ্ত, স্নানসূত্রের যমদেবতার সহিত সম্পূজিত চিত্রগুপ্ত এবং ঋগ্বেদের জরণধর্ম্মা অগ্নির চিত্র ও যম নামে বর্ণনা পাইয়া, ইহাকে কেহ পরলোকের শাস্তা যমের লেখক, কেহ অনুজ, কেহ সহজন্মা বলিয়া বর্ণনা করত, তাঁহাকে কায়স্থের গোত্রপুরুষ রূপে কল্পনা করিয়া বহু অনর্থ ঘটাইয়াছেন। বস্তুতঃ চিত্রগুপ্ত যমলোকবাসী নহেন, লেখক নহেন, পিতৃ-গণেরও কেহ নহেন, কায়স্থেরও আদিপুরুষ নহেন—তিনি উত্তরদেশীয় রুদ্র লোকের অগ্নিবিশেষ।

অপর কেহ আবার ইহাও বলেন যে, অবেস্তায় 'মন্যুশ্চিত্র' নামে যাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ চিত্র বা চিত্রগুপ্ত

তিনিই। এ অনুমানও ঘোর প্রমাদপূর্ণ, কারণ অবেস্তায় এসম্বন্ধে যে প্রতি দৃষ্ট হয় পুরুষস্পোমাম্ তুইর্যোমশ্যঃ ডাঃ তারাপুরওয়ালা * উহার ব্যাখ্যা বসরে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—জরথস্ত্রর পিতার নাম পুরুষ, তিনি 'দরেজ' নদীর তীরে বাস করিতেন, শুধু ইহা ব্যতীত জেন্দ অবেস্তায় অধিক কিছু পাওয়া যায় না। পহ্লবী ভাষায় যে অবেস্তা আছে, তাহাতে তিনি 'পৈতিরস্প'র পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার 'অরস্তি' নামে এক ভ্রাতা ছিল লিখিত আছে। জবিশি বংশের 'ফ্রহিম্রবর' কন্যা 'দুগ্ধাকে' বিবাহ করেন। জরথস্ত্র তাঁহারই একমাত্র সন্তান। যে পুরুষস্পর বংশ স্পিতম হইতে হইয়াছে, সেই স্পিতম ঐ রাজবংশের একটী ক্ষুদ্রতর শাখা। যথা—

"স্পিতম—অয়াজেম—রজস্নে—তুরাশ্রম্—মৈন্যুশ্চিথ্—ঐর্য্যব—ত্রৈতান।"

পাঠক, এই বংশাবলীতেই "মন্যুশ্চিত্রের" প্রকৃত পরিচয় পাইলেন, সুতরাং যাঁহারা ইঁহাকে কায়স্থের গোত্রপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারা যে কত বড় প্রমাদ করিতেছেন, সুধীজন স্পিতমর বংশাবলীটী দেখিলে স্পষ্টই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই বংশের ঐ চিত্রের সহিত কায়স্থ জাতির যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই তাহা আর বুঝাইবার দরকারই হইবেনা; জেন্দ ও পহ্লবি সাহিত্যে ত্রৈতানের (ফরিডুনের) † যে প্রতিপত্তি, মন্যুশ্চিত্রে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। ফলতঃ চিত্রবাদটী যে আগাগোড়াই কল্পনা লইয়া কায়স্থ জাতির গোত্রপুরুষ নির্ব্বাচনের মত ইহা বলাই বাহুল্য। এজন্য চিত্রবাদ এস্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

---

* Calcutta University Edition 'Avesta' P. 029—3

† শতপথ ব্রাহ্মণে ১।২।১।১ প্রথম "ত্রিত" নামক বিপ্রের উল্লেখ নাই তৎপর ঐতরের ব্রাহ্মণে ৩।৩৮।৩ এবং মহাভারত ৯।৩৬।৪ ত্রিতকে ব্রাহ্মণ সত্তম বলিয়া দেখা যায় এই ব্রাহ্মণ পার্ষিক সাহিত্যে ফরিডুন নামে অভিহিত, সুতরাং ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত, আবেস্তিক 'মন্যুশ্চিং' হইলে পৌত্র ত্রৈতান বা ফরিডুন ব্রাহ্মণ হন কিরূপে?

করণবাদ

কায়স্থ জাতিকে যাঁহারা 'করণ' বলেন, তাঁহারা কেহ এ জাতিকে বৈশ্যশূদ্রাপ্রভব, কেহবা এ জাতি সকল জাতির সমষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও আরও বলেন, 'এতন্নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জাতিসমূহের গুণ ও নিকৃষ্ট জাতি-সমূহের ধর্ম্ম কায়স্থে দৃষ্ট হয় এবং এই প্রকার সর্ব্ব জাতির সমন্বয় দেখিয়াই সম্ভবতঃ কোষকার অমরসিংহ সংকীর্ণ জাতির মধ্যে ইহাদিগকে স্থান দিয়াছেন।'

বস্তুতঃ• শাস্ত্রে করণের উৎপত্তির চারি প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, ১ম মনুসংহিতার ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণের, ২য় মহাভারত ও আশ্বলায়ন-গৃহ্য পরিশিষ্টে ক্ষত্রিয়বৈশ্যাজ করণ, ৩য় যাজ্ঞবল্ক্য ও গৌতমের মতে বৈশ্য-শূদ্রাজ করণ এবং ৪র্থ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে ব্রাহ্মণশূদ্রাজ করণ। ইহার মধ্যে তৃতীয় মতটী সমর্থন করিয়াছেন, "অমরকোষ" ও "শব্দ রত্নাকর" নামক অভিধানকারদ্বয় এবং প্রতিবাদ করিয়াছেন, ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রকার। ইনি বলিয়াছেন :—বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান "সূচক" নামে অভিহিত, এবং মহর্ষি আশ্বলায়ন বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজ পুত্রই করণ পরন্তু বৈশ্য-শূদ্রাজ সুত 'সমুদ্র' নামে অভিহিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার বৈশ্য-শূদ্রাজ সন্তানকে তাম্বুলি বলিয়াছেন। ফলতঃ ইঁহারা তিনজনেই সেই প্রাচীন কালেই যাজ্ঞবল্ক্যের মতটী যে অনভিজ্ঞতাপূর্ণ তাহা বলিয়াছেন। আর ঐ যে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকার বলিলেন, ব্রাহ্মণ-শূদ্রাজ সন্তান করণ, মনুসংহিতার প্রণেতা কিন্তু ঐ জাতিকে 'নিষাদ' নামে অভিহিত করেন ; যাজ্ঞবল্ক্যেরও সেই মত। তবে কি নিষাদেরাই পরবর্ত্তীকালে—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ রচনার সময় 'করণ' নামে

অভিহিত হইয়াছে? না তাহা নহে, ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ জাতির অস্তিত্ব আশ্বলায়নও স্বীকার করিয়াছেন। তবে আশ্বলায়ন স্মৃতি ও মহাভারত-কার যে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজ সন্তানকে 'করণ' সংজ্ঞা দিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাহাকে 'মাহিষ্য' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অথচ মনু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজ সন্তানের কোন স্বতন্ত্র নামই দেন নাই, সুতরাং এই সকল শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ঋগ্বেদের কল্পসূত্রকার আশ্বলায়ন ও মনুসংহিতা যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-করণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই অভ্রান্ত সত্য—অপরাপর শাস্ত্রকারেরা সাময়িক সামাজিক প্রভাবের আবর্ত্তনে পড়িয়া, দিশাহারা হইয়া করণ জাতির মূল বর্ণ নির্দ্ধারণে কেহই সমর্থ হন নাই—তাৎকালিক প্রাদেশিক মতমাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ 'শব্দ রত্নাকর' অভিধানে মেদিনীকর 'করণ' শব্দের অর্থ করিতে "কায়স্থে ভেদেঽপি" কথাটী অর্থাৎ করণ নামক কায়স্থ বিশেষও আছে বলিয়া থাকিবেন।

ইহা সত্য বটে,—গৌড় কায়স্থ-কুলগৌরব, কলিকালবাল্মীকি সন্ধ্যাকর-নন্দী "রাম চরিতম্" নামক কাব্যে স্বীয় বংশপ্রশস্তিতে আপনাকে "করণ্যা-নামগ্রণীঃ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে সুপরিচিত ঘটক রামানন্দ শর্ম্ম কৃত 'কুল দীপিকা' যাহা 'শব্দকল্পদ্রুমঃ' নামক অভিধানে উদ্ধৃত আছে, তাহাতে ঘোষবস্বাদি হইতে নন্দন পর্য্যন্ত সপ্তবিংশতি বংশের বঙ্গজ কায়স্থের কথা বলিয়া পুনরায় সাতাশি ঘর কায়স্থ সম্বন্ধে বলিতেছেন "তে বঙ্গজা সমাখ্যাতা করণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥" ফলতঃ এ কথায় কায়স্থ ও করণে স্বাতন্ত্র্য ভাব থাকিলেও রাজা ভোজবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ শিলা-লেখে ইহাদের অভিন্নতাই দেখিতে পাই।

অজয়গড় দুর্গ-তোরণের সম্মুখের পাহাড়ের উপর চন্দেল্লরাজ ভোজ-বর্ম্মার কোষাধিকারাধিপতি বাস্তব্য কায়স্থ বংশোদ্ভব সুভট ১৩শ

শতাব্দীতে স্বীয় পারলৌকিক সুখকামানায় যে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করান, তাহাতে তাঁহার যে শিলালেখ খানি উৎকীর্ণ আছে, উহার একাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"ষট্ত্রিংশতঃ করণকর্ম্মনিবাসপূতা আসন্ পুরং পরমসৌখ্যগুণা-
তিরিক্তাঃ।
তন্মধ্যগা বিবুধলোকমতা বরিষ্ঠা টক্কারিকা সমজনি স্পৃহণীয়কল্পাঃ ॥২
সর্ব্বোপকারকরণৈকনিধেঃ স্বকীয়বংশস্য পাত্রসুভগস্য দ্বিজাশ্রয়স্য।
কল্পাবসানসময়স্থিতয়ে পুরীং যাং বাস্তুঃ স্বয়ং সমধিগম্য সমাসসাদ ॥৩
তস্যাং শ্রুতের্ম্মিনদসজ্জনিনাদিতায়াং বাস্তব্যবংশভবিনঙ্করণাস্ত আসন্।
আশাঃ সমস্তভুবনানি যদীয়কীর্ত্ত্যা পূর্ণানি হংসধবলানি বিশেষয়ন্ত্যা ॥৪
বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশকলাঃ সকলাঃ সমীয়ুঃ পদ্মাভিরামমিব বল্লভমায়তাক্ষং।
যং গভর্মবিলম্বিতমদ্বিতীয়ং দুঃখং বিয়োগজমসংবৃতমুদ্বহন্ত্যঃ ॥৫
তদ্বংশতঃ স উদপাদি নরেশ্বরেণ গণ্ডাহ্বয়েন যুধি দুর্জ্জয়তাং গতেন।
জাজূক সংজ্ঞ ইতি ঠক্কুরধর্ম্মযুক্তঃ সর্ব্বাধিকারকরণেষু সদা নিযুক্তঃ ॥৬
আরাধ্য তং নৃপতিমণ্ডলমণ্ডনৈকং দেবং গদাধরমিবাচ্যুতবাসমাদ্যম্।
কায়স্থবংশনলিনীগণতাদিনেশো গ্রামং দুগৌড়মপি তাম্রকমাশু লেভে ॥৭

Ep. Ind, Vol. I,—Page, 330.

উদ্ধৃত প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্লোকের 'করণকর্ম্মনিবাসপূতা' এই শব্দটার কেহ অর্থ করেন—কায়স্থগণের বাস দ্বারা পবিত্র, অপর কেহ অর্থ করেন—করণকর্ম্মাদিগের বাস দ্বারা পবিত্র। তাঁহাদের তাদৃশ রূপ অনুবাদ আদৌ পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইতে পারে না। যেহেতু করণকর্ম্মা বা কায়স্থের বাস দ্বারা পবিত্র, ইহা প্রশস্তিকারের অভিপ্রেত নহে ; তদ্রূপ অর্থ দ্বারা

কবির রচনা-চাতুর্য্যের বিকাশ হয় না। কবি যে বলিতেছেন—করণগণের কর্ম্মনিবাস দ্বারা পবিত্র। এই কর্ম্মনিবাস অর্থ office নহে। 'কর্ম্মনিবাস' অর্থে যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা পবিত্র যে আবাস—কবি ইহা ৪র্থ শ্লোকের "শ্রুতেন্নিনদ সংঘ" এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন। এটা যে করণ বংশ ইহা তিনি দৃঢ় করিয়াছেন—"বাস্তব্যবংশভবিনস্করণাস্ত আসন্" এই বাক্য প্রয়োগ দ্বারা। ইহার অর্থও অনুবাদক গোল করিয়াছেন "বাস্তব্য বংশীয় লেখকেরা তথায় বাস করিতেন।" কবি কি শেষে জাতির গৌরব ঘোষণা করিতে গিয়া বলিতেছেন, বাস্তব্য বংশীয় লেখক দ্বারা এই বংশ ভবিষ্যতে উজ্জ্বল হইয়াছিল? তাহা নহে, তিনি বলিতেছেন—এই বাস্তব্য বংশে সেই করণেরা জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সহিত একত্রিত * হইয়া বেদ-নির্ঘোষে টক্কারিকাপুরী পবিত্র করিয়াছিলেন। এ কথাটীও পুনরায় ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে—করণদিগের মধ্যে সেই বাস্তব্য বংশের ঠক্কুর ধর্ম্মযুক্ত 'জাজুক' নামক মহাত্মা যিনি বুদ্ধতুর্ম্মদ গঙ্গ নরপতি কর্ত্তৃক নিয়ত সর্ব্বাধিকার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

এইরূপ বাস্তব্য বংশের 'করণ' জাতিত্বের কথা বলায় আপত্তি হইতে পারে, ৭ম শ্লোকে উহাদিগকে 'কায়স্থ বংশজ' বলা হইয়াছে, তাহা হইলে কায়স্থ, কি করণ, কোন্ জাতি বলিব? হা সত্য বটে,—'কায়স্থ বংশ' বলা হইয়াছে, আবার 'বাস্তব্য বংশ'ও বলা হইয়াছে, ইহাতে কায়স্থ কথাটা করণ কথাটার সাজাত্য সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না ৩য় শ্লোকের 'বাস্তঃ' হইতে 'বাস্তব্য' বংশের উদ্ভব হওয়ার কথা বর্ণিত থাকায় তাহাই প্রতীতি হয়, কিন্তু 'বাস্তঃ' শব্দ যে ব্যক্তি নহে 'বাস্তু' অর্থে যজ্ঞ,

* 'সংঘ' অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সম্মেলন।

ইহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যেই বুঝিতে পারা যাইবে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে :—

"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ। দিবমুপোদক্রামন্নথ যোঽয়ং দেবঃ পশূনামীষ্টে স ইহাহীয়ত তস্মাদ্বাস্তব্য ইত্যাহুঃ বাস্তৌ হি তদহীয়তে। ১

স ঐক্ষত। অহাস্য হান্তর্যন্ত্য মা যজ্ঞাদিতি সোঽনুচক্রাম স আয়তয়োত্তরত উপোৎ পেদ্গ স এষ স্বিষ্টকৃতঃ কালঃ ॥৩

তে দেবা অব্রুবন্। মা বিস্রক্ষীরিতি তে বৈ মা যজ্ঞান্ মান্তর্গতাহুতিং মে কল্পয়তেতি তথেতি স সমবৃহৎস সাস্যৎস ন কংচনাহিনৎ ॥ ৪ (১।৬।১)

বঙ্গার্থ :—বিদ্বানগণ যজ্ঞ দ্বারা দ্যুলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই যে দাতা, পশুগণের প্রভু, তিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহারা (স্বর্গগত দেবগণ) তাঁহাকে (সেই দানশীল নরপতিকে) 'বাস্তব্য' বলিয়া থাকেন; কেন না, তিনি বাস্তুতে (যজ্ঞে) পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।১

তিনি (সেই রাজা) দেখিতে পাইলেন (এবং বলিলেন) আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমাকে ইঁহারা যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন; অনন্তর তিনি বলিলেন, এবং উদ্যত (অস্ত্র হইয়া) উত্তর দিকে দেবগণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; তখন স্বিষ্টকৃতের সময়।৩

বিদ্বানগণ বলিলেন—(অস্ত্র) নিক্ষেপ করিবেন না। তিনি বলিলেন—আমাকে যজ্ঞ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, আমার আহুতি কল্পনা করুন। তাঁহারা বলিলেন—তাহাই হইবে। তিনি (সেই অস্ত্র) সংযত করিলেন, আর ক্ষেপণ করিলেন না এবং কাহাকে হিংসাও করিলেন না।৪

ভগবান মনু যে সকল ব্রাত্যক্ষত্রিয়কে করণদেশীয় বলিয়াছেন, উদ্ধৃত

শ্রুতি ও শিলালিপিতে তাঁহারা বাস্ত অর্থাৎ জননী-জঠর হইতে জন্মিয়া আর কোন সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই; ইহাতে তাঁহাদের কোন নরপতি উত্তেজিত হইয়া অস্ত্রবলে অন্য সংস্কারকদিগের প্রতি ধাবিত হইলে তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিয়া "বাস্তব্য" নামে অভিহিত করেন। আরও বুঝা যাইতেছে, যাহারা করণ, 'বাস্তব্য' তাহাদের মধ্যেই একটী বংশ। তাহারা প্রাচীন বৈদিক যুগেই সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা শাস্ত্রজ্ঞ শস্ত্রজ্ঞও ছিল। এক্ষণ এই করণ জাতির দেশ কোথায় তাহাই আলোচনা করিব।

Imperial Gazetteer নামক বর্ণানুক্রমিক ভারত ইতিহাসের পঞ্চদশ খণ্ডে, ২৪৭ পৃষ্ঠায় ২৬—৫২´ ও ২৯—১৩´ উত্তর এবং ৬৬—৪´ পূর্ব্বে বর্ত্তমান বৃটিশ বেলুচিস্তানের দক্ষিণে Kharan নামে এক জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার বর্ত্তমান রাজধানীর নাম Kelat; এই দেশের উত্তরে Rakshah পর্ব্বত অবস্থিত।

অন্যত্র মিসররাজ Ptaleme প্রণীত ভূগোল পাঠে জানা যায়, Kasian পর্ব্বতের সান্নিধ্যে হিমালয়ের পার্শ্বে Kharawnaoi প্রদেশ অবস্থিত।

বৃটিশ বেলুচিস্তানের 'করণ' দেশ কিম্বা মীশররাজ টলেমী বর্ণিত পূর্ব্ব কাশ্মীরস্থ 'করওনোই' দেশ, অথবা এই উভয় দেশেই ঐ করণ জাতি অবস্থান করিত কি না তাহাই বিচার্য্য। বৃটিশ বেলুচিস্তানের করণদেশে যে ব্রাত্যেরা বাস করিত মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব, ৪৪।৪৪-৪৬ শ্লোকে তাহা দৃষ্ট হয়; এবং কাশ্মীর প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলেও যে ব্রাত্যেরা বাস করিত তাহাও বিষ্ণুপুরাণাদি পুরাণ পাঠে জানিতে পারি। পরন্তু মহাভারত পাঠে ইহাও জানিতে পারা যায় যে কাশ্মীরের পূর্ব্বাংশে কতিপয় যজ্ঞস্থলীও আছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের "বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত আসীচ্ছণ্ডামার্কাবসুরাণাং ব্রহ্মণস্তোদেবা আসন্

ব্রহ্মণ্বস্তোঽসুরাস্তেঽস্তোঽন্যেং নাশক্নুবন্নভিভবিতুং তে দেবাঃ শণ্ডামর্কা-বুপামন্ত্রয়ন্ত তাবব্রূতাং বরং বৃণামহে গ্রহাবেব নাবত্রাপি গৃহ্যতামিতি।"

(৬।৪।১০।১)

মন্ত্রে দেখা যায়—অসুরদিগের পুরোহিত শণ্ডামার্ক মন্ত্র জানিত না, পরন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের (১।১।৪।১৪) শ্রুতিতে আছে "কিলাতাকুলীতি হাসুর ব্রহ্মা বাসুতঃ।" অসুর পুরোহিত কিলাত ও আকুলি মনুর যজ্ঞ করেন এবং তাহাতে কুক্কুটের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে অসুরেরা পলায়ন করে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের "প্রতীচীং দেবাঃ পরাচীমসুরাঃ।" (১।৭।১।৩) মন্ত্র পাঠে অসুর নিবাস পশ্চিমদেশে জানা যায়, পরন্তু শতপথ ব্রাহ্মণ (১।১।১।১৬) শ্রুতি পাঠে দেখা যায়, অসুরদিগেরই কতক 'রাক্ষস' নামে অভিহিত হইয়াছিল। (দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাংস্তামসুররক্ষসানি ররক্ষুর্ন যক্ষ্যধ্ব ইতি তদ্যদরক্ষং স্তস্মাদ্রক্ষাংসি।) দেবতারা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে যাহারা তাহা নিষেধ করিল তাহারা 'অসুর', যাহারা যজ্ঞরক্ষা করিল না, তাহারা রাক্ষস নামে অভিহিত হইল। ইহার পর ঐ ব্রাহ্মণের (১।৪।১।৩) শ্রুতিতে দেখা যায়, ইন্দ্র অসুরদিগকে দক্ষিণে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণ এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যাইতেছে, বেলুচিস্তানের রক্ষপর্ব্বত ইন্দ্র কর্ত্তৃক দক্ষিণ দেশে বিতাড়িত রক্ষগণের, এবং কিলাতনগর তাহাদের পুরোহিত কিলাতের নামানুসারে পরন্তু করণপ্রদেশ ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ-দিগের নামেই পরিচিত হইয়াছিল। কিলাত ও আকুলি কর্ত্তৃক মনুর যজ্ঞের সময়ে যাহারা ঐ করণদেশ হইতে কুৎসিত শব্দ করিয়া পলাইয়াছিল, তাহারাই ব্রাত্যক্ষত্রিয়করণ এবং তাহাদের নামেই কাশ্মীরের পূর্ব্বে 'করওনোই' নামে নূতন ভাবে দেশর নাম হইয়াছিল। মনু ইহাদের কথাই 'ব্রাত্যকরণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের (৬।১।১।১) মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে দেবতা এবং পশ্চিমে মনুষ্য বাসের উল্লেখ আছে, ইহাদ্বারা

কাশ্মীরের পূর্ব্ববর্ত্তী বজ্রস্থলিসমূহ দেবগণের কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। এবং করণেরা মানুষই।

তবে কথা হইতেছে, করণেরা যদি ব্রাত্যতা হইতে মুক্ত হইয়াই 'বাস্তব্য' নামে পরিচিত হইল, তবে মনুসংহিতাকার তাহাদিগকে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত করিলেন? এ প্রশ্নের সমাধান বাজসনেয় সংহিতায় দেখিতে পাই —যাহারা সবিতৃ মন্ত্রে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারা মধুজিহ্ব অর্থাৎ মিষ্ট ভাষী হইয়াছিল এবং যাহারা এই উত্তম উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহারা কক্কুটজিহ্ব অর্থাৎ কুৎসিত শব্দ করিতে করিতে পলাইয়াছিল। (১।১৬।৫)

উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে, (কাবুলিদের ন্যায়) কুৎসিত 'কটমট' শব্দ করিয়া যাহারা পলাইল, তাহারা করণ বংশের, যাহারা সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তথায় 'বাস্তব্য' খ্যাতি পাইল, তাহারাও করণ। শতপথব্রাহ্মণ সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষিতদিগকেই 'বাস্তব্য' নামে এবং পলাইতদিগকে মনু 'করণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অজয়গড়ের পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লেখ-রচয়িতা সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিয়া বাস্তব্য ও করণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির বোধক 'কায়স্থ' শব্দ ত্রয়ের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন।

এক্ষণ কথা হইতেছে, মনূক্ত ব্রাত্য করণের লিপিবৃত্তি ছিল কি না? ছিল, শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত রামায়ণের "অর্থেহপব্যয়মানস্তু করণেন বিভাবিতম্।" (৪।১৭।৫৬) বচনেও করণের লেখাপড়া জানা থাকা উপলব্ধি হয়। উক্ত শ্লোকে অর্থের অপব্যয় সম্বন্ধে করণ বিবেচনা করিয়া তাহা স্থির করিবে বলা হইয়াছে। লিখিতে না জানিলে তাহা কি সম্ভব? মনুসংহিতাতেইত করণ জাতি হইতে তন্নামে তাহার বৃত্তির উল্লেখ রহিয়াছে। ফলতঃ ইহা সকলের সম্মুখে প্রতিভাত হয় না, হয় কিসে? যদি 'করণস্তু ইদম্' এই রূপ অনুসন্ধান করেন এবং মনুর ৮।১৫৪

শ্লোকের 'করণং পরিবর্ত্তয়েৎ' চরণটীর কথা মনে করেন, তাহা হইলে কেহ ওরূপ বলিবেন না। মহামতি কুল্লূক ভট্ট ঐ চরণের অর্থ করিয়াছেন 'করণং লেখ্যং' নন্দন, রামচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারগণও উহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

অবশ্য পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন 'করণস্য ইদম্।' এইরূপ অর্থ করিলে 'করণ' শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হইল না কেন? এতদুত্তরে স্মরণ করিতে হইবে, ক্ষাত্রিয়ের শস্ত্রাস্ত্র জীবন মুখ্য, লিখন জীবন গৌণ, এজন্যই প্রত্যেয়ে লুক্ হইয়াছে; বিশেষতঃ করণ ও কারণ একই বস্তুর বোধক, ইহা মহাভারত ১৩।১৪৯।১৪ এবং রভস কোষেও দৃষ্ট হয়। অতএব মনূক্ত করণ জাতি যে লিপিবিদ্যাবিশরদ ছিল, ইহা যেমন মনু-মহাভারত বলিয়াছেন, তেমন উইল্সন সাহেব বলিয়াছেন, এমতাবস্থায় আচারনিষ্ঠ ক্ষত্রিয় করণ, যাহারা মিশ্র কারিকার 'শূদ্রদেশোদ্ভব করণ' তাহারাই লিপিবিদ্যা প্রবর্ত্তক, পরন্তু বৈশ্য-শূদ্রাজ করণ নহে—করণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ই।

ইহাই সমর্থন করিয়া সম্ভবতঃ H. H. Wilson, M.A. F. R. S. তাঁহার "Glassary of Indian Terms" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন "করণঃ from a degraded Kshatriya by a pure Kshatriya femeele; his occupation is writing and accounts; a scribe or writer, a clerk, and in some placese, a collector of revenew, a tax gatterer." P. 263.

উইলসন্ সাহেব অবস্থান্তরিত ক্ষত্রিয় করণকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান বলিয়া তাহার বৃত্তি লেখকতা ও গণকতা ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার আনুমাণিক লেখা তাহাও নহে, এ কথা মনু ও রামায়ণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি। তবে যাঁহারা "রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ" (১০।২২) এই মনূক্তির পঞ্চমীর প্রয়োগে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ব্রাত্য করণের

ক্ষত্রিয় জাতিত্বের অভাবের কথা বলেন; তাঁহাদের গৃহীত প্রমাণ পাণিনির "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্। (১।৪।২৪) সূত্রের উপর নির্ভর না করিয়া আরও একটু অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। কারণ পঞ্চমীর সহিত অপাদান কারক সম্পর্ক থাকিলেই যে সর্ব্বত্রই ধ্রুব-নিশ্চিত, অপায়-গত হয় এমন নহে, ইহা পরবর্ত্তী "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" ১।৪।৩০ এই সূত্র, পরন্তু সূত্রের ভাব উপলব্ধির অসুবিধা হইলে মহর্ষি পতঞ্জলি ইহার কি প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাও দেখিবেন। "অয়মপি যোগঃ শক্যোঽবক্তুম্। * * * অপক্রামন্তি। যদ্যপক্রামন্তি কিং নাত্যন্তাপক্রামন্তি। অথ বাহ্যাশ্চান্যাশ্চ প্রাদুর্ভবন্তি।"

ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইহা যে সহজলভ্য যোগ তাহা আর বলিবার নহে। অপক্রমণ মাত্র। যদি অপক্রমণই করিল, তবে কেন, তাহা অত্যন্ত অপক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে না? অবিচ্ছেদের নিমিত্ত, অপরাপর মনীষীরা যাহাকে প্রাদুর্ভাব বলিয়া থাকেন।

মহাভাষ্য প্রদীপে মহাপ্রাজ্ঞ কৈয়ট "জনিকর্ত্তুঃ" পঞ্চমী হইয়াও তাহা চিরবিচ্ছেদক হইল না কেন, ইহা প্রমাণ করিতে বৈশেষিক দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "অবিচ্ছেদাদিত্যর্থঃ" সুতরাং এতাবৎ প্রমাণে "রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ" শব্দে অপাদানের পঞ্চমী থাকিলেও ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান পূর্ব্ব জাতিত্ব হইতে অপক্রান্ত অর্থাৎ চিরতরে অন্য জাতি বলিয়া গণ্য হয় না। সম্ভবতঃ এজন্যই ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ব্ব জাতিতে সমানয়ন করার ব্যবস্থা আছে। 'রাজন্যাৎ' শব্দেও যেমন পুরুষে পঞ্চমী তাহার বিশেষণ ব্রাত্য শব্দেও তেমন পঞ্চমী থাকা প্রয়োজনীয়।

ব্রাত্যতায় জাতিভ্রংশ হয় না; ইহার একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"অথৈষ শমনী চামেঢ্রানাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যং প্রবসেয়ু স্ত এতেন যজেরন্ ॥১

অগ্রাদগ্রং রোহন্তন্ধা স্তোমাযন্ত্যনপভ্রংশায় ॥২

এতেন বৈ শমনী চামেঢ্রা অয়জন্ত তেষাং কুষীতকঃ সামশ্রবসো গৃহপতি রাসীত্তান্ লুসাকপিঃ স্বার্গলিরনুব্যাহরদবাকীর্ষত কনীয়াংসৌ স্তোমাবুপাগুরিতি তস্মাৎ কৌষীতকীনাম্ন কশ্চনাতীর জীহতে যজ্ঞাবকীর্ণাহি ॥৩ (তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণঃ ১৭।৪)

সায়ণ ভাষ্য ঃ—অথানন্তরং এষো বক্ষ্যমাণোযজ্ঞঃ শমনীচামেঢ্রাং স্তোমঃ সমেন যৌবনোপরমেণ নীচ মন্নদ্ধতং মেঢ্রং যেষাং তে শমনী চামেঢ্রাঃ স্থাবির্যাদ্বিনষ্টবার্যা ইত্যর্থঃ তেষাং সম্বন্ধী স্তোমঃ অত যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধাতমাঃ সন্তো ব্রাত্যং তাং প্রাপ্য প্রবসেয়ুরেতেন স্তোমেন যজেরন্।১

এতেন খলুস্তোমেন পুরা শমনী চামেঢ্রা সমতায় নীচতায় অমেঢ্রতায় অপগত যৌবনত্বেন নির্বীর্য প্রজননাদেবসম্বন্ধিনো ব্রাত্যা অয়জন্ত তস্মাদেষঃ শমনী চামেঢ্রাণং স্তোম ইত্যাখ্যায়তে তদানীন্তনাং ব্রাত্যানাং সমশ্রবসঃ পুত্র কুষীতকী নাম ঋষিঃ গৃহপতি মুখ্য আসীৎ তান্ কুষীতক গৃহপতি সহিতান্ লুসাকপিনামাস্বার্গলিঃ স্বর্গলপুত্রো অনুব্যাহারদন্ শতত স্তে অবাকীর্ষত অবকীর্ণিনঃ ভ্রষ্টাচারা অভবন্ অনুব্যাহরতোহয়মভিপ্রায়ঃ ? এতে বকুীতক গৃহপতয় কনীয়াংসৌ অল্পসংখ্যাবেব দ্বৌ স্তোমাবুপাগুঃ প্রাপ্নবন্নিতঃ পূর্বদর্শিতমুত্তরোত্তরধিকসংখ্যক স্তোমং পরিত্যজ্য ন্যূনসংখ্যস্তোম দ্বয়ং প্রায়শ্চেতেতি তস্মাদেতৈরয়মনুষ্ঠান্ তান্ যথার্গদর্শিনা লুশাকপিনা শাপ ইত্যর্থ।"

উদ্ধৃত সামব্রাহ্মণের ইতিহাস হইতেই ব্রাত্যের পূর্ব্ব জাতিতে আগমন

অতি সামান্য দুইটি স্তোমে নিষ্পন্ন হইয়াছিল জানিতে পারা যাইতেছে। শ্রুতিগুলি অত্যন্ত সরল থাকিলেও পাঠকের বোধ সৌকার্য্যার্থ সায়ন ভাষ্য পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দ্বিতীয় শ্রুতির স্বতন্ত্র ভাষ্য নাই, তৃতীয় শ্রুতির ভাষ্যের সহিতই উহা বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, অপগত যৌবন এরূপ ক্ষমতাহীন সমশ্রবার পুত্র অতিবৃদ্ধ কুষীতককে ভ্রষ্টাচারী, অবকীর্ণ পাপে লিপ্ত হইলেও এবং এবম্বিধ পাপের কঠিনতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা থাকিলেও যথার্থদর্শী লুসাকপি মাত্র দুইটি স্তোমের দ্বারা ব্রাত্যতা মোচন করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাঁহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণদিগের জাতি গিয়াছে বলিতেছেন, বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের প্রায়শ্চিত্তের অসমীচীনতা ঘোষণা করিতেছেন, সামান্য যজ্ঞ দ্বারা ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিতেছেন বলিয়া নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা যে যথার্থদর্শী নহেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে। অতএব ব্রাত্য হইলে তাহার জাতি নষ্ট হয় না।

বস্তুতঃ ব্রাত্য হইলেই যে সে সমাজে উপেক্ষিত হইত, এরূপ কোন আপ্তোপদেশ পাওয়া যায় না। বরং সংস্কারসম্পন্নগণও তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি দ্বারা সমাজবদ্ধ হইতেন, ইহা দেখিতে পাই। মহাভারতে আছে ;—"অথাপ্তবন্তো বেদোক্তান্ সংস্কারান্ পাণ্ডবা স্তদা।" (আদিপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়) ভাবার্থ—তথায় (পাণ্ডুরাজার শ্রাদ্ধের পর) পাণ্ডবগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ ও বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার পর দ্রোণপর্ব্বে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন যখন সাত্যকির প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, তৎসহ যুদ্ধে লিপ্ত কৌরব ভুরিশ্রবার বাহুদ্বয় দূর হইতে স্বীয় অস্ত্রে ছেদন করেন, তখন মহাবীর ভুরিশ্রবা স্ববংশের গৌরব তৃতীয় পাণ্ডবের এতাদৃশ বিগর্হিত কার্য্যে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ;—

"ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্ট কর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যেব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ! প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ॥

১৪১।১৫

উদ্ধৃত প্রমাণে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের ব্রাত্যতা ঘোষিত হইতেছে। অথচ এই বৃষ্ণি বংশের শূররাজ-দুহিতা কুন্তীদেবী কৃতাভিষিক্ত রাজা পাণ্ডুর প্রধানা মহিষী, বৃষ্ণি-কুলতিলক কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অর্জ্জুনের দয়িতা, মহাভারত, ১।১১০।১৩; অনিরুদ্ধ-সুতা রাজা দুর্য্যোধনের পুত্রবধূ এবং ক্ষত্রিয়বলগর্ব্বদীপ্ত সুসংস্কৃত মহারাজ জরাসন্ধ স্বীয় দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তিকে অন্ধক বংশদীপক রাজা উগ্রসেন সুত কংসের করে সম্প্রদান। মহাভারত ২।১৪।৪৬ শ্লোকে আরও দেখিতে পাই, মহর্ষিগণ এই ব্রাত্য বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশেরই পুরোহিত; রাম ও কৃষ্ণ উভয় সহোদর সন্দীপনি মুনির পাঠশালার ছাত্র। বিষ্ণু ধর্ম্মসূত্রকার বলিলেন "ব্রাত্যাঃ পতিতাঃ" আবার অন্য ধর্ম্মসূত্রকার মহর্ষি বোধায়ণ বলিলেন—"পতিত তজ্জাত বর্জম্।" (২।২।৪।৪০) এ শাস্ত্র কথা কি বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের পুরোহিতগণ, সন্দীপনি, রাজা পাণ্ডু, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ শুনেন নাই? হাঁ, শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বৃষ্ণি, অন্ধক বংশীয় ব্রাত্যগণ সেই প্রকার নিন্দিত ব্রাত্য ছিলেন না—কুৎসিদ্‌ভাষী ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তন্নিমিত্তই অপরাপর সুসংস্কৃত রাজগণ তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়াদি দ্বারা সামাজিকতা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না—তাহাতে নিন্দিত হইতেন না—কেহ নিন্দাও করিত না। শাস্ত্রান্তরে যে সকল ব্রাত্যকে নিন্দা করা হইয়াছে, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ব্রাত্যস্তোম প্রকরণে তাহাদিগকে 'গরগির', অর্থাৎ অভক্ষ্য রূপবিষ ভোজী, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধেই এই উক্তি—তাহাদের সংশ্রবে যাইতে নিষেধ। অতএব স্পষ্টই প্রমাণীত হইতেছে যে, যে স্বধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করে

নাই, এমত ব্রাত্য কন্যা বিবাহ করিয়া সংস্কৃত ক্ষত্রিয়ের সন্তান বর্ণসঙ্কর বা পতিত হয় না।

সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, ব্রাত্য পুরুষ সবর্ণা দ্বিজ কন্যা বিবাহ করায় তৎ সন্তানেরা বর্ণসাঙ্কার্য্য দোষে পতিত হয়, তাহাদের উক্তি মহাভারতাদির প্রমাণে প্রলাপ বলিয়াই পরিহার করা যাইতেছে।

মহানুভব মনু এমন কথা বলেন নাই যে, ব্রাত্য হইলেই তাহার জাতি যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—"সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দেশেৎ" অর্থাৎ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টকে ব্রাত্য বলে। ইহার পর যে ব্রাহ্মণ ব্রাত্য ভূর্জ্জকণ্টকে পাপাত্মা বলিয়াছেন, সেটা তাহার ব্যক্তিগত স্বভাবের কথা মাত্র। মনুর এই ১০।২১ শ্লোকের টীকায় মহাত্মা নন্দন বলিয়াছেন —

"বিপ্রাদি বিশেষণং ব্রাত্যত্বেঽপ্যস্য বিপ্রত্ব মূলচ্ছেদোনাস্তীতি সূচয়িতুং।" অর্থাৎ বিপ্রাদির যে 'ব্রাত্য' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাত্য হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মূল বর্ণ হইতে চ্যুত হয় না। একথা যে শুধু টীকাকার নন্দনই বলিয়াছেন তাহা নহে, শ্রুতিতেও ইহার স্পষ্ট আভাস রহিয়াছে।

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথিগৃ্হানাগচ্ছেৎ। ১ শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ, তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে ॥২ অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্র বিশাবেতি ॥৩ (অথর্বেদ, ১৫।২।১০)

অর্থাৎ সেই বিদ্বান্ ব্রাত্য যে কোন রাজার গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে, সেই রাজা যেমন কৃতকৃতার্থ হন, তাঁহার রাষ্ট্রও তেমন অবিনাশী হয়; এইরূপ কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় ব্রাত্য উপস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বলিতে হইবে, আপনি কোথায় গমন করিবেন?

এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, ব্রাত্য হইলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ জাতিই থাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় জাতিই থাকে। অতএব ব্রাত্যতায় পূর্ব্ব জাতিত্বের অপহ্নব ঘটে না—সদাচারের ব্যত্যয়ও হয় না; সুতরাং বাস্তব্য, বারেন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ীয় কুলপ্রশস্তিতে যাহাদিগকে 'করণ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, কিম্বা বিবিধ লেখমালায় যাঁহারা 'করণ' বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে মনূক্ত ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ বলাই সুসঙ্গত।

পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন, করণের ব্রাত্যতার প্রসঙ্গে ব্রাত্যকে যে শ্রুতি-প্রমাণে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা হইল—শ্রুত্যন্তরে—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে এবং মহাভারতে "ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানামন্নং দেবা ন ভুঞ্জতে" (কর্ণপর্ব্ব, ৪৪।৪৫) অর্থাৎ 'ব্রাত্যের অন্ন দেবতারা গ্রহণ করেন না' কথিত হইয়াছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কেমন করিয়া? দেবতারা'ত না পাইয়া গোঁসা করেন। কেননা শাস্ত্রে আছে 'অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ। ব্রাত্যেরা ত অগ্নি লইয়া হোম করেন না যে সেই হোমের হবি ভোজনে দেবতারা পুষ্ট হইবেন। ঐ শুনুন শ্রুতি কি বলিতেছেন—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য উদ্ধৃতেষগ্নিষধিশ্রিতেঽগ্নিহোত্রেঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ॥১ স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতি সৃজ হোষ্যামীতি॥২ স চাতিসৃজের্জ্জুহুয়ান্ন চাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ॥৩ স য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি॥৪ (অথর্ববেদ, ১৫।২।১২)

অর্থাৎ—বিদ্বান্ ব্রাত্য-অতিথি গৃহে আসিলে আহিতাগ্নিক অগ্নিহোত্র হইতে বিরত হইয়া স্বয়ং তাঁহার অভ্যুত্থান পূর্ব্বক বলিবেন,—'হে ব্রাত্য! আমাকে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অনুমতি করুন।' তিনি যদি তাহাতে অনুমতি করেন, তবে যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে নতুবা তাহাতে বিরত হইবে। যেহেতু এই প্রকার বিদ্বান্ ব্রাত্যের আগমন দ্বারাই অগ্নিহোত্রের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হয়।

অতএব দেবতারা ব্রাত্যের অন্ন খান না একথা বলার সার্থকতা থাকে না, পান না, তাই খান না। পরন্তু সব দেবতাই কি পূর্ব্বাপর দ্বিজোচিত সংস্কারে সংস্কৃত ছিলেন? ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে "ইন্দ্রো যজ্ঞঃ বিভ্রষ্ট ইতি।" (২।৩।৩১) শ্রুতি আছে। ইহা দ্বারা কি ইন্দ্রের দ্বিজোচিত সংস্কার নষ্ট হইয়াছিল, তাহা বুঝায় না? কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ব্রাত্যস্তোম প্রকরণে ১৫২ সূত্রে "যজ্ঞ বিভ্রষ্টস্য চ॥" যজ্ঞভ্রষ্টকেও ব্রাত্য বলিয়াছেন। অতএব করণ বলিলে তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিবার কোন প্রকার বিচারসহ প্রমাণ নাই; করণদেশের যে সকল ক্ষত্রিয় পিতামাতার বৈধ সন্তান উত্তর সংস্কর্ত্তার অভাবে বাস্ত অর্থাৎ যজ্ঞে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহারা বা তাহাদের সন্তানেরা সেই যজ্ঞাধিকার অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়া 'বাস্তব্য' (তত্র ভবঃ॥" পাঃ ৪।৩।৫২১ এই সূত্রানুসারে) নামে অভিহিত হয়। এবং ইহারাই যে কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় তাহাও যথাস্থানে প্রমাণ করিব সুতরাং করণবাদ এই স্থলেই উপসংহার করা গেল।

অন্ত্যজবাদ

কায়স্থজাতিকে যাঁহারা হীন প্রতিপন্ন করার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত ব্যাস-সংহিতার কতিপয় বচন আবৃত্তি করিয়া বলিয়া থাকেন—

> বর্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ ॥১০
> বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
> বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ ॥১১
> এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ ॥
> এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২
>
> ১ম অধ্যায়।

'এতগুলি নীচ জাতির সহিত যে জাতির উল্লেখ রহিয়াছে সে জাতি নীচ না ত কি? শুধুই কি নীচ? একবারে অন্ত্যজ। উহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে স্নান এবং দর্শন করিলে সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়।'

এরূপ জ্ঞান লইয়া যাঁহারা কায়স্থ জাতির অন্ত্যজত্ব প্রচার করেন, তাঁহাদের যে শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিবার আদৌ কোন শক্তি নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। পাঠক, ব্যাস-সংহিতা খুলিয়া দেখিবেন, (১)

(১) ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশ স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে ॥৫

ঋষি উক্ত সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতিত্রয়ের শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া, ৬ষ্ঠ শ্লোকে শূদ্রের বর্ণত্ব এবং তজ্জন্য তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার স্বীকার পূর্ব্বক বেদমন্ত্র, স্বাহা, স্বধা ও বষট্‌কার ব্যবহারের অনধিকারিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর ৭ম শ্লোক ও ৮ম শ্লোকের প্রথম দুই চরণে বিপ্রাদি শূদ্র পর্য্যন্ত অনুলোম বিবাহজাত সন্তানের যে মাতৃ বর্ণানুরূপ জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করণীয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর উক্ত শ্লোকের অপরার্দ্ধের প্রতিলোমজাত সন্তানেরা যে শূদ্র হইতেও হীন, তাহা বলিয়া ৯ম শ্লোকে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যেমন ব্রাহ্মণীতে শূদ্র-জনিত সন্তান ধর্ম্মবর্জ্জিত চণ্ডাল হয়। এই চণ্ডাল যে অবিবাহিত কন্যায় প্রসূত ও সগোত্রাবিবাহজাত সন্তান তাহাও ৯ম শ্লোকের অপরার্দ্ধে বলিয়াছেন। ১০ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে "চণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃত" বলিয়া বর্ণাশ্রম সমাজের চতুর্বর্ণের এবং তাহাদের অনুলোম প্রতিলোমজাত সন্তানদিগের কথা শেষ করিয়াছেন। সুধী পাঠক, একটু প্রণিধান

শূদ্রো বর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্রস্বধাস্বাহাবষট্‌কারাদিভির্বিনা ॥৬
বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥৭
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥৮
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালো ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
কুমারী সম্ভবস্ত্বেক সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

ব্যাস সংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

করিয়া দেখিবেন—ঋষি ৫ম শ্লোকে দ্বিজাতিত্রয়ের শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধর্ম্মযোগ্যতা, ৬ষ্ঠ শ্লোকে চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ধর্ম্মে অধিকার তথা বেদ-মন্ত্রাদির অনধিকার এবং ৮ম ও ৯ম শ্লোকে প্রতিলোমজাত সন্তানকে শূদ্রাধম এবং শূদ্র-ব্রাহ্মণীজ, অবিবাহিতা কন্যাজাত ও সগোত্রাজ এই ত্রিবিধজ চণ্ডালকে ধর্ম্মবর্জ্জিত বলিয়াছেন। কিন্তু বণিক্ হইতে কোল পর্য্যন্ত ষোড়শটী জাতি সম্বন্ধে আর ওসব কথা বলেন নাই; তাহারা সম্ভাষণের অযোগ্য, এমন কি দর্শনও দূষণীয় ইহাই বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে, বর্ণাশ্রম সমাজে অবৈধভাবে উৎপন্ন চণ্ডালের ন্যায় নিন্দিত ত্রিবিধ সন্তান এবং বণিক্ সনাথ চণ্ডাল দুই পৃথক্ বস্তু। বণিক্ সনাথ পঞ্চদশ জাতি ভারত বহির্ভূত এবং কতক সম্ভব চাতুর্বর্ণ্য সমাজের বহির্ভূত; এ জন্যই গ্রন্থকার তাহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণ নিষেধ করিয়াছেন এবং স্বসমাজের অবৈধ সন্তানকে তাহাদের মাতৃক্রোড়ে স্থান দিয়া তৎসহ ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়াছেন।

ব্যাসদেব যে প্রতিলোম সন্তানকে সম্ভাষণ সন্দর্শন করা, তাঁহার ধর্ম্মসংহিতায় নিষেধ করেন নাই, ইহার কারণ কি? কারণ—স্ববিরোধিতার আশঙ্কা; যেহেতু তিনিই 'ভারত-সংহিতায়' যযাতি-দেবযানীর উক্তি প্রত্যুক্তিতে বলিয়াছেন—"সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্॥ (৮১।১৯ আদি পর্ব্ব) এই বচনের দ্বারা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাহ অবৈধ নহে বলিয়াছেন। মহর্ষি ইহার পর আবার বিষ্ণুপুরাণে (৪।৪।১) একটি ঐতিহাসিক বিবরণেরও উল্লেখ করিয়াছেন—"কশ্যপদুহিতা সুমতিবিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্।" অর্থাৎ কশ্যপ মুনির কন্যা সুমতি ও বিদর্ভরাজ সুতা কেশিনী উভয়ই সগররাজার পত্নী ছিলেন। এই উভয় প্রমাণের প্রতিলোম বিবাহজাত দেবযানীর পুত্রগণ ও সুমতির

পুত্রগণ কেহই ক্ষত্রিয় জাতিত্ব ব্যতীত অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। আর হইবেই বা কেন? ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাসদেব যেমন ব্রাহ্মণের চারিবর্ণের কন্যা বিবাহের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন, তেমন শ্রুতিতেও ক্ষত্রিয়ের চারিবর্ণের কন্যা বিবাহের বৈধতা স্বীকৃত হইয়াছে।

"চতস্রো জায়া উপক্লৃপ্তা ভবতি। মহিষী-বাবাতা-পরিবৃক্তা-পালাগলীঃ। সর্বানিষ্কোঽলংকৃতা মিথুনস্যৈব সর্বত্বায়। তাভিঃ সহাগ্ন্যাগারং প্রপদ্যতে, পূর্বয়া দ্বারা যজমানোদক্ষিণায় পত্ন্যাঃ ॥" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।১।৮)

বঙ্গার্থঃ—কৃতাভিষিক্ত রাজার চারিজাতীয়া পত্নী হইবে। সবর্ণা পত্নী মহিষী, ব্রহ্মর্ষিসুতা বাবাতা, বৈশ্যাপত্নী পরিবৃক্তা এবং শূদ্রাপত্নী পালাগলী। ইঁহারা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অশ্বের সহিত যুক্তা হইবেন। ঋত্বিকের তাঁহাদিগকে লইয়া পূর্ব্ব দ্বার দিয়া এবং যজমানকে দক্ষিণদ্বার দিয়া লইয়া যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইবেন।

এই শ্রুতিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে সম্রাট্ যযাতি যে ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিম্বা মহারাজ সগর যে মহর্ষি কশ্যপ কন্যা সুমতীর পানিপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহা অবৈধ হয় নাই। ঋক্‌বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাই "ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া বাবাতা প্রাসহানাম কো নাম প্রজাপতিঃ শ্বশুরস্তৎ।" (৩,১১।১।৫) অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রিয়তরা জায়া প্রাসাহা নাম্নী বাবাতা 'ক' নামক প্রজাপতির কন্যা (ব্রহ্মপুত্রী) ছিলেন। (১) অথচ মহাভারতাদি ইতিহাসে ইন্দ্রের মহিষী পুলোমা নামক

---

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৩।১।৪।৫ মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃক্তি এই ত্রিবিধা ক্ষত্রিয়-পত্নীর উল্লেখ আছে। কিন্তু কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ক্ষত্রিয় নৃপতির অম্বা, অম্বালী, অম্বিকা ও শূদ্রা চারি পত্নীকে অশ্বমেধ যজ্ঞে নিয়োগ বিধি দৃষ্ট হয় (৮।৪।১১।১—৩) শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২৩শ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহাতেও সবর্ণা পত্নীকে মহিষী এবং মধ্যমা পত্নী 'বাবাতা' যে ক্ষত্রিয় হইতে উচ্চ বর্ণের তাহাকে 'ঊর্দ্ধমেনাম্' এই বিশেষণ

-ন্দ্রর দুহিতা শচী ; সুতরাং বাবাতা প্রাসাহা যে ব্রাহ্মণ দুহিতা তাহাতে কোন সংশয় নাই।১ এমতাবস্থায় কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে নিম্ন বর্ণের দ্বারা উত্তম বর্ণায় সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান শূদ্রাধম হইবে—তাহার সম্ভাষণ সন্দর্শন অবৈধ হইবে ? প্রাগুক্ত ঋষি এই বিধিবাক্যের প্রতি-বন্ধকতা বশতঃ সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই, এতন্নিমিত্তই চাতুর্বর্ণ্য সমাকীর্ণ ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে এক ব্যবস্থা এবং তদ্বহিরাগতদিগের সম্বন্ধে অনুরূপ কঠোর আদেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে,—বৰ্দ্ধকী সনাথ যে পঞ্চদশ জাতিকে বহির্ভারতের লোক বলা হইতেছে, তাহাদিগকে শাস্ত্রকার আবার 'অন্ত্যজ' বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় ঐ ষোড়শটী জাতি চাতুর্বর্ণ্য সমাজের বাহিরের এই শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। বস্তুতঃ সেরূপ শঙ্কা করার কোন কারণ নাই। অবশ্য বর্ণাশ্রমসমাজ প্রতিষ্ঠার পরেও বারটী জাতি যে বর্ণাশ্রম সমাজভুক্ত হয় নাই, ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদ

দ্বারা বুঝাইয়া পরিবৃক্তার বিশেষণে সকৃৎ না অর্থাৎ বৈশ্যজাতীয়া এবং পালাগলী পত্নীকে শূদ্রজাতীয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামায়ণেও দশরথের চারিজাতীয়া ৪টি পত্নীর বিষয় জানিতে পারা যায় :—

হোতাধ্বর্য্যু স্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্।
মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা ॥ ১৪।৩৫ (আদিকাণ্ড)

বঙ্গার্থ—হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুরা দশরথ মহিষীর (কৃতাভিষিক্তা রাজ্ঞীর) বাবাতা, পরিবৃত্ত্যা ও অপরা পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

জৈন পদ্মপুরাণে আছে, রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও সুপ্রভা চারি পত্নী যথাক্রমে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে চারিপুত্র প্রসব করেন। ভট্টিকাব্যের টীকাকার জয়মঙ্গল ১।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুমিত্রাকেই রাজা দশরথের অধম জাতীয়া পত্নী বলিয়াছেন।

(১) এই কলিযুগেও ক্ষত্রিয় রাজা বিম্বিসারের মহিষী সম্রাট্ অশোকের গর্ভধারিণী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দুহিতা ছিলেন 'অশোকাবদান' গ্রন্থে তাহা দৃষ্ট হয়।

বাজসনেয়ী-সংহিতায় পুরুষমেধ যজ্ঞের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় :-
"অথৈতানষ্টৌ বিরূপানলাভতেঽতিদীর্ঘং চাতিহ্রস্বং চাতিস্থূলং চাতিকৃশং চাতিশুক্লং চাতিকৃষ্ণং চাতিকুল্বং চাতিলোমশং চ। অশূদ্রা অব্রাহ্মণাস্তে প্রাজাপত্যাঃ। মাগধঃ পুংশ্চলী কিতবঃ ক্লীবো অশূদ্রা অব্রাহ্মণাস্তে প্রাজাপত্যাঃ। (৩০।২২) এই যজ্ঞে ১১টী যূপে ১৮৪টী মানুষকে পশু কল্পনা করিয়া বন্ধনের ব্যবস্থা আছে। ঐ ১৮৪টী নরপশুর মধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, মাগধ, অযোগব, পুংশ্চলূ, শৈলূষ, রেভ, রথকার, তক্ষা কৌলাল, কর্ম্মকার, মণিকার, পুঞ্জিষ্ঠ, নিষাদ, গোপ, শৌণ্ডিক, ক্ষত্তা, চর্ম্মকার, ধীবর, দাশ, বিন্দ, শৌষ্কল, মার্গব, কৈবর্ত্ত, আন্দ, মৈশাল, ভিল, কিরাত, কিম্পুরুষ, স্বর্ণকার। ইহার মধ্য হইতে বিরূপদেহ ১২টী ব্রাহ্মণও নহে শূদ্রও নহে, তাহারা প্রজাপতিরই সন্তান অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্য সমাজভুক্ত নহে, এই কথা বলা হইয়াছে।

এই শ্রুতি দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সমাজাতিরিক্ত জাতিও প্রমাণিত হইল কিন্তু উহার মধ্যে যে বিরূপদেহ বারটী প্রাজাপত্য জাতি, তাহারা এই ষোড়শটীর অন্তর্গত কিনা তাহাই বিবেচ্য। তবে যে ১৮৪টী নরপশু গৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মেদ (মুচি) কুলাল (কুম্ভকার) গোপ, দাস, কিরাত ও চণ্ডাল এই ছয়টী প্রাজাপত্য জাতীয় বলিয়া জানা যায়। সুতরাং অবশিষ্ট দশটী জাতি বর্ণাশ্রম সমাজভুক্ত কিনা ইহাই আলোচ্য।

প্রথমেই বণিক্ জাতি বর্ণাশ্রম সমাজ ভুক্ত কিনা ইহাই দেখিব। এ সম্বন্ধে "রাজনির্ঘণ্ট" নামক অভিধানে আছে—বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিকোবণিক্॥ এই বচনে 'পণি' শব্দ 'বণিক্' শব্দের দ্যোতক বৈশ্যবর্ণ বলিয়া বুঝা যাইতেছে। ঋক্‌বেদের ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে আছে "অধি বৃবুঃ পণীনাং বর্ষিষ্ঠে মূর্ধন্নস্থাৎ।" ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন— বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষাঃ।" আবার ৩২শ মন্ত্রে আছে "তৎসু নো বিশ্বে

অর্য্য আ সদা গৃণংতি কারব। বৃবুং সহস্রদাতম্ সূরিং সহস্রসাতম্।" অর্থাৎ বৈশ্যেরা এই ভূমণ্ডলে গ্রহণ করিতেই জানে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত বৃবুকে দাতাও দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষ ২।৯।১ শ্লোকে "উরব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো বিশঃ।" অর্থাৎ অর্য্যই বৈশ্য। সুতরাং তক্ষা (বর্দ্ধকী বা বাঢ়ই) বৃবুর সন্তানেরাই ভারতীয় তৃতীয় বর্ণ বণিক্ ও তক্ষণ শিল্পরায়ণ ছুতারেরা। ঋক্‌বেদের ১০।১০৮।৫ মন্ত্রে আছে—দেবদূতী সরমাকে পণিগণ বলিতেছে—"পরি দিবো অংতাস্তসুভগে পতংতী।" অর্থাৎ হে সুন্দরি! তুমি স্বর্গের পশ্চিমান্ত সীমা হইতে আসিয়াছ। উহার ৭ম মন্ত্রে পণিগণ সরমাকে বলিতেছে— "আমাদের এই সকল গাভী পণিদিগের মধ্যে যাহারা সুন্দর ভাবে গোপালনে সমর্থ (রক্ষংতি তং পণয়ো যে সুগোপাঃ) তাহারাই রক্ষা করিবে। এই প্রমাণে দেখা যাইতেছে পণিদিগেরই একশাখা গোপ (গোয়ালা)। পুরুষমেধে ইহাদিগকে প্রাজাপত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তবে, কি বর্দ্ধকী,কি পণিক (বণিক) কি গোপ বৈশ্য,ইহারা যে সকলেই দিব অর্থাৎ স্বর্গের পশ্চিমে অবস্থান করিত, তাহা জানা যাইতেছে। পরন্তু ঐ বেদের ৬।৫৩।২ মন্ত্রে বার্হস্পত্য ভারদ্বাজের প্রার্থনায় জানা যায়—তিনি পূষার নিকট জনৈক অদাতা পণিকে এখানে আসিয়া বাস করিবার ও দান করার জন্য উত্তেজনাও করিতে বলিয়াছেন। ("অভি নো নর্যং বসু বীরং প্রয়তদক্ষিণং। বামং গৃহপতিং নয়॥") সুতরাং দেখা যাইতেছে, যাহারা পণি বা বণিক্ তাহারাই ভারতীয় চাতুর্বর্ণ্য সমাজের বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত, বর্দ্ধকা—বাঢ়ই বা তক্ষা ও গোপ ভারতের উত্তর তথা স্বর্গের পশ্চিম হইতেই এদেশে আগমন করিয়াছিল, আর যাহারা বর্ণাশ্রম সমাজের বাহিরে 'প্রাজাপত্য' অর্থাৎ শুধু প্রজাপতির সন্তান বলিয়াই পরিচিত তাহাদের মধ্যে চণ্ডাল জাতির আগমনও ঐ দেশ হইতে হইয়াছে।

আমরা, মহাভারতের ১৬৫ অধ্যায়ের বর্ণিত মহর্ষি কশ্যপ-পত্নী কালার বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা ও ক্রোধশত্রু নামে পুত্রগণের 'কালকের' নামে পরিচয় পাই। অন্যত্র পশ্চিম এসিয়ার অন্তঃপাতী তাইগ্রীস্ নদীর দক্ষিণ অংশে (কশ্যপ)—কাস্পিয়ান সাগরের অদূরে Chaldæa নামে একটী প্রসিদ্ধ জাতির ইতিবৃত্ত জানিতে পারি। ক্যালডিয় জাতি যে অতি প্রাচীন ইহা Jonh Clerk Ridpath L. L. D. তাঁহার "History of the World" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাসে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"Chaldæa was used as early as the times of Abraham. The word Chaldee, Chaldæa etc., are the same as the Barbars word Khaldi" অর্থাৎ প্রাচীন কালে আব্রাহামের সময় হইতেই এদেশে যেমন শিক্ষিত সম্প্রদায় এ জাতিকে "চল্ডি" বলিত, তেমন অশিক্ষিতেরা ইহাদিগকে "কল্ডি"ও বলিত।

এতদ্ব্যতীত EncycloPædia Britanica. Vol III, P. 183. তে দেখিতে পাই "It stood on the right bank of the Tigris, midway between the greater and the lesser Zabo bend is represented by the modern Kalasherghat. It remained the Capital long after the Assyrians had become the diominant power in western Asia, but was finally supplanted by Calah."

উদ্ধৃত প্রমাণের সহিত মহাভারতীয় কালকের জাতির উৎপত্তি বিচার করিলে ইহাই মনে হয়—কশ্যপ সাগরোপকূলবর্ত্তী (বর্ত্তমান ককাশস) কালা (চালা) নগরীকেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কশ্যপ-পত্নী এবং তৎ সন্তান চণ্ডী বা কল্ডীদিগকে 'কালকের' নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এবং ইহারাই পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে "চাঁড়াল" নামে অভিহিত

হইয়াছে। আরও এককথা, মহাভারতে যেমন কালকেয় জাতির খপুরের অর্থাৎ শূন্যে অবস্থানের বর্ণনা কাছে এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই পুর ধ্বংস হইলে তাহারা নানা দিগ্‌দেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার কথা জানিতে পারা যায়, তেমন পশ্চিম এসিয়ার অসুর জাতির প্রাচীন ইতিহাস পড়িলেও বাবিল্যাণ্ডের শূন্যোদ্যান কল্‌ডীয় জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি, ইহাও জানা যায়; অধিকন্তু এই রাজ্য ধ্বংস হইলে পলায়ন কালে যাযাবরের ন্যায় থাকিত বলিয়া গ্রীকগণ সেই যাযাবরদিগকে Nomas—'নমঃ' কেহ বা Nomadas 'নমোদাস' বলিত; এদেশে চণ্ডালেরাও—'নমঃ' ও 'নমোদাস' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকে।

শব্দতত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন ভাষায় শব্দ রচিত হইলেও সংস্কৃত ভাষার চণ্ডাল বা কাঁড়াল, আসিরিয় ভাষার চল্‌ডীয় বা কল্‌ডীয় শব্দের মূল প্রকৃতি একই প্রকার। Chaldee চল্‌ড়ি সংস্কৃতে চড়ি বা চণ্ডী ধাতুর অর্থ একই ভাবে ক্রোধ প্রকাশক। অন্যদিকে পাণিনি ব্যাকরণের "বিভাষা চেঃ।" (৭।৩।৫৮) সূত্রে 'চি-ধাতোঃ চকার-স্থানে চ ক কারাদেশো বিকল্পেন ভবতি। চি-চিচীয়তি, চিকীষতি, নিশ্চিচায়, নিশ্চিকায়।' চ স্থলে ক হওয়ার নিয়ম থাকায় সম্ভবতঃ সংস্কৃত চাড়াল ও কাড়াল এবং আসিরীয় ভাষায় চল্‌ডীয় ও কল্‌ডীয় শব্দ হইয়াছে। ফলতঃ চণ্ডাল জাতিও যে ভারতের পশ্চিম কশ্যপদেশ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ এই ভাবে বহির্ভারত হইতে ব্যাসদেব কথিত ষোড়শটী জাতি আগমন করাতেই উহাদিগের সকলেই অন্ত্যজ বলিয়াছেন এবং অন্ত্যজ হইলেও যে উহারা নিকৃষ্ট যোনিজ তথা অমেধ্য—নিন্দিত অন্নগ্রাহী নহে, "এতে হন্ত্যজা সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ" বাক্যের দ্বারা এইরূপ অনুমান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ প্রশ্ন পাঠকগণ করিতে পারেন, ঋষির তাহা হইলে ঐ ভাবে মেধ্য-

ভোজীদিগকে অন্ত্যজ বলিবার অভিপ্রায় কি? এখানে ঋষির অভিপ্রায় বেশ স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে; ইহারা কোন্ দিগ্‌ভব জাতি অর্থাৎ বহির্ভারতের কোন দিগ্ বিশেষ হইতে আগত? কারণ গ্রন্থকর্ত্তা প্রথম চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা, তৎপর অনুলোম সন্তানের কথা এবং সর্ব্বশেষে প্রতিলোম সন্তানের বর্ণনায় একবারে উচ্চ হইতে সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট জাত সন্তানের কথা বর্ণনা করায়, আর অন্যভাবে নিকৃষ্ট জাতির বর্ণনার অবসর নাই; এজন্যই বহির্ভারতাগত ষোড়শটী জাতিকে 'অন্ত্যজ' বলিয়াছেন। ওই ভাবে ঐ ষোড়শটী জাতির সংজ্ঞা করিবার হেতু এই যে, অমরকোষে ৩।৮১ আছে—'অন্ত্য পাশ্চাত্য পশ্চিম্" অর্থাৎ 'অন্ত্য' শব্দে পাশ্চাত্য ও পশ্চিম দেশ বুঝায়, সুতরাং "তত্র ভবঃ" এই পাণিনি (৪।৩।৫৪) সূত্রানুসারে পশ্চিম ভারতের অন্ত্যদেশে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারা 'অন্ত্যজ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

'অন্ত্যজ' শব্দের যদি এই প্রকার ব্যুৎপত্তি না করিয়া হলায়ুধের মতানুসরণ করা যায়, তাহা হইলে পুনরায় উহাদিগকে শূদ্রই বলিতে হয়, তাহাতে ঋষির দ্বিরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে; যদি মেদিনীকরের মত গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও শেষোৎপন্ন অর্থাৎ ঐ শূদ্রই আসিয়া পড়ে। আর যদি প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের মত অনুসরণ করাযায়, তাহা হইলে, ওই ষোড়শ জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিতে হয়। কিন্তু ঐ জাতিসমূহকে 'ম্লেচ্ছ' বলিতে পারা যায় না, কারণ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ম্লেচ্ছের যে লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

গোমাংস খাদকোযশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন, আমি যে ষোড়শটী জাতিকে অন্ত্যজ বলিলাম, ইহারা কেহই গোখাদক নহে। সুতরাং ঐ ষোড়শ জাতির প্রতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব প্রণেতা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের লক্ষণাও খাটে না। অতএব আমি যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাই পণ্ডিত-সমাজে, সুধী পাঠকগণের আদরণীয় হইবে, ইহাই আমার আশা হইতেছে।

যাঁহারা এই প্রকার অর্থ করিতে পারেন নাই, প্রয়োগের রহস্য উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারা বিভ্রমে পড়িয়া নানাপ্রকার অবান্তর কথাই উপস্থিত করিয়াছেন। অতঃপর সেই অবান্তর আলোচনার সমালোচনা করিয়া অন্ত্যজ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করা যাইতেছে।

অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকগণ ব্যাস-সংহিতার ১।১০ শ্লোকের বণিক্‌প্রমুখ জাতির বিশেষণে—'অন্ত্যজ' শব্দের আরোপ থাকায়, প্রয়োগের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন "মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতায় আলোচ্য বচনটী প্রক্ষিপ্ত, যেহেতু হস্তলিপিতে উহার অন্যরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

'বণিক্ বিরাটকায়স্থ মালাকার কুটুম্বিনঃ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ শূদ্রাঃ ভিন্নাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।''

অর্থাৎ বণিক্, বিরাটকায়, মালাকার ও কুটুম্বিন, ইহারা এবং অন্য বহু শূদ্র স্বকর্ম্মদ্বারা পৃথক্।"

এই শ্লোকের প্রতিকূলে বক্তব্য এই—মুদ্রিত পুস্তকের শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, অমুদ্রিত হস্তলিপির শ্লোক প্রক্ষিপ্ত যে নহে তাহার প্রমাণ কি? আমার ত মনে হয়, অমুদ্রিত হস্তলিপির শ্লোকটীর মধ্যেই দুষ্টজনের দুরভিসন্ধি স্থান পাইয়াছে। কারণ—মুদ্রিত ব্যাসে যে সকল জাতির নাম করা হইয়াছে, উহার প্রায় সকলকেই সর্ব্বসাধারণে জানে, মাত্র বরাট ও আপাপ জাতির পরিচয় অনেকে জানে না। কিন্তু বরট (বরলী) যাহারা 'মধু'র

ব্যবসায় করে, ইহাদিগকে বোধহয় অনেকেই চিনেন এবং আশাপ' যে যজুর্ব্বেদের ১৬।২৭ মন্ত্রের 'আশাব' জাতি তাহাতে বস্তুবতঃ কেহ দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু অমুদ্রিত পুস্তকের 'বিরাটকায়, জাতির কি কেহ সন্ধান দিতে পারেন ?

এই ত হইল সাধারণ আপত্তি ; তৎপর যাঁহারা মুদ্রিত ব্যাস-সংহিতায় আলোচিত বচনের প্রক্ষিপ্ততা প্রচার করেন, তাঁহারা যে আবার বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের নং ৮৩৪ ই: পৃষ্ঠার যাজ্ঞবল্ক্য-নিবন্ধে অপরার্কধৃত নিম্নের ব্যাস বচনটী উপস্থিত করেন, তাহা কোন্ সাহসে করেন ? ঐ বচনটী এই—

"রাজ্ঞা তু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহ-লেখকঃ।
তাম্রপত্রে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্ ॥
স্থানং বংশানুপূর্ব্বীচ দেশং গ্রামমুপাগতম্।
ব্রাহ্মণাংস্তু তথৈবান্যান্ মান্যানাধিকৃতাল্লিখেৎ ॥
কুটুম্বিনোহথ কায়স্থ-দূত-বৈদ্য-মহত্তরান্।
মেদচণ্ডাল পর্য্যন্তান্ সর্ব্বান্ সম্বোধয়ন্নিতি ॥"

'অর্থাৎ—সন্ধিবিগ্রহ লেখক স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তামার পাতে অথবা কাগজে রাজশাসন লিখিবেন। স্থান, আনুপূর্ব্বিক বংশ, দেশ, গ্রাম এবং সমুপাগত ব্রাহ্মণগণ ও অন্য সম্মানিত অধ্যক্ষগণ, পোষ্যবর্গ অর্থাৎ কায়স্থ, দূত ও বৈদ্য প্রভৃতি শূদ্রগণকে এমন কি মুচি চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই সম্বোধন করিয়া লিখিবেন।'

চিন্তাশীল পাঠক, দেখিবেন, মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় যে, 'কায়স্থ' আছে এবং তাহার বিশেষণে 'অন্ত্যজ' শব্দ আছে, এখানে অমুদ্রিত ব্যাস যাহা অপরাদিত্য যাজ্ঞবল্ক্য-নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও কায়স্থের উল্লেখ

আছে এবং সে কায়স্থের বিশেষণে 'মহত্তর' অর্থাৎ শূদ্রও রহিয়াছে। ঋষিগণের একটী রীতি ছিল এই যে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভে বা প্রতিজ্ঞাবাক্যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপষ্টম্ভে তাহার আলোচনা এবং শেষে গ্রন্থের উপসংহার বা শেষ করিতেন। মুদ্রিত ব্যাসের আরম্ভ বাক্যেই কায়স্থ আছে। অপরাদিত্য যে বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন, উহা যাজ্ঞবল্কের ব্যবহার অধ্যায় অর্থাৎ গ্রন্থের মধ্যভাগের। এমতাবস্থায় বলিতে হইবে নাকি মুদ্রিত ব্যাস-বচনই প্রকৃত এবং অমুদ্রিত গভর্ণমেণ্ট সংগৃহীত ব্যাস-বচনই প্রক্ষিপ্ত? যেহেতু তাহাতে কায়স্থ কথা নাই। আরও এককথা – মুদ্রিত ব্যাস কায়স্থের বিশেষণে 'অন্ত্যজ'এবং অপরাদিত্যের ব্যাস কায়স্থের বিশেষণে 'মহত্তর' অর্থাৎ শূদ্র বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারা কি ইহা উপলব্ধি হয় না যে ভারতের পশ্চিমাস্ত্য শূদ্রদেশ হইতে এই কায়স্থ প্রমুখ জাতি আগমন করিয়াছিল? ১ হাঁ, তাহাই স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা শূদ্রবর্ণ স্বীকার করিলে বৈদ্য, দূত ও কায়স্থের বর্ণ নির্ব্বাচনে ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হইবে। কারণ মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে, মহারাজ্ঞী কুন্তী বাসুদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতা অবৃত্ত্যা তাত পীড়িতাঃ।" (১৩।২।২৭) এতদুপরি মহামতি নীলকণ্ঠ যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতেই বিষয়টী বিশদীকৃত হইয়াছে; তিনি বলিয়াছেন—"এতৎ মদ্বাক্যং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মযুক্তং অধর্ম্মং বা জন্মনৈব স্বভাবত এব অভীজায়থা অভিজানীষে হে কৃষ্ণ! তে তু পাণ্ডবাস্তু বৈদ্যাঃ বিদ্যাবন্তঃ।" এখনও চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে

(১) ভারতের পশ্চিমে শূদ্র দেশ ও অসুর দেশ যে একই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেদৃষ্ট হয় "দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ আসুর্য্যঃ শূদ্রঃ।" (১।২।৬।৭) অর্থাৎ দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং অসুর শূদ্র হইয়াছে। অথচ ঠিক অসুরেরাই যে শূদ্র বর্ণ ইহা ঐ শ্রুতিকে পাওয়া যায় না। তবে প্রকৃত শূদ্র কাহারা? তাহা ঐ শ্রুতিতেই "অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎশূদ্রা ৩।২।৩।১) বিবৃতি করিয়াছেন। অাৎ অসৎ হইতেই প্রকৃত শূদ্র সম্ভূত হইয়াছে।

বিদ্বান্ কায়স্থগণ সাধারণে 'বৈদ্য' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এখানেও দেখা যাইতেছে পাণ্ডব ও কৃষ্ণ উভয়ই ক্ষত্রিয়বর্ণ জাত অথচ কুন্তীদেবী তাহাদিগকে বৈদ্য বলিতেছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে রাজপোষ্য বৈদ্যও শূদ্রদেশীয় ক্ষত্রিয়।

উদ্ধৃত বচনে 'বৈদ্য' শব্দের পূর্ব্বে 'দূত' শব্দ রহিয়াছে, প্রাচীন ভারতের হিন্দুরাজগণ কিরূপ ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিতেন, তিনি কোন্ জাতীয় হইতেন, উচ্চ কি হীনবর্ণ প্রসূত তাহাই আলোচনীয়। দূত নিয়োগ সম্বন্ধে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"কুলীনঃ কুলসম্পন্নো বাগ্মীর্দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
যথোক্তবাদী স্মৃতিমান্ দূতঃ স্যাৎ সপ্তভির্গুণৈঃ॥"

মহাভারত, ১২।৮৫।

শ্লোকের "কুলীনঃ কুলসম্পন্ন" শব্দ প্রয়োগে বিখ্যাত আর্য্যবংশসম্ভূত সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দূত নিয়োগ করিতে বলিতেছেন। এই বচনে উচ্চ জাতিই বুঝা গেল, কিন্তু কোন্ বর্ণের তাহা বুঝা গেল না। এ সম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানধৃত মৎস্যপুরাণের বচনে আরও বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাষাবিশারদঃ।
শক্তঃ ক্লেশসহো বাগ্মী দেশকাল বিভাগবিৎ॥
বিজ্ঞাত দেশকালশ্চ দূতঃ স্যাৎ স মহীক্ষিতঃ।
বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ॥"

এই শ্লোকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে 'রাজদূতের জাতি ক্ষত্রিয় হওয়া চাই' ইহা "দূতঃ স্যাৎ স মহীক্ষিত" বাক্যে দূতের ক্ষত্রিয় জাতিত্বের আর

সংশয় থাকিতেছে না। অমরকোষ ২।১ শ্লোক 'মহীক্ষিতঃ' শব্দের অর্থ ক্ষত্রিয়ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব রাজবৈদ্য ও রাজদূত যদি ক্ষত্রিয় হয় * তবে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন? সুতরাং "কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থ-দূত-বৈদ্য-মহত্তরান্" এই পদের 'অথ' শব্দের অর্থ অনন্তর এবং 'মহত্তর' শব্দের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ 'মহৎ' শ্রেষ্ঠ তদুপরি 'তর' প্রত্যয় সহযোগে শ্রেষ্ঠের মধ্যেও বিশেষ—শূদ্রদেশ হইতে আগতগণের মধ্যে মুখ্য এই অর্থ গ্রহণ করিয়া, কুটুম্বিনঃ—পোষ্যবর্গ, তৎপর শ্রেষ্ঠতর রাজ-পুরুষ কায়স্থ, দূত, বৈদ্য এমন কি—নীচ মেদ, চণ্ডাল প্রভৃতিকেও সম্বোধন করিয়া লিখিবেন। অতএব 'কায়স্থ' শব্দের বিশেষণে 'অন্ত্যজ' থাকায়ও যে কায়স্থ হীনযোনিজ নহে সমান শব্দযোগে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব ও অন্ত্যজ শব্দ দ্বারা তাহার পাশ্চাত্ত্য জাতিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, ইহা বিচারকুশল পাঠক মাত্রই স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় কায়স্থের অন্ত্যজত্ব সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন করেনা, শুধু অপর মতগুলির মীমাংসা করত তাহার প্রকৃত বর্ণ নির্দ্দেশ করাই সমীচীন; এমনাবস্থায় 'অন্ত্যজবাদে'র আলোচনা এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল।

---

* বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতিত্বের দাবী করিতেছেন, তাঁহারা যেন "বান্দৃগ্‌ব্রাহ্মণো ভবতি ।।১ ন বণিক্ কুসীদজীবী ।।২ যে চ শূদ্রপ্রেষণং কুর্ব্বন্তি ।৩ ন স্তেনো ন চিকিৎসকঃ ।।"৪। ৩য় অধ্যায়, বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রের এই ৪র্থ সূত্রটীর কথা মনে করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির দাবী করেন। চিকিৎসক সম্প্রদায় কখনও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না

কাহতানবাদ

অধুনা ইংরাজী চর্চার ফলে কচিৎ কেহ ভাষান্তরিত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আরব জাতির পূর্ব্ব পুরুষ 'কাহতান' নামক ব্যক্তি হইতে 'কায়স্থ জাতির' আগম নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করিতেছেন। এই প্রকার উদ্যমশীলের সযত্ন অধ্যাহৃত যে প্রমাণ, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা যাউক। সেই প্রমাণটী এই :—

"The Arabians were for some centuries under the government of the descendents of Kahotan ; Yarab one of his sons founding that kingdom of Yaman and Jorham and another that at Hezaj"

উদ্ধৃত প্রমাণে বুঝা যাইতেছে, কহোতন পুত্র ইয়ারাব হইতে "যমন" রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কোন বিষয়ের সত্যতা স্থাপন করিতে হইলে মাত্র একটী বিজাতীয় অনুবাদ দ্বারা সে সিদ্ধান্ত করা যায়না ; তাহাকে সমর্থনের নিমিত্ত সেই মূল ভাষার শব্দটীর প্রকৃত উচ্চারণ এবং পারি-পার্শ্বিক প্রমাণাবলী দ্বারাও সমর্থন করিতে হয়।

উক্ত প্রমাণে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় 'Yaman' শব্দটী আরবীয় ভাষায় 'আইন্ + মিন্ + নুন্' = তিনটী অক্ষরের সমবায়ে "ইয়ামন্" বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং G. Sale কোরাণের ঐ প্রকার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আদৌ ঠিক হয় নাই এবং তদুপরি নির্ভর করিয়া 'ইয়ামন্' রাজ্যের অন্তর্গত কহোতন প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বা কহোতনের সন্তানদিগকে

কায়স্থ নির্দ্দেশ করা সমীচীন নহে। 'কহোতন' বা 'কাহ্‌তান্‌' কথাটাও আরবীয় নহে,—আরবীয় ভাষায় ঐ শব্দটী "একতান্‌" এবং হিব্রু ভাষায় 'জোক্তান্‌" বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে।

সত্যবটে আরবদেশে 'কাহ্‌তান' নামে একটী জনপদ আছে এবং জগতের প্রায় সকল ভাষাতেই জনপদের অধিবাসীদিগকে তজ্জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা যায়। কিন্তু 'কাহ্‌তান' প্রদেশের কাহাকেই রুষিয় প্রুশিয়; ভারতীয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় স্বদেশের নামে আপনাদিগকে পরিচিত করে এইরূপ জানিতে পারাযায় না। যদি নিজ পরিচয়ে দেশের পরিচয় না দিয়া তদ্দেশীয় তজ্জাতি বলিয়া গৌরব করিবার অধিকার থাকিত, তবে মহাভারতীয় ২।৫২।১৪ শ্লোকের 'কায়ন' দেশ তথা জেন্দ অবস্থার যশ্ন ৯।১৮ এর Kayoyan বা 'পহ্লবী ভাষার' 'কায়ন' বলিয়া যে রাজগৃহ আছে, তথাকার অধিবাসীদিগকেও 'কায়স্থ' বলা যাইত; বস্তুতঃ এই সমস্ত স্থানের কেহই আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া আত্ম পরিচয় দেয় নাই, এজন্যও কহোতনের সন্তান বা তদ্দেশবাসীকে কায়স্থ বলা যাইতে পারে না।

একথাও যদি কেহ বলে কি কাহ্‌তান্‌, কি কায়ন্‌ দেশের কেহ হয়ত অস্মরণীয় কালে ভারতে আগমন করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না কাহতান্‌ বংশধর বা কায়ন্‌ দেশের কেহ আসিয়া কায়স্থ হইয়াছেন কিনা। তবে ইহা সত্য যে, দেশপ্রসিদ্ধনীতি অনুসারে হয় কাহতানের সন্তান নয়, কায়নদেশের অধিবাসীকে কায়স্থ বলিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, বর্ত্তমানে যেমন তদ্দেশবাসী, কি তৎসন্তান কেহ কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দেয় না বরং মোগল বংশের গোত্র-পুরুষ জেঙ্গিস্‌ খাঁ বা তাঁহার বংশধরগণ মোগল নামে বংশ ও

জাতির পরিচয় দিয়াছেন তখন আর কেমন করিয়া বলিব ঐ সকল নাম হইতে 'কায়স্থ' শব্দের আগম হইয়াছে।

কায়ন্ বংশীয় জেঙ্গিস্ খাঁ, যাঁহার উত্তর পুরুষ সম্রাট্ আকবর শাহ, তিনি, যে কিরূপ ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, আমি মহামতি টডের "রাজস্থান" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস হইতে এস্থলে সেইপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিলাম।

'Mogul was the name of the Tatarian patriarch. His son was Ogz, the founder of all the races of those northern regions, called Tatars and Mogul.

Ogz, or Oguz, had six sons, first Kiun. 'the sun,' the Surya of the Puranas : secondly, Ay, 'the Moon,' the Indu of the Puranas.

El Khan (Ninth Ay) had two sons : first, Kaian ; and secondly Nagas ; whose descendents peopled all Tartary.

From Kaian, Jungeez Khan claimed descent.

Vol 1. Chap. VI. P. 43-44.

Lt. Col. J. Tod, 2nd Edition, Rajasthan.

বাঙ্গার্থ ;—তাতারীদিগের আদি পুরুষের নাম মোগল। ইঁহার পুত্রের নাম ওগজ। ইনি মোগল এবং তাতার নামে পরিচিত উত্তর দেশস্থ সমগ্র জাতির মূল পুরুষ।

ওগজের ছয় পুত্র ছিল। প্রথম পুত্রের নাম কিউন, ইনি পুরাণ-বর্ণিত সূর্য্য। দ্বিতীয় পুত্রের নাম আয় ইনি পুরাণোক্ত ইন্দু বা চন্দ্র। এল খাঁর (উক্ত আয় বা চন্দ্রের নবম পুরুষ) দুই পুত্র ছিল। প্রথম

পুত্রের নাম কায়ন্, দ্বিতীয় পুত্রের নাম নাগস্ ইঁহাদের বংশধরগণই সমগ্র তাতার রাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

জেঙ্গিস্ খাঁ কায়নের বংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন।

উক্ত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, নাগসের সন্তানগণ—ট্যাক বা তাতারীয় নামে পরিচিত হইয়াছিল। আর ঐ যে 'কায়ন্' যাঁহার বংশে সুবিখ্যাত জেঙ্গিস্‌খাঁ এবং যাঁহার অধস্তন সন্তান সম্রাট্ আকবরশাহ, তাঁহারা কেহই কায়ন বলিয়া জাতির পরিচয় দেন নাই—যখন তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, তখনও মোগল বলিয়াছেন, যখন মুসলমান তখনও মোগল বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে নামসাদৃশ্য লইয়া জাতি অবধারণ করা যায় না। তাহার সন্তানেরা তন্নামে পরিচয় দেয় কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। সেরূপ পরিচয় যদি না থাকে তবে তাহাদিগকে তজ্জাতি বলা যাইতে পারে না।

আরবের প্রাচীন ইতিহাস পড়িলে জানিতে পারা যায়, কহোতন (জোক্তান বা একতানের) ত্রয়োদশটী পুত্র ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব নামে আপনাপন বংশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুত্রদিগের নামও এইস্থলে দেওয়া গেল। যথা ;—ইয়ামন, ইয়ারব, মুদাদ, সলফ, হজর-মউস্, হাদ-ওরাম্ আউজদাল, একলাল, ওবাল, আবিমায়েল, সবাহ, আউফব ও রহ। সুতরাং 'কাহতান' হইতে 'কায়স্থ' শব্দের আগম হইয়াছে, এ কল্পনা নিতান্তই ভ্রম-প্রমাদ বিজড়িত, এজন্য এ মত পরিত্যাগ করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য।

আরও এক কথা, ঐ যে G. Sale সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া কাহতানের পুত্র 'ইয়ারব' হইতে আরব' দেশের এবং "ইয়ামন্" হইতে যমরাজ্যের উৎপত্তি কথা লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা কতদূর অনৈতিহাসিক অদূরদর্শীতা ব্যঞ্জক Sale সাহেবের কথাতেই পাঠক তাহা বুঝুন। George Sale কোরাণের অনুবাদে 'Preliminary discourse' P. 10

এ স্পষ্টই বলিয়াছেন 'প্রাচীন কাল হইতে Chaldæan লেখকেরা এই আরব জাতিকে পূর্ব্বদেশীয় Sarasens জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। পরন্তু কাহতানের সন্তানগণ আরব দেশের প্লাবনের পর কতক Moses এর আশ্রয়ে Ethiopia এবং অধিকাংশ Egypt এ গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের পথে কেহই গমন করেন নাই।

বাঙ্গালায় অনুদিত আরব ইতিহাসের ২য় অধ্যায়েও লিখিত আছে, কাহতানের পুত্রগণের মধ্যে ইয়ারব কর্ত্তৃক ইয়ামান্ রাজ্য ও জরহাম কর্ত্তৃক জরহাম রাজ্য স্থাপিত হয়। ইয়ামান্ রাজ্য কাহতান বংশীয়দিগের দ্বারা শাসিত হইলেও তাঁহারা পূর্ব্বতন শাসকদিগের—হাসিয়ার বংশীয়-দিগের "টোব্বা" উপাধি ধারণ করিতেন। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ামন্ প্রদেশে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হয়, তাহাতে দেশের অধিবাসীবৃন্দ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া হিরাঘানান্ রাজ্যে গিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, মহারাজ সগর-নির্জ্জিত যে সকল ক্ষত্রিয়-সন্তান সুদূরদেশে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, শূরসেনদেশীয় সেই সকল ব্যক্তিই ক্যালডিয় লেখকের দ্বারা 'সারাসেন' নামে অভিহিত হইয়াছিল। আর ঐ যে মোসেজের আশ্রয় লওয়ার কথা আছে, মোসেজ্ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর লোক, তৎকালেই ভারতের প্রাচীন নীতি-বিদ্ চাণক্য অর্থ শাস্ত্রে ও সত্যসন্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁহারও সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারতে যে শুক্রনীতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শুক্রনীতিতে 'কায়স্থের' উল্লেখ রহিয়াছে, পরন্তু ইহা অপে-ক্ষাও প্রাচীনতর শতপথ-ব্রাহ্মণে কায়স্থের এক বিশেষ অঙ্গ 'করণ'-দিগের ব্রাত্যতা পরিহার করিয়া 'বাস্তব্য' আখ্যা প্রাপ্তির ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কাহতানকে কায়স্থের পূর্ব্বতন বলা প্রমাদ-কল্পনা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

আর ঐ যে আরবদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লোহিত সাগরের সান্নিধ্যে মরু-পরিবেষ্টিত ইয়ামন্ দেশ, যাহাকে আরবেরা তাহাদের আদি নিকেতন বলিয়া থাকে, উহা কখনই যমরাজ্য হইতে পারে না। Encyclopædia Britanica পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় Hebrew ভাষার "Ari" শব্দ হইতে আরব নামটী গ্রহণ করা হইয়াছে। Hebrew ঐ 'Arr' ধাতুর অর্থ মরু। আরবের অন্তঃপাতী হেজাজের যে অংশে ঐ ইয়ামন্ দেশ তাহা নদীহীন না হইলেও মরু ও পর্ব্বত সমাকীর্ণ। অথচ যমরাজ্যের বর্ণনা প্রাচীন জেন্দ-অবস্তায় কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—পাঠক একবার তাহা দেখুন।

"The seat of Gods and heroes where there is neither sickness nor death, frost nor heat as is the case in the realm of Jima."

Bleek's Avesta. P. 9.

অর্থাৎ এই স্বর্গীয় ভূমি এবং যে গৌরবময় স্থলে জরা, মৃত্যু, শীত, গ্রীষ্ম নাই, ইহা সেই যমের রাজ্য।

আর আমাদের বেদ বলিতেছেন ;—

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধি ** ॥

ঋক্, ৯।১১৩।৮

বঙ্গানুবাদ—যেই স্থলে বৈবস্বত রাজা আছেন, যে স্থান তাঁহার অবরোধ অর্থাৎ কারাগৃহ ও স্বর্গের দ্বার আছে, সেইস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে সেই অমৃতলোকে—Sanatorium এ লইয়া যান।

এই বেদ-প্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বৈবস্বত যমের রাজ্য বড় বড় নদীর দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। সেই স্থল অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; জরা, মৃত্যু তথায় ছিল না। এই দুই প্রাচীনতম পুস্তকের প্রমাণে ইয়ামন দেশকে যম-নিবাস বলিতে বিরোধ উপস্থিত হয়,সুতরাং ঐমত ত্যাগ করাই সমীচীন।

অতঃপর ভারতীয় নীতি লইয়া কায়স্থের জাতিত্বের বিচার করা যাউক, যেহেতু কায়স্থ এই ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে ইহার অস্তিত্ব মিলে না। ভারতীয় মনীষীবৃন্দ জাতির লক্ষণা এইরূপ করিয়াছেন যে "সমানপ্রসবাত্মিকাজাতি।" (ন্যায়সূত্র ২।২।৭১) ইহার ভাষ্যে মহামনা বাৎসায়ন বলিতেছেন, "যা সমানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিন্নেষধিকরণেষু যয়া বহূনীতরেতরেতো ন ব্যাবর্ত্তন্তে যোঽর্থোঽনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তিনিমিত্তং তৎসামান্যম্। যচ্চ-কেষাঞ্চিদ্ভেদং কুতশ্চিদ্ভেদং করোতি তৎসামান্যবিশেষো জাতিরিতি।"

ফলিতার্থ:—যাহা বিভিন্ন অধিকরণে সমান বুদ্ধি জন্মায় অথচ যাহা অন্যান্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় না এবং যাহা অনেক সমবেত তাহাই জাতি। যাহার কোথায় কিছু ভেদ আছে, তাহার সমবায়ী সম্বন্ধ ঘটিলে বিশেষ জাতি হয়।

বেদান্ত পরিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, "ব্যক্তি র্ন জাতি" অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রে জাতি হয় না। জাতি বহুর সমবায়ে একধর্ম্মী এককর্ম্মী হওয়া চাই, সুতরাং কাহতানের যখন দ্বিতীয় নাই—এমন কি তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যেই যখন সমানভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, তখন তাহা হইতে কায়স্থ জাতি কল্পিত হইতে পারে না। এজন্য 'কাহাতানবাদ' অসমীচীনতা প্রযুক্ত এই স্থলে পরিত্যাগ করিতে হইল।

আরও একটা বক্তব্য এই যে, লিপি-বিদ্যার জনক কায়স্থ-জাতির আদিগেহ আরব নির্দ্দেশ করা কতদূর অদূরদর্শীতা ও অনভিজ্ঞতার

পরিচায়ক তাহা ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে যে, যে পাশ্চাত্ত্য দেশে সুমারী জাতিই প্রথম লিপিবিদ্যার প্রচারক, মোহাঞ্জো-দাড়োর ভূগর্ভোত্থিত ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনমালায় তাহার সেই প্রাচীনতার গৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছে—সুমারী জাতি হইতেও যে ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনতম, উদ্ধৃত লিপিমালায় তাহা প্রদর্শন করিতেছে।

কথাটা আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে ;—সম্প্রতি পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেজর উলির গবেষণার ফলে প্রকাশিত হইয়াছে—'আব্রাহামের জন্মভূমি প্রাচীন উরনগরে খ্রীষ্ট পূঃ ৪৭২৫ অব্দের বৃষোপাসক জাতির একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহারই অদূরে টেল-এল্-ওবিদ নগরে 'নিন্-হার্-সাগ' নামে যে মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ মন্দির-গাত্রের শিলালেখ পড়িয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, তত্রত্য রাজা অণিপদ্ম খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দে জল দেবীর উদ্দেশ্যে এই মন্দির উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ককেশীয় জাতীয় সুমেরিয়ান্‌গণ সম্ভবতঃ এই সময়ই ভারত হইতে এদেশে আগমন করে—ইহারাই এদেশের সেমেটিক অক্ষরের প্রবর্ত্তক।' * এদিকে ভারতীয় পুরাবস্তু বিভাগের

---

* প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ Sir William Jones সাহেবের আরব সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রাক্ ইস্‌লামিক যুগে আরবীয়েরা শবীয় ধর্ম্মী ছিল। সূর্য্য ও নক্ষত্রের উপাসনা করিত বলিয়া তাহারা 'শবীয়' নামে অভিহিত হইত। ইহাদের মন্দিরাভ্যন্তরে সংস্কৃত লিপিতে তাহা বর্ণিত আছে। সাধারণকে উহা দেখিতে দেওয়া হয় না। ঐ যে শবীয় ধর্ম্ম উহা সুমেরদিগের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত।

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি-আই-ই এই সুমারী জাতিকে প্রাচীন ভারতের সৌবীর জাতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সৌবীরেরা সিন্ধু প্রদেশে বাস করিত এবং অসুরদিগের সহিত বৈবাহিক

ডাইরেক্টর জেনারেল সার জন মার্শাল সিন্ধুনদের উপত্যকায় মোহা-ঞ্জোদাড়ো ও ইরাবতী নদীতীরের হরপ্পা নগরীর ভূগর্ত্ত উত্তোলিত অট্টালিকা দেখিয়া, তাহা বেদে বর্ণিত প্রাচীন অসুর জাতির কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তথায় যে লিখন পাওয়া গিয়াছে, যদিও এ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই, তবুও অনুমান করিয়াছেন, এই লিপি খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৬০০০ বৎসরের পূর্ব্বতন হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন—সিন্ধুর এই পঞ্চ নদীর উপত্যকায় ৩।৪ হাজার মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই সমস্ত পুরাতন বস্তু আছে। এই বিবরণটী ইং ১৪।৩।২৬ তারিখে Statesman প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে,—ইহাতে এ দেশ ও পাশ্চাত্যদেশের সকল প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে।

ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ অসুরেরা যমরাজাকে 'যিম-ক্ষয়েত' বলিত, সেই যিমক্ষয়েত বা যমরাজার রাজ্যও এই ৩।৪ হাজার মাইল স্থানের মধ্যেই ছিল; সেই ক্ষয়েত—ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ জাতির দ্বারাই এই রাজকীয় লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই স্থানেই—পুষ্করেই ব্রহ্মা অক্ষর প্রথম দেখেন, সুতরাং পাশ্চাত্ত্য-বর্ণ-ব্যঞ্জক সুমারী বা সৌবীর জাতি হইতেও দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ক্ষয়েত বা কায়স্থের দ্বারা ভারতীয় লিপি প্রচার ছিল, ইহার ইঙ্গিত করিতেছে,* এমতাবস্থায় কাইতান হইতে কায়স্থ স্বীকার কিছুতেই করা যায় না।

সম্পর্ক করিত তাহা ঋক্‌বেদেও দৃষ্ট হয়। ফলতঃ স্যার উইলিয়াম্ জোন্‌স্, অধ্যাপক [illegible] ইঁহারা উভয়েই শামবেশে (সেমিটিক ভূখণ্ডে) সুমারীদিগের গমন খ্রীষ্টের পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিতেছেন না।

সংশয়বাদ

মহান্ সংশয় উপস্থিত। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী, তাঁহারা শাস্ত্র-কথিত জাতি ব্যতীত আর কিছু মানিতে চাহেন না। আবার যাঁহারা পাশ্চাত্যা-লোক প্রাপ্ত তাঁহারা প্রায়শই বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের আর্য্য জাতিসমূহের আদি-গেহ মধ্য-এসিয়ায় অবস্থিত হিন্দুকুশ-পর্ব্বতমালার পাদমূল। এই উভয় পক্ষের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা বহুকাল হইতে সমান-ভাবেই চলিতেছে। ফলে মীমাংসা কিছুই হইতেছে না। এই গ্রন্থের আলোচ্য কায়স্থজাতি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক প্রকার মতবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহা খণ্ডিত হইয়াছে, সম্প্রতি কোন কোনও অনু-সন্ধিৎসুর মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতির আগম ব্রাহ্মণ হইতে বা? কারণ প্রাচীনকালে উৎকীর্ণ শাসনাবলীর অনেকত্র দৃষ্ট হই-তেছে, বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যে যে সকল পদবী প্রচলিত আছে, সেই সেই পদবিক বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পরিচয় উহাতে ছিল। বর্ত্ত-মানেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অভিন্ন পদবী আছে, ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

এই সংশয়বাদের প্রবর্ত্তক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, পুণার ব্রাহ্মণকুলের বিদ্বদ্‌গরিষ্ঠ অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এম-এ, পি-এইচ্-ডি। ডাক্তার ভাণ্ডারকর ইংরাজী ১৯৯১ সালে Indian Antiquary. Vol. XI এ Foreign Eliments in the Hindu population" শীর্ষক যে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লিখেন, তাহার ৩২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন, "নাগরব্রাহ্মণদের মধ্যে দত্ত, গুপ্ত,নন্দী, ঘোষ, শর্ম্মা, দাস, বর্ম্মা, নাগ, ত্রাতা, ভূত, মিত্র, দেব ও ভব এই তেরটী পদবী দৃষ্ট হয়। ঐ সকল কৌলিক পদবীর মধ্যে গুপ্ত, বর্ম্মন্ ও মিত্র আখ্যাত ভূপালবর্গের বংশোপাধিগুলি

তাঁহাদের বংশোপাধি ব্যঞ্জক, ইহা ভারতীয় খোদিত লিপিপাঠী ঐতিহাসিক মাত্রেরই বিশেষ পরিচিত। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও গোরক্ষপুরে এমন কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে মিত্রোপাধিক রাজগণের নাম পাওয়া যায়। গুপ্তবংশের ঐতিহাসিক উপাদান এত অধিক যে তৎসম্বন্ধে আর কিছু বলিবারই প্রয়োজন করে না। মৌখরী বংশের প্রত্যেক রাজার নামের শেষে 'বর্ম্মন্' পদবী দৃষ্ট হয়। 'বর্ম্মন্' উপাধি যেমন ক্ষত্রিয় জাতিত্বজ্ঞাপক 'শর্ম্মণ্' কথাটী তেমন ব্রাহ্মণত্ব বিজ্ঞাপক। নাগরব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা উত্তর ভারত হইতে বোম্বে প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। নাগরব্রাহ্মণের 'ভব' পদবী ভিন্ন অপর দ্বাদশটী পদবী বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, বঙ্গীয় কায়স্থ ও নাগরব্রাহ্মণ মূলে এক জাতি না হইলেও এককেন্দ্র হইতে বহির্গত। অন্যত্র মাড়বার প্রদেশের শ্রীমানী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ঐ সকল পদবীর অনেক সাদৃশ্য আছে। যদিও তাঁহাদের মধ্যে ঐ তেরটী পদবী সম্পূর্ণ নাই, তথাপি, নন্দ, ত্রাতক, মিত্র, ভূত, দাস, গুপ্ত, ঘোষ, দত্ত, এবং দেব এই নয়টী পদবী আছে। ইহাতে নাগর ও শ্রীমানী ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গীয় কায়স্থকে এক জাতি বলিলে বোধ হয় দোষ হয় না। রাজকোট হইতে শ্রীযুক্ত মলভজি হরিদত্ত আচার্য্য নাগরব্রাহ্মণদের কুলোপাধি সম্বন্ধে যে বচনটী পাঠাইয়াছেন, তাহা এই :—

"দত্ত-গুপ্তৌ নন্দ-ঘোষৌ শর্ম্ম-দাসৌ চ বর্ম্ম চ।
নাগদত্ত স্ত্রাত-ভূতৌ মিত্রদেবৌ ভবস্তথা ॥"

শ্রীযুক্ত আচার্য্য আরও জানাইয়াছেন, শর্ম্মার শর্করাক্ষ ও মিত্রের গঙ্গায়ন এবং বড়নগরের ত্রাতা (শর্ম্মার) ভরদ্বাজ গোত্র। ইহা ব্যতীত

বাবড়িয়া-যোগিয়া তাম্র ফলকে দৃষ্ট হয়—"আনন্দপুর বাস্তব্য-ব্রাহ্মণ স্কন্দত্রাত-গুহত্রাতাভ্যাং ভরদ্বাজগোত্রাভ্যাং ছান্দোগ স ব্রহ্মচারিভ্যাং" ইত্যাদি। 'আনন্দপুর বিনির্গত বল্লভিবাস্তব্য ত্রৈবিদ্যসামান্য গার্গ্যসগোত্র অধ্বর্য্য ব্রাহ্মণ-কিক্ককপুত্র ব্রাহ্মণমগোপদত্ত।" ইত্যাদি প্রমাণে মনে হয় নাগর ও শ্রীমানীব্রাহ্মণ এবং বঙ্গীয় কায়স্থ একসময় ইহারা একস্থানে সম্মিলিত ছিল।"

ডাক্তার ভাণ্ডারকর পদবী-সাদৃশ্যে যেমন বঙ্গীয়-কায়স্থ ও নাগর তথা শ্রীমানী ব্রাহ্মণের একই উৎপত্তি কেন্দ্র বলিয়া অনুমান করিয়া পুনরায় "শর্ম্মা" উপপদ ব্রাহ্মণের নিজস্ব, এই কথার উপর জোর দিয়াছেন, ইহা কিন্তু তাঁহার ন্যায় বিদ্বৎ-সমাজে বরেণ্য ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন হয় নাই। কারণ মন্বাদি স্মার্ত্তমণ্ডলী যেমন 'শর্ম্মা' উপপদটী ব্রাহ্মণের নিজস্ব বলিয়াছেন, তেমন 'বর্ম্মা' ও 'ত্রাতা' শব্দ দুইটীও ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব, ইহাও মহামান্য ঋষিবৃন্দই ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা-চভূভুজঃ।"

অর্থাৎ দেবশর্ম্মা ব্রাহ্মণের এবং বর্ম্মা, ত্রাতা ক্ষত্রিয়ের নামের পরে ব্যবহার করিবে। কিন্তু এই উপপদ সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে, গোভিল গৃহ্য-ভাষ্যে ইহা দৃষ্ট হয়:—

"শর্ম্মন্নর্ঘ্যাদিকে কার্য্যং শর্ম্মাস্তর্পণকর্ম্মনি।
শর্ম্মনোহক্ষয্যকালে স্যাদেবং কুর্ব্বন্ন মুহ্যতি॥"

সুতরাং নিত্য ব্যবহারে নামের পর 'শর্ম্ম' শব্দ সংযুক্ত থাকিলে সে জাতির মূল যে ব্রাহ্মণ, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারাযায় না। নাগর ব্রাহ্মণের যেমন 'শর্ম্মা' পদবী আছে, বঙ্গীয় কায়স্থের মধ্যেও তেমন 'শর্ম্মা' বংশটী বিদ্যমান আছে। পরন্তু 'শর্ম্মা' বংশটী যে প্রাচীন কালে

পূর্ব্বদেশীয় ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ছিল, মহাভারত পাঠে এ প্রমাণও পাওয়া যায়। (১) এজন্য আমার মনে হয়—নাগর ও শ্রীমানী ব্রাহ্মণেরা বঙ্গের কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয় জাতি হইতেই স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, ইহা কিরূপে অনুমান করা গেল, তাহাও এস্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। গোত্র দ্বারাই ইহা বুঝিতে হইবে। গোত্র দ্বিবিধ। একটী আর্ষগোত্র, অপরটী অবয়বগোত্র। মহর্ষি পাণিনি আর্ষগোত্র কাহাকে বলে তাহা এই ভাবে সূত্র করিয়া দেখাইয়াছেন ;—'অপত্যং পৌত্র প্রভৃতি গোত্রম্॥' (৪।১।১৬২) ইহার স্মার্ত্তসম্মত ব্যাখ্যা—"বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধং আদি-পুরুষং ব্রাহ্মণস্বরূপম্। ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়োরূপদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্রং। শূদ্রস্যাতি-দিষ্টাতিদিষ্ট গোত্রম্॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের গোত্রই বংশপরম্পরা প্রসিদ্ধ আদি পুরুষ। ক্ষত্রিয়ের গোত্র উপদেষ্টা ঋষি, বৈশ্যের গোত্র অতিদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত বা কল্পিত; শূদ্রের অতিদিষ্টাতিদিষ্ট——এতাবৎ নিয়মের অতীত যে গোত্র তাহাই অর্থাৎ যজ্ঞাভাবে যাহার উপদেষ্টাও নাই, প্রবরাধ্যায়ে পঠিত ঋষির কল্পনাও হয় নাই, এমন পুরুষই শূদ্রের গোত্র। (২) দ্বিতীয়তঃ "গোত্রাবয়বাৎ॥" (৪।১।৭৯) এই সূত্রভাষ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন,—"কিমর্থমিদমুচ্যতে। গোত্রাবয়বাদ্ গোত্রার্থম্। গোত্রা-বয়বাদিত্যুচ্যতেঽয়মারম্ভঃ। "অষ্টাশীতি সহস্রান্যূর্দ্ধরেতসামৃষীণাং বভূবুস্তত্রাগস্ত্যাষ্টমৈর্ঋষিভিঃ প্রয়োজনোঽভ্যুপগতঃ। তত্র ভবতাং যদপত্যং তানিগোত্রানি। অতোঽন্যে গোত্রাবয়বাঃ। সিদ্ধমেতৎ। কথম্। কুলাখ্যালোকে গোত্রাবয়বা ইত্যুচ্যন্তে॥"(৩) এই দুই প্রকার 'গোত্রের

১। সভাপর্ব্ব ৩০।১৩ দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রৌতসূত্রে শূদ্রের আর্ষগোত্রের আদৌ উল্লেখ নাই।

(৩) গোত্রাবয়বা গোত্রাভিমতাঃ কুলাখ্যাঃ। (কাশিকাবৃত্তি)

প্রথমটী আর্ষগোত্র, অপরটী অবয়বী গোত্র। এই গোত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বাসুদেব দীক্ষিত বালমনোরমায় বলিতেছেন,—"নহুরঘুযতুশব্দয়োর্জন-পদবাচিত্বাভাবাৎ প্রাগ্দীব্যতীয়েঽণি তস্য তদ্রাজত্বাভাবাৎ কথং বহুষু লুগিত্যাশঙ্কা পরিহরতি। রঘূনামিতি। লক্ষণয়েতি। প্রয়োগে ইতিশেষঃ। ততশ্চ নৈদমপত্য প্রত্যয়াস্ত মিতিভাবঃ। লক্ষণাবীজস্তু রঘুযতুসমানবৃত্তিকত্বং বোধ্যম্।" অর্থাৎ যে সকল ক্ষত্রিয়ের তন্নামে জনপদ নাই তথায় বহুবচনে অপত্য প্রত্যয়ে লুক্ আশঙ্কা পরিহার করিয়া লক্ষণাবীজ রঘু যতুর ন্যায় সমানবৃত্তিক ক্ষত্রিয়ের অবয়বীগোত্র বা কুলাখ্যাই গৃহীত হইবে। * বঙ্গীয় কায়স্থগণের সেই কুলাখ্যাই আছে; পরন্তু তাহাদের আর্ষগোত্রও স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাগর ও শ্রীমানী ব্রাহ্মণদেরও অনুরূপ ব্যবস্থাই দৃষ্ট হয়। অতএব বলিতে পারা যায় যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা কায়স্থোপেত ব্রাহ্মণ মাত্র—ব্রহ্মর্ষি বংশ সম্ভূত নহে।

শুধু যে নাগর ও শ্রীমানী ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় কায়স্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন, তাহা নহে; আমাদের দেশে যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদেরও কতকাংশ কায়স্থ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও মনে হয়। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে মাত্র আটটী বংশ ও বারটী আর্ষগোত্র। ইহা তাঁহাদের প্রদত্ত নিম্নোধৃত বচনেই দৃষ্ট হয়;—

মিশ্রোভদ্রঃ পণ্ডিতর্দাসঃ করোনন্দী ধরোরথঃ।
বৎস্তকাণ্বায়ণৌ গোত্রৌ মুদ্গলঃ কৌশিকস্তথা॥

---

* "বহ্বচইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু।" (পাঃ ২।৪।৬৬) ইহার টীকায় ভট্টোজি লিখিয়াছেন—"বহ্বচ পরো যা ইঞঃ প্রাচ্যগোত্রে ভরতগোত্রে চ বহুবচনে লুক্স্যাৎ। অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয় গোত্র বুঝাইতে বহুবচনে পুংলিঙ্গে ইঞ প্রত্যয়ের লোপ হয়।

জাতূকর্ণঃ কাশ্যপশ্চ গৌতমাত্রেয় গোত্রজাঃ।
বিপ্রা স্তেহষ্টৌ-দাক্ষিণাত্যো যজুঃ-সাম-সমন্বিতাঃ॥

দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের মধ্যে এই ভদ্র, দাস, কর, নন্দী ও ধর পাঁচটী বংশ দেখা যাইতেছে; এ পাঁচটী বংশই বঙ্গীয়-কায়স্থের মধ্যে আছে। এস্থলে আর এককথা বলা প্রয়োজন যে, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, নাগর ও শ্রীমানী ব্রাহ্মণেরা বর্ত্তমানেও অবয়বীগোত্র রক্ষা করিলেও কামরূপী ব্রাহ্মণেরা পরবর্ত্তীকালে আর তাহা রক্ষা করেন নাই; সম্ভবতঃ তাঁহারা বঙ্গীয়-কায়স্থের প্রভাব প্রতিপত্তিতে অভিভূত হইবার আশঙ্কায় অবয়ব গোত্রটী পরিহার করিয়াছেন। নতুবা প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে বসু বংশীয় শ্রীবসু, সোমবসু, ও বিষ্ণুবসু, ঘোষবংশীয় বেদঘোষ, রুদ্রঘোষ, মন্ত্রঘোষ, দত্তবংশীয় অর্কদত্ত, তুষ্টদত্ত, উগ্রদত্ত, ঈশ্বরদত্ত, এবং দামবংশীয় ঋষিদাম, শুভদাম, ও মধুসেন, ধ্রুবসোম, বিষ্ণুসোম, কৌশিকসোম, মিত্রপালিত, অর্থপালিত, প্রজাপতিপালিত, যজ্ঞকুণ্ড, যশকুণ্ড, শ্রদ্ধকুণ্ড, নারায়ণ কুণ্ড, শক্তিকুণ্ড, তোষকুণ্ড, যজ্ঞপাল, প্রভাকর কীর্ত্তি, সর্ব্বদেব, গমিদেব, সাবিত্রদেব ও অর্কদেব প্রভৃতি ব্রাহ্মণের পদবীরূপে দেখিতে পাইতাম না; অথচ এক্ষণ আর উহার ব্যবহার নাই, এ জন্য মনে হয় পরবর্ত্তীকালে কামরূপের বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল পদবী ব্যবহার শ্রেয়ো মনে করেন নাই। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মূল লিপির যে অংশে এই বংশগুলির উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে দেওয়া হইল।

"বসুমতীস্মৃতপদক্রমাধিগতপদ সমুৎকর্ষ দক্ষিতপ্রস্তাবশক্তি-মহারাজাধিরাজশ্রীভাস্করবর্ম্মদেবঃ কুশলী॥ চন্দ্রপুরি বিষয়ে বর্ত্তমান ভাবিনো বিষয়-পতীনধিকরণানি চ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতামেতদ্বিষ-য়ান্তঃপাতি ময়ূরশাল্মলাগ্রহারক্ষেত্রং রাজ্ঞা শ্রীভূতিবর্ম্মণা তাম্রপট্টী

কৃতং যৎ তত্তাম্রপট্টাভাবাৎ করদমিতি মহারাজ জ্যেষ্ঠভদ্র বিজ্ঞাপ্য পুন-রস্যাভিনবম্রপট্টকরণায় শাসনং দত্ত্বা চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকাল মকিঞ্চিৎ প্রগৃহ্যতয়া ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন পূর্ব্বভোক্তৃং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিপাদিতং—যত্র ব্রাহ্মণা নামানি প্রাচেতসো বাজসনেয়ী পট্টকপতিঃ অঙ্শ দ্বয়ভোক্তা সাধারন স্বা শ্রীবসুভ্রাতৃত্রয়েণ একোঙ্শ॥ সোমবসু ভ্রাতৃ সহিতোর্দ্ধাঙ্শঃ॥ বিষ্ণুঘোষ স্বা অঙ্শ॥ বেদঘোষ স্বা একাঙ্শ॥ বাস্কো বাহ্বৃচ দামদেব স্বা অঙ্শ॥ ঘোষদেব স্বা অর্দ্ধাঙ্শ॥ নন্দদেব স্বা অর্দ্ধা-ঙ্শঃ॥ ভারদ্বাজচ্ছান্দোগার্কদত্ত গোত্রসহিতাধ্যর্দ্ধাঙ্শ॥ কাশ্যপ সগোত্র বাজসনেয়ী ঋষিদাম স্বা অঙ্শ॥ শুভদাম স্বা অঙ্শ॥ কৌণ্ডিন্যে বাজসনেয়ী মধুসেন স্বা অঙ্শ॥ গৌতম শ্ছান্দোগো ধ্রুবসোম স্বা অঙ্শ॥ বিষ্ণুসোম স্বা অঙ্শ। ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী বিষ্ণুপালিত স্বা ধ্যর্দ্ধাঙ্শ। শুচি পালিত স্বা অঙ্শ॥ মিত্রপালিতার্থপালিতয়ো অর্দ্ধাঙ্শ॥ প্রজা-পতি পালিত স্বা অঙ্শচ্চতুর্ভাগঃ॥ চক্রদেব স্বা অর্দ্ধাঙ্শ॥ ইশ্বরদত্ত স্বা দ্বিরঙ্শ॥ শৌভকো বাজসনেয়ী যজ্ঞকুণ্ড স্বা ধ্যর্দ্ধাঙ্শ॥ যশঃকুণ্ড স্বা পাদাধিকোঙ্শ॥ শ্রদ্ধকুণ্ড স্বা অঙ্শ॥ নারায়ণ কুণ্ড স্বা অঙ্শ॥ ইশ্বর কুণ্ড স্বা পাদাভ্যধিক অঙ্শঃ॥ শক্তিকুণ্ড স্বা অঙ্শাচ্চতুর্ভাগঃ॥ তোষকুণ্ড স্বা অর্দ্ধপাদাভ্যধিক অঙ্শ॥ ভারদ্বাজ বাজসনেয়ী ভবদেব স্বা অঙ্শ॥ সর্ব্বদেব স্বা অঙ্শ॥ গোমিদেব স্বা অর্দ্ধাঙ্শ॥ সাবিত্রদেব স্বা দ্বিরঙ্শ॥ অর্কদেব স্বা অর্দ্ধাঙ্শ॥ ভারদ্বজো বাজসনেয়ী বসুদত্ত স্বা দ্বিরঙ্শ॥ বাস্কো বাজসনেয়ী গায়ত্রী পাল স্বা অঙ্শ॥ পারাশর্য্যো বাহ্বৃচ্য শান্তশর্ম্ম স্বা অংশঃ॥ কৌশিকো বাহ্বৃচ্য পদ্মদাস স্বা গোত্রাঙ্শ॥ যজ্ঞপাল॥ কাশ্যপস্তৈত্তরীয় উগ্রদত্ত স্বা অঙ্শঃ॥ ভারদ্বাজো বাহ্বৃচ্য রুদ্রঘোষ স্বা অংশঃ॥ কাত্যায়নশ্চারকঃ কৌশিসোম স্বা অংশঃ॥ গৌতমো বাজিসনেয়ী প্রভাকরকীর্ত্তি স্বা অংশঃ॥ মনঘোষ॥ বাৎস্যো বাহ্বৃচ্যো

শাশ্বতদাম স্বা অংশঃ ॥ ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী নাগদত্ত সা অর্দ্ধাঙ্শ॥ ভরদ্বাজ রূপ আঢ্য স্বা অর্দ্ধাঙ্শ॥ কৌশিকো বাহ্বৃচ্যো চন্দ্রদাসবি-মর্দ্দনদাসস্বামিনোরেকোঙ্শঃ॥ গৌতম নন্দন স্বা অংশ॥ বলিচরুসত্রোপ-যোগায় সপ্তাঙ্শ॥ যদেতৎ কৌশিকোপচিতকক্ষেত্রং তৎপ্রল প্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণানামেব যস্তুগঙ্গিণ্যুপচিতকং ক্ষেত্রং তদ্‌ যথা লিখিতক ব্রাহ্মণৈ সমং বিভজ্যতামিতি॥ সীমানোযত্র পূর্ব্বেণ শুষ্ককৌশিকা॥ পূর্ব্বদক্ষিণেন সৈব শুষ্ক-কৌশিকা ডুমরচ্ছেদ সম্বদ্ধা॥ দক্ষিণেনাপি ডুম্বরীছদ॥ দক্ষিনপশ্চিমেন গঙ্-গিণিকৃউডুম্বরি-চ্ছেদ সম্বেদ্ধা॥ পশ্চিমেন অধুনা সীমা গঙ্গিণিকা॥ পশ্চিমো-ত্তরেণ কুম্ভকার গর্ত্তস্-স্ ঐব গঙ্গিণিকা প্রাগ্‌ভুজ্জমান্-উত্তরেণ বৃহজ্জাটলি॥ উত্তরপূর্ব্বেন ব্যবহারি খাসোকপুষ্করিণী স্ ঐব শুষ্ক কৌশিকা চ এতি॥ আজ্ঞা শতা প্রাপয়িতা প্রাপ্তা-পঞ্চ মহা শব্দশ্রীগোপাল সীমাপ্রদাতা চন্দ্রপুরি নায়ক শ্রীক্ষিকুণ্ডঃ ন্যায়-করণিক জনার্দ্দন স্বামী ব্যবহারি হরদত্ত কায়স্থ ঢুণ্ডুনাথ প্রভৃতয় শাসয়িতা লেখয়িতা চ বসুবর্ম্ম ভাণ্ডাগার আধিকৃত মহাসামন্ত দিবাকর প্রভা উৎখেট-য়িতা দত্তকার পুয়ো। সেথ্যকার কালিয়া।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি মহারাজ ভাস্কর বর্ম্মার এই শাসনখানি গৌহাটী কটন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম-এ,ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভা'র ১৩।২ সংখ্যা ও Epigraphia India Vol. XII প্রকাশ করিয়াছিলেন ; অন্যত্র অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক Epigraphia Indica Vol. XV. এ দিনাজপুরের অন্তঃপাতী দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত যে পাঁচখানি তাম্রশাসন সানুবাদ প্রকাশ করিয়া-ছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় ফলক দ্বারা সম্রাট্‌ কুমারগুপ্ত ১২৪ ও ১২৯ সম্বতে যে দান করেন, তাহাতে চিরাৎদত্ত, ধৃতিপাল, বন্ধুমিত্র, ধৃতিমিত্র, শাম্বপাল, রিসিদত্ত, জয়নন্দী, বিভুদত্ত ; ১৬৩ সম্বতে উৎকীর্ণ

সম্রাট্ শ্রীবুধগুপ্তের শাসনে ব্রহ্মদত্ত, পত্রদাস, স্থায়ণপাল, কপিলশ্রীভদ্র; চতুর্থ ফলকে জয়দত্ত, বিভুপাল, বসুমিত্র, বরদত্ত, বিপ্রপাল, বিষ্ণুদত্ত, বিজয়-নন্দী, স্থাণুনন্দী এবং পঞ্চম ফলকে ২১৪ সম্বতে সম্রাট্ ভানুগুপ্তের শাসনে স্থাণুদত্ত, মতিদত্ত, স্কন্দপাল, অমৃতদেব, নরনন্দী, গোপদত্ত, ভট্ট-নন্দী এই সকল নাম দৃষ্ট হয়। আরও দেখা যাইতেছে ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী কোটালিপাড়া পরগণায় ঘাঘরাহাটী গ্রামে মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব প্রদত্ত তাম্রশাসনে নাগদেব, নয়সেন, সোমঘোষ, শিবচন্দ্র, বৎসপাল, বিষয়কুণ্ড, জীবদত্ত, বৎসকুণ্ড, শুচিপালিত, বিহিত ঘোষ, প্রিয়দত্ত, জনার্দ্দনকুণ্ড, নয়নাগ পদবিক অনেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। উল্লিখিত শাসনসমূহের মধ্যে গুপ্তসম্রাট্দিগের দামোদরপুরের শাসনগুলি খৃঃ ৪র্থ, ঘাঘরাহাটীর শাসনগুলি খৃঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং ভাস্করবর্ম্মার শাসন-লিপি খৃঃ ৭ম শতাব্দীর প্রদত্ত বলিয়া সমালোচকেরা নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।* এস্থলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিবেন, সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজ ভাস্করবর্ম্মা বসু হইতে নাথ বংশ পর্য্যন্ত যে পঞ্চদশটী বংশকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্ বুধগুপ্ত, ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেবের প্রদত্ত শাসনে সেই সকল পদবিকগণ মহত্তর এবং প্রধান (কায়স্থ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মহারাজা-ধিরাজ বুধগুপ্ত প্রদত্ত শাসনখানি সুধী পাঠক একবার পড়িয়া দেখুন;—

সম্ব ১৬৩ আষাঢ় দি ১৩ পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ

---

* এতদপেক্ষাও প্রাচীনতর সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ-লিপিতে যে শাসন উৎকীর্ণ আছে, তাহাতেও রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণ এবং অপরাপর দেশের অধিবাসীগণ আত্ম নিবেদন ও কন্যাদান করিয়া সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের শাসন প্রার্থনা করিত বর্ণিত আছে। এই দেব, দত্ত, নাগ, বর্ম্মা, সেন, নন্দী বংশগুলি ব্রাহ্মণ ভিন্ন স্বতন্ত্র জাতি ইহা শাসন-লিপি পাঠী অনেই বলিয়া থাকেন সুতরাং এস্থলে আর স্বমত ব্যক্ত করার প্রয়ো-জন করে না।

শ্রীবুধগুপ্তেপৃথিবীপতৌ তৎপাদপরিগৃহীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তাবুপরিক মহারাজ ব্রহ্মদত্তে সংব্যবহরতি স্বস্তি পলাশবৃন্দকাৎ সবিশ্বাসং মহত্তরাষ্টকুলাধিক-রণগ্রামিককুটুম্বিনশ্চ চণ্ডগ্রামকে ব্রাহ্মণাদ্যান্ ক্ষুদ্র প্রকৃতিকুটুম্বিনঃ কুশলমুক্ত্বানুদর্শয়ন্তিবিজ্ঞাপয়ন্তীতো গ্রামিক নভকোহমিচ্ছে মাতাপিত্রো স্ব পুণ্যাপ্যায়নায় কতিচিদ্ব্রাহ্মণায়নপ্রতিবাসয়িতুং তদর্হ'থ গ্রামানুক্রম বিক্রয়মর্য্যাদায়ামস্তোহিরণ্যমুপসংগৃহ্য সমুদয় বাহ্যাপ্রদ খিলক্ষেত্রাণাং প্রসাদং কর্ত্তুমিতি যতঃ পুস্তপাল পত্রদাসেন বিধারিতং যুক্তমনেন বিজ্ঞাপিতমস্ত্যয়ং বিক্রয়মর্য্যাদাপপ্রসঙ্গস্তদীয়তামস্য পরমভট্টারক মহা-রাজপাদেন পুণ্যোপায়ায়েতি পুনরস্যৈব পত্রদাসস্যাবধারণায়াবধৃত্য হস্তাদ্দীনারমুপসংগৃহ্য স্থায়ণপাল কপিলশ্রীভদ্রাম্নায়কৃত্য চ সমুদয়খিলক্ষেত্রস্য কুল্যবাপমেকমস্য বায়িগ্রামোকোত্তরপার্শ্বস্থৈব চ সত্যমর্য্যাদায়া দক্ষিণ-পশ্চিমপূর্ব্বেণ মহত্তরাষ্ঠধিকরণকুটুম্বিভিঃ প্রত্যবেক্ষ্যাষ্টক নবক নবক পালনভ্যামপবিঞ্চ্য চ তুষ্টিমোল্লিঙ্গ্য চ নাগদেবস্য দত্তং তদুত্তরকালং সংব্যব-হারিভির্দ্ধর্ম্মমবেক্ষ্যপ্রতিপালনীয়মুক্তঞ্চ মহর্ষিভিঃ।

উদ্ধৃত ফলক-লিপিতে যে "মহত্তরাষ্টকুলাধিকরণ" এর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, এই অষ্ট কুলের সমাজ-নায়ক মহত্তরগণের জাতি যে ব্রাহ্মণ নহে, ইহা "গ্রামিককুটুম্বিনশ্চ চণ্ডগ্রামক ব্রাহ্মণাদ্যং ন ক্ষুদ্র প্রকৃতি" অর্থাৎ 'গ্রামিককুটুম্বি এবং চণ্ড গ্রামের ব্রাহ্মণাদি অক্ষুদ্র প্রজা' এই বাক্য প্রয়োগই প্রতীতি হইতেছে। যদি ইহারা ব্রাহ্মণ না হয়, তবে উহারা কোন্ জাতি? বারেন্দ্র-কায়স্থ ঘটক বাণেশ্বরদেব বরেন্দ্র দেশের আদিম কায়স্থ বর্ণনায় বলিতেছেন,—

"সেনঘোষমিত্র আগে আর যত মহাভাগে অষ্টঘর হইল প্রচার।
পোলপালভঞ্জ রাহা বিস্তারিয়া কহি তাহা আচার হইল কুলাচার॥" *

* কায়স্থ-সমাজ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৫ পৃষ্ঠা।

এখানে সেনাদি অষ্ট মহাভাগই অষ্ট মহত্তরের পরিচয়ে প্রয়োগ হইয়াছে; 'কুলাচার' কথাটা কুলাধিকরণের পরিবর্ত্তে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ঘাঘরাহাটীর শাসন ফলকে ঐ সকল পদবিকদিগের পরিচয়ে এতদপেক্ষা স্পষ্টতরভাবে বিবৃত হইয়াছে। যথা ;—

"জ্যেষ্ঠাধিকরণিক-দামুক-প্রমুখমধিকরণবিষয়-মহত্তর-বৎসকুণ্ড-মহত্তর-শুচি-পালিত-মহত্তর-বিহিতঘোষ-স্বরদ-মহত্তর-প্রিয়দত্ত-মহত্তর-জনার্দ্দনকুণ্ডাদয়ঃ অন্যে চ বহবঃ প্রধানা ব্যবহারিণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চিরোবসন্নখিল-ভূখণ্ডলকং বলি-চরু-সত্র-প্রবর্ত্তনীয় ব্রাহ্মণোপযোগায় চ তাম্রপট্টীকৃত্য তদর্হথ প্রসাদং কর্ত্তুমিতি ॥"*

এই শাসন-ফলকে বৎসকুণ্ড, শুচিপালিত, বিহিতঘোষ, প্রিয়দত্ত ও জনার্দ্দনকুণ্ডকে একদিকে যেমন 'মহত্তর' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিয়া 'মহত্তরান্' ভোগী বর্ত্তমান কায়স্থগণের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতেছে, তেমন 'প্রধান' এই বিশেষণ দ্বারা শব্দকল্পদ্রুমাভিধানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন বর্ণনায় প্রথমেই "চলচ্চঞ্চলাশ্বালিযানাঃ প্রধানাঃ" বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং মিশ্রকারিকার "গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভি-সংস্থিতাঃ। গোযানারোহিণা বিপ্রাঃ পট্টবেশ সমন্বিতাঃ ॥" বলিয়া যাহাদিগকে বিশেষিত করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থই প্রধান অর্থাৎ যাহারা সাধারণ সেনা তাহারা পট্টবেশী ব্রাহ্মণ আর যাহারা 'প্রধান' প্রথম্রে সৈন্যাদি = সেনাপতি, তাহারা ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ এবং সেই কায়স্থ হইতেই কামরূপ বা উত্তর বরেন্দ্র দেশে তাঁহাদের উত্তর পুরুষেরা ব্রাহ্মণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। †

---

* Indian Antiquary. 1910, P. 208.

† মহারাজাধিরাজ ভাস্করদেবের তাম্রশাসনে "আযোধ্যক কুলপুত্রক অমৃত দেবের বিজ্ঞাপিতং" ইঁহাকে দানপ্রাপ্তির জন্য বা 'বেদ' উপাধির জন্য ব্রাহ্মণ বলিলে ভুল

অপর সংশয় এই 'কায়স্থ' শব্দটী সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ নাই, এ জন্য একপক্ষ ঐ শব্দটীকে লেখক অর্থ গ্রহণ করিতে চাহেন এবং প্রমাণ স্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বর্ণিত—

"চাটতস্করদুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥"
(১।৩৩৬)

এই শ্লোকের টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট বলিতেছেন—"চাটাঃ প্রতারকা, বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি। প্রচ্ছন্নাপহারিণস্তস্করাঃ। দুর্ব্বৃত্তা ইন্দ্রিজালিককিতবাদয়ঃ। সহোবলং সহসা বলেন কৃতং সাহসং মহচ্চ তৎ সাহসং চ মহাসাহসিকং তেন বর্ত্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ। আদি শব্দান্মৌলিককুহকবৃত্তয়ঃ। এতৈঃ পীড্যমানাঃ বাধ্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ। কায়স্থলেখকাগণকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানা বিশেষতো রক্ষেৎ। তেষাং রাজবল্লভতয়াতি মায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ॥"

বিজ্ঞানেশ্বরের এই ব্যাখ্যায় কায়স্থকে লেখক ও গণক বলিয়া কর্ম্মচারীর উপাধিবিশেষ ইহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় ঋষির রচনায় দোষ আসিয়া পড়িতেছে। দোষগুলি এই স্থলে বিবৃত করা যাইতেছে। ঐ যে 'কায়স্থৈঃ' এই তৃতীয়ান্ত পদটীর সহিত 'পীড্যমানাঃ' পদের অন্বয় করিয়াছেন, সেই অন্বয়যোগ্যতা আছে কি? তাহা নাই। ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলে এই কয়টী দোষ উপস্থিত হয়;—

প্রথম অনুষঙ্গ দোষ। ঐ দোষ কাহাকে বলে তাহাও এই—"জনিতান্বয় পদার্থস্য পুনরন্বয়ার্থমনুসন্ধানমনুষঙ্গঃ।" অর্থাৎ কোন

হইবে। কারণ অমৃতদেবের বিশেষণে 'কুলপুত্র' যে শব্দটী আছে, তদ্দ্বারা অযোধ্যারাজজাতির সূচনা করিয়াছে এবং অযোধ্যা রাজবংশ বুঝিতে হইলে ইক্ষ্বাকু বংশই বুঝাইবে ইহাই সাধুজন বিদ্দিষ্ট অভিমত।

পদের একবার এক পদের সহিত অন্বয় হইয়া অর্থ প্রতীতি হইলে পুনরায় অপর পদের সহিত অন্বয় করিবার যে অনুসন্ধান তাহাকে 'অনুষঙ্গ দোষ' বলে। বিজ্ঞানেশ্বর ঐ টীকায় "মহাসাহসাদিভিঃ" এই পদের সহিত "পীড্যমানাঃ" পদের অন্বয় সমাপ্ত করিয়া পুনরায় 'কায়স্থৈঃ' পদের সহিত অন্বয় করায় 'অনুষঙ্গ দোষ' হইয়াছে।

দ্বিতীয় পৌনরুক্তি দোষ। "চক্ষুরাদিভির্গ্রাহ্যাবিষয়া কর্ণৈশ্চ।" এইরূপ প্রয়োগ যেমন 'কর্ণৈশ্চ' পদ অনর্থক হইয়া পড়ে, সেইরূপ ঐ 'কায়স্থৈঃ' পদটী নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করা যাইতেছে—অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহকে বিষয় কহে এবং কর্ণ গ্রাহ্য পদার্থসমূহকেও বিষয় কহে।' এ স্থলে যেমন পূর্ব্ব বাক্যটী দ্বারাই অর্থ প্রতীতি হয়, পর বাক্যটী একবারে নিরর্থক থাকে, যেহেতু 'চক্ষুরাদি' এই 'আদি' পদ দ্বারাই কর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অতএব পুনঃ কর্ণোপাদান দিবালোকে দীপালোক সদৃশ বৃথারম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেইরূপ চাট, তস্কর, দুর্বৃত্ত এবং মহাসাহসিক প্রভৃতি কর্ত্তৃক পীড্যমান প্রজারক্ষণ রাজার কর্ত্তব্য, এরূপ বাক্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ মহর্ষি 'মহাসাহসিক' পদের পর 'আদি' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় প্রজা-পীড়ককে গ্রহণ করিয়াছেন। পুনরায় প্রজা পীড়কস্বরূপে 'কায়স্থ' পদের উপাদান অযথা প্রয়োগ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এ জন্যই ইহাতে টীকাকারের পৌনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

তৃতীয় অসামঞ্জস্য দোষ। মিতাক্ষরাকার স্বীয় ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে কায়স্থের প্রতি এক অভিনব দোষ আরোপ করিয়াছেন। কি না— "রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ" অর্থাৎ কায়স্থেরা রাজার প্রিয়তা নিবন্ধন মায়াবি, অন্যদিকে রাজাকে—যে রাজদেহ ইন্দ্রাদি পঞ্চদিক্‌পাল

দ্বারা গঠিত—ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহাকে অত্যাচার নিরত (কায়স্থ প্রিয়তা বশতঃ) প্রজা-পীড়ক বলিতেছেন। এ জন্য ব্যাখ্যাটী অসামঞ্জস্য দোষে দূষিত হইয়াছে।

এই সকল দোষ পরিহার করিয়া শ্লোকটীর একটী নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতেছি—পূর্ব্বশ্লোকাদ্‌ ব্রাহ্মণেষু ক্ষমীত্যতো রাজেত্যাস্যানুৎকর্ষঃ। তেন রাজা প্রজারঞ্জকো নৃপতিঃ কায়স্থৈঃ স্বজনৈঃ সহ (তৃতীয়া সহযোগে সহার্থে চ) চ-কারাৎ অন্যৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ সহ বিশেষেতঃ বিশেষেণ মিলিত্বা ব্যবহারশাস্ত্রাদীনাং যথাযোগ্যপ্রয়োগেন অপরাধানাং গুরুলঘু-তথাহি দণ্ডাদি প্রয়োগবিধানং সম্যক্ বিবেচ্য চাটতস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহাসাহসকা-দিভিঃ পীড্যমানাঃ বাধ্যমানা প্রজা রক্ষেৎ।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বশ্লোকের 'ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমিরাজা' সেই প্রজারঞ্জক রাজা আপনার নিকট সম্বন্ধযুক্ত অমাত্য এবং মন্ত্রীদিগের সহিত বিশেষভাবে ঐকমত্য হইয়া যথাযোগ্য ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে অপরাধির গুরু লঘু দণ্ডাদি বিধান সম্যক্‌রূপ বিবেচনা করিয়া চাটাদি দ্বারা উৎপীড়িত প্রজারক্ষা করিবেন।

আমার এই ব্যাখ্যায় কায়স্থ কথাটার যেমন কর্ম্ম বিশেষ এই সংশয় দূর হইয়া রাজার সাজাতিত্ব বোধ করাইতেছে, তেমন 'রাজা অত্যা-চারীর প্রিয়' এই প্রমাদও অপসারিত হইতেছে। অতএব কায়স্থ সর্ব্বত্র লেখক অর্থে নহে, লেখক-বাদিগণ ইহা স্বীকার করিবেন।

আরও এককথা মহাকবি বিশাখদত্ত বিরচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের ১ম অঙ্কে চাণক্যোক্তি "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা।" এবং ৬ষ্ঠ অঙ্কের 'কায়স্থমচলং' বাক্য প্রয়োগ দৃষ্টে ব্রণগন্ধীস্বভাব দুইজন কায়স্থ জাতিকে সামান্য লেখক ও হীন প্রতিপন্ন করিয়া টীকা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মহামন্ত্রী রাক্ষস ও কায়স্থ শকটদাসের উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে যে উভয়ই আর্য্যোচিত

সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিয়াছেন—যে ভাষায় নাটকে, রাজা, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, সচিব ব্যতীত অপরের কথা বলিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের নিষেধ তথা বৈশ্যকুলভূষণ শ্রেষ্ঠি চন্দনদাসও যখন প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিয়াছেন এবং কায়স্থ শকটদাসকে 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয় বক্তার স্বজাতি না বলিয়া ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়? * ৬ষ্ঠ অঙ্কে পুরুষ মহামন্ত্রী রাক্ষসকে বলিতেছেন "অজ্জ সঅড্‌দাসে সমুজ্জলিদো কোববহ্ণী ঘাদ অজণ ণিহবণণেণ ণিববাবিদো" ইহার সংস্কৃত করিতে অধ্যাপক ৺সারদারঞ্জন রায় এম-এ, লিখিয়াছেন "আর্য্য শকটদাসে সমুজ্জলিতঃ কোপবহ্নি ঘাতকজন নিহননেন নির্ব্বাচিতঃ।"

এখন দেখা যাইতেছে 'কায়স্থ' কথাটা পদবিক নহে জাতিবাচক এবং সেজাতি ক্ষত্রিয়েরই নামান্তর, কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্ম সূত্রের ৭।৩ "রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত-কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ-করচিহ্নিতং রাজসাক্ষীকম্॥" অর্থাৎ 'রাজ-নিযুক্ত কায়স্থ (মুহুরী) লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের (পাঞ্জা) দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য রাজ সাক্ষিক।' এই যে বঙ্গবাসী কার্য্যা-

---

* 'অমাত্য আর্য্যেতি চাধমৈঃ' ("সাহিত্য দর্পণ ৬ পরিচ্ছেদ, ১৫১,) 'অমাত্য অধমৈঃ জনৈঃ আর্য্য ইতি' (জীবানন্দটীকা) অমাত্য নিম্নতম ব্যক্তি দ্বারা 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধিত হইবেন। উপরে শকটদাস 'আর্য্য' বাক্যের দ্বারা সম্বোধিত হইয়াছেন। তৎপরে ১৫৮ শ্লোকে আছে "পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ' কৃতাত্মনাম্।" টীকা—'অনীচানাম্ উৎকৃষ্টানাম্ কৃতাত্মনাং বিদুষাং ভাষা সংস্কৃতং স্যাৎ (জীবানন্দ) অর্থাৎ নাটকে পুরুষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইলে সংস্কৃতে এবং বৈশ্যাদি প্রাকৃত জন প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিবে, ইহাই আলঙ্কারিক বিধি। অমাত্য শকটদাসও সংস্কৃতেই কথা বলিয়াছেন। পরন্তু "কায়স্থ শকটদাস" গণক বা লেখক ছিলেন না, সচিব ছিলেন সুতরাং শকটদাসের বিশেষণে যে 'কায়স্থ' শব্দ আছে, উহা জাত্যর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

লয়ের পণ্ডিতের অর্থ, ইহা দ্বারা 'কায়স্থ' শব্দটী যে কর্ম্মীবাচক তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ প্রকার অর্থ প্রমাদসঙ্কুল তাহা মৃচ্ছকটিক নাটকের ৯ম অঙ্কের "ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠি কায়স্থাদি পরিবৃতোঽধিকরণিকঃ।" এই প্রয়োগেই প্রতীতি হইতেছে। এখানে অধিকরণিক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠি ও কায়স্থাদি তাঁহার সভ্য (Assessors) রূপে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে—শ্রেষ্ঠি যেমন কর্ম্মী নহে শ্রেষ্ঠ ধনবান, সেইরূপ কায়স্থও লেখক বা কর্ম্মী নহে মান্যমান সভ্য বিশেষ,—রাজ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট মাত্র।

কর্ম্ম দ্বারা কি কখনও জাতি গঠিত হয়? হয় ত কেহ বলিবেন—বঙ্গেই প্রত্যক্ষ হইতেছে—চিকিৎসা কর্ম্মের দ্বারা বৈদ্যগণ একটা জাতি হইয়াছেন। বস্তুতঃ বৈদ্য জাতি নহে—সম্প্রদায় মাত্র। জাতি ও সম্প্রদায় এক নহে। জাতির বর্ণাশ্রম সমাজাশ্রিত সংস্কার ও বেদ থাকে, সম্প্রদায়ের তাহা থাকেনা। বৈদ্যের তাহা নাই। তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত যজুর্ব্বেদ মতে সংস্কৃত হন এবং ঋক্ ও অথর্ব্ববেদ-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করেন, এ জন্য বৈদ্যের জাতি ক্ষত্রিয়ই। *

এই 'সম্প্রদায়' কথাটার ব্যুৎপত্তি করিতে পাণিনি 'সং+প্র+দা+ঘঞ্ আতো যুক্ চিন্ কৃতো। (৭।৩।৩৩) এবং অমরকোষে টীকায় ভানুজিদীক্ষিত বলিয়াছেন—"গুরুপরম্পরাগতমুপদেশাঃ।" (৩।২।৭) ভরত মল্লিক বলিয়াছেন—"শিষ্টপরম্পরাবতীনোপদেশঃ" ভাগবতের টীকায় শ্রীধর বলিয়াছেন—"গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্টব্যক্তিসমূহঃ।"

---

* সর্ব্বং তেজঃ ব্রাহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ। যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩,১২।৯।৩)

এই শ্রুতি দ্বারা ক্ষত্রিয়ের যজুর্ব্বেদ অনুসারীতাই ঘোষণা করিতেছে। কায়স্থের বৈদিক কর্ম্মাদি যজুর্ব্বেদ অনুসারে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় জাতিরই শাখান্তর, লেখক নহে, ইহা প্রতীতি হয়।

বৈদ্যগণ গুরু-পরম্পরাগত সুশ্রুত না হয় চরক সংহিতারই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সুশ্রুত অথর্ব্ব বেদের, চরক ঋক্ বেদের উপাঙ্গ অথচ বৈদ্যগণের সংস্কার যজুর্ব্বেদানুমোদিত, এনিমিত্তই তাহাদিগকে জাতি বলিতে পারা যায় না। নতুবা 'বৃৎ' ধাতুর অর্থ ভ্বাদিগণে আত্মনেপদে 'বর্ত্তন্' এবং চুরাদিগণে পরস্মৈপদে 'জীবিকা'; ইহাতে দেখা যাইতেছে, যাহা জীবন ধারণের মূলসূত্র, তাহা জাতি হইতে পারেনা। কেননা আজ যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করা গেল কাল হয়ত তাহা চলিলনা—অন্য উপায় করা হইল; এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা জাতি গঠিত হইতে পারেনা, উহা জাতিরূপ ভ্রমজ্ঞানোৎপাদক সম্প্রদায় মাত্র।

জাতি বর্ণ ও কুল এগুলি সকলই স্বতন্ত্র বস্তু, উহা আমরা "দেশ ধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংচ শাশ্বতান্"। (মনু ১।১১৮) এই প্রসিদ্ধ আর্ষ বাক্যেই পাই; পরন্তু জাতি যে কর্ম্ম দ্বারা হয় না, ইহাও ব্রহ্মা, বৃশ, শল্য, অক্রূর এবং কৃষ্ণের সারথ্য কর্ম্ম, জনক বংশীয় সম্রাট্ অজাতশত্রু, গর্গের পুত্র রাজা চিত্র, চৈত্র বংশীয় রাজর্ষি অভিপ্রতারি, পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, কোশলরাজ অশ্বপতি, দিবোদাস-পুত্র রাজা প্রতর্দ্দন, বিশ্বামিত্রাত্মজ সুশ্রুত প্রভৃতির আজীবন ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা ও আচার্য্যত্ব করিয়াও ব্রাহ্মণ না হওয়ায় জানিতে পারি। ফলতঃ জাতি জনপদে জাতগণেই হয়, তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন "জাতি জানপদান্" (মনু ৮।৪১) ও শুক্রনীতি ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম প্র ৪৭ শ্লোকেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। অবশ্য একথাটায় "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই ভগবদ্ বাক্যের আপাত দৃষ্টিতে বিরোধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ মনুসংহিতা ও গীতার বাক্যে কোন বিরোধ নাই। 'চতুর্ব্বর্ণ' এই শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় হইয়া 'চাতুর্ব্বর্ণ্য' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে; তাহা হইলেই বুঝিতে

হইবে চতুর্ব্বর্ণনিষ্ঠ ধর্ম্মই ভগবৎ সৃষ্ট। জাতি ও বর্ণ তৎপূর্ব্বেই ছিল, যদি এরূপ ভাবে অর্থ না করা যায় তবে অতীতকাল বিহিত 'সৃজ্' ধাতুর 'ক্ত' প্রত্যয় সিদ্ধ হয় না। তাই টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—'চতুর্ব্বর্ণ্যমিতি' চতুর্ণাং বর্ণানাম্ হিতং চাতুর্ব্বর্ণ্যং গুণাশ্চ কর্ম্মণি চেতি গুণকর্ম্মদ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তদা চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্।" অর্থাৎ দেহ প্রাপ্তির আরম্ভ কালে বর্ণগত বৈষম্যহেতু মনুষ্যেরা সমান স্বভাব সম্পন্ন হয় নাই। সত্ত্ব, রজ, তম গুণ ও শমদমাদি কর্ম্মবিভাগ ক্রমে আমাকর্ত্তৃকই গুণ কর্ম্মাশ্রেয়ী বর্ণে সৃষ্টি হইয়াছে।

অনেকে ব্যাখ্যার উপর বীতস্পৃহ, তাহারা মূল বাক্যের প্রতিই আস্থাবান্; সেই সকল ভ্রাতৃগণের ভ্রান্তি অপনোদন জন্য এসম্বন্ধে নিম্নে একটী মূল শ্রুতিই উদ্ধার করিতেছি :—

"ত্রয়ানাং ভক্ষাণামেক মাহরিষ্যন্তি সোমং বা দধি বাহপো বা স যদি সোমং ব্রাহ্মণানাং স ভক্ষো ব্রাহ্মণাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি ব্রাহ্মণ-কল্প স্তে প্রজায়া মাজনিষ্যত অদয্যাপায্যাবসায়ী যথাকামপ্রয্যাপ্যো যদা বৈ ক্ষত্রিয়ায় পাপং ভবতি ব্রাহ্মণকল্পোহস্য প্রজায়ামাজায়ত ঈশ্বরো হাস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বা তৃতীয়ো বা ব্রাহ্মণতা মভ্যুপৈতোঃ স ব্রহ্মবন্ধবেন জিজ্যূষিত।" (ঐ ব্রাঃ ৭ পঞ্চিকা, ৩খণ্ড।)

রামেন্দ্রানুবাদ—'তিনটী ভক্ষ্যের মধ্যে সোম, দধি, কিম্বা জল একটী আহরণ করিবে, সে (অনভিজ্ঞ ঋত্বিক) যদি সোম আনয়ন করে উহাতে ব্রাহ্মণের প্রীতি জন্মিতে পারে, কিন্তু উহা ভক্ষণ করিলে তোমার (ক্ষত্রিয় যজমানের) বংশে যে সন্তান জন্মিবে সে আদায়ী (ভিক্ষার্থী) আপায়ী (অন্নের যাচ্ঞাকারী) আবসায়ী (পর গৃহে বাসাকাঙ্ক্ষী) ও যথা তথা গমনপর হইবে। যখন ক্ষত্রিয়ে পাপ স্পর্শকরে তৎকালে তাহার সন্তানও ব্রাহ্মণকল্প হয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই উহার দ্বিতীয় বা তৃতীয়

পুরুষে ব্রাহ্মণত্ব উপস্থিত করেন এবং সে নিশ্চিত ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।'

এই প্রমাণেও দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর পূর্ব্বেই ধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণের মাপ-কাঠী ঠিক্ করিয়া দেন। অতএব দেখুন, ভগবদ্‌বাক্যে ও মনুবাক্যে কোনও বিরোধ নাই। কেননা, মনু জাতির কথা বলিয়াছেন, গীতা ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ বর্ণের কথা বলিতেছেন। জাতি ও বর্ণ এক নহে, বর্ণ সোম প্রভৃতি রাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, ভগবান সেই নির্দ্দিষ্ট বর্ণেই দেহ প্রাপ্তির সময় সত্ত্বাদি গুণ ও শমাদি কর্ম্ম বিচার করিয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রেরণ করেন।

এখন তবে কায়স্থকে বর্ণ, জাতি বা কুল কি বলিব? অথবা বৈদ্যাদির ন্যায় সম্প্রদায় বুঝিব ইহাই বিচার্য্য। কারণ 'কায়স্থ' বলিয়া বর্ণ পাইনা, জাতি আবার জনপদজাতকদিগকে বলে; কিন্তু কৈ কায়স্থ নামে ত কোন জনপদ দৃষ্ট হয় না। 'কায়স্থ' নামে জনপদ না থাকুক; জাতির সংজ্ঞা অন্যভাবেও হইয়া থাকে। দার্শনিকগণের মধ্যে দশমী-কার এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বলিয়াছেন—"নিত্যৈকানুগতপ্রত্যয় হেতুরনেক সমবায়িনী জাতিঃ।" অর্থাৎ যাহারা কোন এক বিশেষ পুরু-ষের অনুগতপ্রত্যয়ী হয়, সেই হেতু, তাহারা তজ্জাতি নামে কথিত হয়। কায়স্থ তদ্রূপ জাতি এবং বর্ণাশ্রম সমাজের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ক্ষত্রিয়। কায়স্থের আচার ব্যবহার তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতিপাদন করে এবং তাহা-দের পরিচয়েও তাহাই জানিতে পারা যায়, অতঃপর তাহাই প্রদর্শন করিব।

কয়েতবাদ।

এতাবৎকাল কায়স্থ জাতির উৎপত্তি, আগম, নিগম সম্বন্ধে যত-গুলি মত উপস্থিত হইয়াছে, একে একে তাহার সকলগুলিরই নির-পেক্ষ আলোচনা করিয়া যাহা প্রকৃত সত্য তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গরীয়ান্ কায়স্থ জাতির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে বসিয়া একদিন বলিয়াছিলাম—'কায়স্থ' এই শব্দ-টীর সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি করা হয় তাহা ঠিক নহে। উহার ব্যুৎপত্তিতে যে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই—

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, "কায়" উপপদ পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় করিয়া 'কায়স্থ' শব্দটী নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। এখন দেখা উচিত, 'কায়স্থ' এই শব্দটীকে যে কর্ম্ম বাচক বলা হয় এবং তদনুকূলে প্রমাণও উপস্থিত করা হয়, যেমন পদ্মনাভ শর্ম্মকায়স্থ,বিদ্যাপ্রকাশ ভট্টমহা-কায়স্থ, বিনায়কসুরি জ্যেষ্ঠকায়স্থ প্রভৃতি। ঐ প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা লেখন কর্ম্ম বা কায়-সাধক কর্ম্মরূপ অর্থগ্রহ হইতেছে কি? ইহার উত্তরে কর্ম্মবাদিগণ বলিবেন—কনিষ্ঠা ও অনামিকার অধোভাগের নাম 'কায়' সেই স্থানকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীনকালে মুষ্টি কলমে যাহারা লিখিত, তাহারাই 'কায়স্থ' বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। অপরে বলিবেন—মেদিনী-কোষে আছে 'কায়' অর্থে সংঘ; সেই সঙ্ঘে যাহারা বাস করিত এবং পরবর্ত্তীকালে সেই সঙ্ঘ ছাড়িয়া হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, হিন্দু-সামাজিকগণ তাহাদিকে সঙ্ঘস্থ শব্দের পরিবর্ত্তে 'কায়স্থ' বলিয়াছেন। অপরে বলিবেন—যাহাকে মনুসংহিতাকার "ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ স্মৃতঃ" (৩৩৮) বলিয়াছেন, উদ্বাহতত্ত্বকার গৃহ্যসূত্র হইতে "যত্র অনন্যাসহ

ধর্ম্মং চরতাং ইতি নিয়মং কৃত্বা কন্যাদানং স কায়ঃ।" যে বচন অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহাতে বুঝাযায় কায়-বিবাহ জাত সন্তানগণই কায়স্থ।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, লেখকতা একটী বৃত্তি। বৃত্তি দ্বারা যে জাতি হয় না, ইহা আমি 'সংশয়বাদ' প্রবন্ধেই প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। সুতরাং তৎসম্বন্ধে পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। সংঘস্থ স্থলে কায়স্থ বলাও শুভদায়ক নহে। যেহেতু সংঘ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগেরই আস্তানা; বৌদ্ধ-সাহিত্যে এমন কোথায়ও দেখা যায় না যে সঙ্ঘবাসীদিগকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—বৌদ্ধ-সাহিত্যে কেন বলিবে—হিন্দুগণ বলিবেন। কিন্তু হিন্দু-সাহিত্যেও ঐরূপ ব্যুৎপত্তি-বাদ দৃষ্ট হয় না। আর ঐ যে "কায়-বিবাহ"-জাত সন্তানকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে, তাহাও সমীচীন নহে; কেননা কায়-বিবাহের প্রচলিত নাম 'প্রাজাপত্য' বিবাহ, ইহা মনুসংহিতার (৩।৩০) শ্লোকেই পাওয়া যায়। মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ লইয়া কথনও কেহ কোন সংজ্ঞা করিয়াছেন ইহাও পাওয়া যায় না—সুতরাং তথাকথিত ব্যুৎপত্তিলভ্য কায়স্থকে কর্ম্মীবাচক, সঙ্ঘী বাচক অথবা বিবাহ-জাতক, ইহার কাহাকেই গ্রহণ করা যায় না।

অতএব এখন দেখিতে হইবে 'কায়স্থ' শব্দটীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি প্রকারে সাধিতে পারিলে উহার প্রকৃতিজাত অর্থ জনসাধারণ সহজে লাভ করিতে পারিবেন। মহর্ষি পাণিনি তাঁহার সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ 'অষ্টকম্' নামক শব্দ-বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব অবদান 'অষ্টাধ্যায়ী'তে একটী সূত্র করিয়াছেন—তত্রোপপদং সপ্তমীস্থম্। (৩।১।৯২) ইহার 'প্রভা'নাম্নী টীকা—"ইহ ধাতু-প্রত্যয়-প্রকরণ-সূত্রে, যৎযৎ-পদং সপ্তমী বিভক্ত্যা নির্দ্দিষ্টং কৃতম্, তৎ তৎ পদম্, (তত্তদ্ ধাত্বর্থেন অন্বিতম্) উপপদম্ উচ্যতে। সমীপে উচ্চারিতং (সুবন্তং তিঙন্তং বা) পদম্ উপ পদম্; সামীপ্যাৎ

(তস্তৎ সূত্র-বিধের-প্রত্যয়ানাং প্রকৃতে রর্থে) অন্বয়িত্বম্ এব, নতু আনুপূর্ব্ব্য ব্যবধায়কম্।" সুতরাং 'ক' পূর্ব্বক 'আয়' পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতু প্রয়োগ হইতে পারে না। 'ক' সমীপবর্ত্তী নহে, আয়ের ব্যবধানে আছে। পরন্তু আনুপূর্ব্বিক ব্যবধান থাকিলেও তাহা উপপদ বাচ্য নহে, অতএব 'ক' দৈবত পুরুষের নিকটে থাকায় তদ্দ্বারা 'কায়স্থ' পদ সিদ্ধ হয় না। এবং 'ক' এই পদটীর চতুর্থী করিয়া 'কায়' শব্দের উত্তর 'স্থা' ধাতু যোগে কায়-বিজ্ঞান প্রচারে থাকাও হয় না। কেননা 'কায়' 'স্থ' এর বহিরঙ্গ শব্দ। অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না থাকিলে উহা উপপদের যোগ্য হয় না। আরও কথা এই—'কায়' শব্দ হইল কি প্রকারে? 'কস্যেৎ' (পাঃ ৪।২।২৫) 'স্থ' শব্দের অর্থ অগ্নি, বিষ্ণু, হরি ও ব্রহ্ম, সুতরাং তাহার চতুর্থীতে কায় হইয়া ক-সম্বন্ধী হইয়াছে এবং 'স্থ' র সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ নষ্ট করিয়াছে। ইহা মুগ্ধবোধের সংজ্ঞা প্রকরণে দেখিতে পাই।

প্রত্যয়াশ্রিত্য কার্য্যন্তু বহিরঙ্গ মুদাহৃতং।
প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গ মিতি ধ্রুবম্॥

এইরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়ে যখন কায়স্থ পদটী সিদ্ধ হইতেছেনা, তখন দেখিব দেশান্তরে 'কায়স্থ' শব্দের সাদৃশ্য শব্দ পাওয়া যায় কি না। হা, সুপ্রাচীন জেন্দ-সাহিত্যে ক্ষয়েত বা খয়ত ও ক্ষায়থিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্য সম্রাট্, অগ্নি উপাশক দরায়ুষ, খৃঃ পূঃ ৫১৬ অব্দে রাজ্য শাসন ও পালন করেন। তিনি নাক্সি-ই-রুস্তম্ পর্ব্বত-গাত্রে ও বিহিস্তন শীলালিপিতে স্বীয় অনুসাশন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ অনুসাশনের সর্ব্বত্রই রাজা, রাজ্য অর্থে ক্ষয়ত ও ক্ষায়থিয় শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। History of Herodotus by G. Rawlinson কর্তৃক সম্পাদিত পারস্যের ইতিহাসে গৃহীত শিরি-লিপিতে-দরায়ুষের আত্মপরিচয়ে আছে;—

"Adam Daryavush, Khshayathiya vazarka, Khshayathiya Khshayathiyanam Khshayathiya dahyaunam vispazananam, Khshayathiya ahyaya bumiya vazarkaya duriapiya, Vishtaspahya putra, Hakhamanishiya, Parsa, Parsahya putra, Ariya, Ariya chitra."

অর্থাৎ রাজা দরায়ুষ বলিতেছেন—'আমি রাজন্যচক্রে মহারাজ, আমি সমগ্র অধিকৃত দেশের রাজা, আমি মহতী পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী এই প্রদেশ হইতে দূরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছি। আমি বিষ্টাস্পের পুত্র, পবিত্র মানব পারস্যের সন্তান, আর্য্য ও আর্য্যবংশীয়। *

এই লিপির ক্ষায়থিয় বা ক্ষয়থিয় 'রাজা' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দ হইতে যে কায়স্থ শব্দের আগম হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় না। বরং ক্ষত্রিয় শব্দের সহিত নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা নহে, কেন নহে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক Dr. Irach Jehangir Sorabji Taraporewalla B. A , Ph. D, Baraister-at-law, "*Selections form Avesta*" এ অবেস্তার যে সটীক ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"*Xṣ̌aētō*—Ruler. √*Xṣ̌i* (ক্ষি) to rule. *Yima* always has the title *Xṣ̌aēta* added to his name and this full name *Yimō-Xṣ̌aētō* (Yima the king) has given the Persian name (জামশিদ) found in shah. The O. Pers.

* বিহিস্তন লিপিতেও এইরূপ আছে,—অধিকন্তু তাহাতে পিতামহ, প্রপিতামহের নামও আছে কিন্তু আর্য্য কি আর্য্য বংশের কথা নাই।

form of *Xs*ᵘₐₑₜₒ̄ is *Xs*ᵃ*yaθiya* found constantly in the Couneifoım Inscriptions, where also it means king or Ruler."

অর্থাৎ ক্ষয়েতো (নিয়ামক) ক্ষি—নিয়ম। 'যিম' শব্দের সহিত সর্ব্বদাই ক্ষয়েতো কথাটা যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। এই যিম ও ক্ষয়েতো মিলিত অর্থ যমরাজ। ইহাই পারসিক ভাষায় 'জামষিদ' নামে অভিহিত। শা-ই ইহার প্রবর্ত্তক। উহা প্রাচীন পারসিয়ান্ রীতি, ক্ষয়েতো কথাটাই প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে 'ক্ষায়থিয়' রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অর্থও রাজা ও নিয়ামক।

পার্শী পঞ্চায়েত-ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীবনজীজামষেদজী মোদী অবেস্তার সংস্কৃত অনুবাদক মোবেদ নেরিও সিং ধবলকৃত অবস্তার দ্বিতীয় খণ্ড, ইজিশ্ন (যশ্ন) প্রকরণের ৩৮ নম্বর টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন;— "Avestic Yima-Khshaeta, vedic যমরাজা Persian Jamshed" (৮ম পত্র।) অর্থাৎ অবেস্তিক যিম-ক্ষয়েত বৈদিক যমরাজা এবং পার্শিয়ান্ যামষেদ।

জেন্দ ভাষার অবস্তায় যমরাজার সম্বন্ধে এইরূপ দেখিতে পাই যথা;—"যো যিমঃ ক্ষয়েতঃ হ্বাথ্বঃ" (*yō* Yimō-*Xsuaētō* hwāθwō) (যশ্ন ৯।৪,) মোবেদ নরিও সিং ধবলকৃত সংস্কৃত অনুবাদ "যো যমোরাজা সুরক্ষকঃ" ডাঃ তারাপুরওয়ালার ইংরাজী "who Yima, the King the good protector. ইহার পর (যশ্ন ৯।৫) আছে "যিমো বিবঙ্‌উহতঃ (বিবস্বতঃ) পুত্রঃ"(Yimō Vivaŋuhatō puθrō) মোবেদ নরিও সিং ধবল —"যমো বিবস্বতঃ পুত্রঃ।" ডাঃ তারাপুরওয়ালা "Yima the magnificent the son of Vivaŋhvat reigned" অতঃপর (বেন্দিদাদ ২।২০।১) আছে "হজমনেম ক্রবয়ত যো যিমঃ-ক্ষয়েতঃ হ্বথ্ব হথ্‌ (hanjs-

manəm frabarata yo Yimō-Xsᵛaēto hvaθwō harθa) বহিশ্‌তয়ৈবয়োঃ (vahisᵛtaēibyō) মস্যাকয়ৈবয়ো (masᵛyākaēibyō) শ্রুতঃ (srūtō) ঐর্যেন (Airyene) বৈজহি (Vaējahi) বঙুহুয়ো (vahŋuyā) দৈত্যয়ো (Dāityayā) ডাঃ তারাপুরওয়ালা—"An assembly did call-together who (was) Yima the King the magnificent together-with the holiest mortals in Ariyana vaēja of high-renown of-the-hallowed Dāityā" অর্থাৎ—যমরাজার 'সঙ্গেমন' নামক সভা ও তথায় দৈত্যানদীর তীরে আর্য্যনিবাস ছিল।

পারসিক অগ্নি উপাসকদিগের জেন্দ-অবস্তা নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে পাইলাম—যমরাজা বিবস্বানের পুত্র এবং সঙ্গেমন সভার অধীশ্বর ছিলেন। এদিকে আমাদের বেদেও দেখিতে পাই——ঋক্‌বেদের ১০।১৪।১ এবং অথর্ব্ব বেদে ১৮।১।৪৯, "বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্ত ॥১ * এবং অথর্ব্ব বেদের ১৮।৩।১৩ আছে ;—

"যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেথায় প্রথমো লোকমেতম্‌।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিবা সপর্যত ॥"

এই কয়টী মন্ত্রই যমরাজাকে বিবস্বত পুত্র বলিয়াছেন, বিশেষতঃ অথর্ব্ব বেদের ১৮।৩।১৩ মন্ত্রে স্পষ্টই বলিতেছেন, যিনি এই লোকে প্রথমে মরিয়াছিলেন এবং মর্ত্ত্যদিগকে যিনি তথায় প্রেরণ করিয়া থাকেন, সেই বিবস্বত পুত্র যম রাজাকে হব্যকব্য প্রদান কর।

অন্য যাঁহারা অবেস্তার অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

---

* অথর্ব্ববেদে "দুবস্ত" স্থলে "সপর্যত" পাঠ আছে।

বলিয়াছেন, দৈত্যা বলিয়া কখনও কোন নদী ছিল ইহা জানা যায় না, উহা কল্পনার সন্ততি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

'দৈত্যা' নদী না পাইলেও অসুরদিগের যিম-খয়েতর রাজধানী বা সভা অবেস্তায় যেমন "সঞ্জেমন" বলিয়া বর্ণিত আছে; আমাদের পঞ্চম বেদ মহাভারতেও তেমন দেখিতে পাই—যমরাজার 'সংযমন' সভা বা রাজধানী আছে;—

"যমস্তু রাজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বপ্রাণভৃতাং প্রভুঃ।
প্রেতসত্ত্বগতিং হেনাং দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্॥ ৮
এতৎ সংযমনং পুণ্যমতীবাদ্ভুতদর্শনম্।
প্রেতরাজস্য ভবনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্॥"৯

১৬৩ অধ্যায়, বনপর্ব্ব॥

মহাভারতে যেমন যম-রাজধানীর নাম 'সংযমন' বলিয়া কথিত, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও তদ্রূপ দেখিতে পাই;—

"* * * * এবমেব মহাসভা।
বৈবস্বতস্য বিজ্ঞেয়া লোকে খ্যাতাসু-সংযমা॥"

অনুষঙ্গপাদ, ৩৬ অধ্যায় ২৮।

মৎস্য পুরাণে আছে—

"বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংযমনে পুরে" ৫০।৫৮

এখন দেখিতে হইবে, এই সংযমনপুর বা সভা কোথায় অবস্থিত? বৈদিক প্রমাণে দেখিতে পাই—

"যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মামমৃতং কৃধি—॥"

ঋক্ ৯।১১৩।৮

সায়ণ—"যত্র যস্মিল্লোকে বৈবস্বতো বিবস্বতপুত্রঃ রাজা ভবতি। যত্র লোকে দিব আদিত্যস্য বরোধনং ভূতানাং প্রবেশনং। কিঞ্চ যত্র লোকে যহ্বত্য র্মহত্যোঽম্মূরিমা গঙ্গাদ্যা আপস্তিষ্ঠন্তি তত্র তাদৃশে লোকে মামমৃতং মরণং ধর্ম্মরহিতং কৃধি কুরু।"

অর্থাৎ যে স্থলে রাজা বৈবস্বত যম আছেন, যে স্থানে তাঁহার কারাগৃহ আছে, যেস্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী আছে, সেই লোকে আমাকে অমর কর।

এক্ষণ কথা হইতেছে যে, ঐ যে অবস্থায় দৈত্যানদীর তীরে বৈবস্বত যমরাজার সঞ্জেমন রাজধানীর অবস্থিতির কথা আছে, পরন্তু উদ্ধৃত বেদ মন্ত্রেও যম-রাজধানীর নিকট যে বৃহৎ নদীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহা সম্ভবতঃ আমাদের পূজ্যা সরস্বতী প্রভৃতি নদীই; যেহেতু বেদ মন্ত্রে পাইতেছি;—

"নি ত্বা দধে বর আ পৃথিব্যাঃ
ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"

ঋক্ ৩।২৩।৪

অর্থাৎ, পৃথিবীর মধ্যে বরেণ্য ইলা পর্ব্বতের পাদদেশ দেব দর্শনের শুভ দিন ছিল; হে অগ্নি, দৃষদ্বতী, মানুষ * আপয়া, ও সরস্বতী নদীতীরে তুমি ধনের ন্যায় আদৃত ও দীপ্তিমান। এই মন্ত্রে দেখা গেল, বড় বড় নদীগুলি ইলা পর্ব্বত-সানু প্রবাহিতা। এবং সেই নদী চতুষ্টয়ের

* সায়ণ ও সায়ণানুবর্ত্তী 'মানুষ' নদী স্বীকার না করিয়া মনুষ্য অর্থ করিয়াছেন ও তিনটি নদী বলিয়াছেন। কিন্তু "মানুষ" বা মানুষী নদী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩৬।২২ এবং ১।৬২।৬ বচনে "মধ্যচতত্রঃ" বলিয়াই বর্ণিত আছে।

তীরেই অগ্নি দেদীপ্যমান থাকিত ও দেব দর্শন ঘটিত; উহার অন্যতম সরস্বতী নদীর তীরে পিতৃপতি যমরাজার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে, কেননা শ্রুতিতে আছে—

"সরস্বতী যাং পিতরো হবংতে
দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমাণাঃ।"

ঋক্, ১০।১৭।৯

সায়ণ—যাং তাং সরস্বতীং পিতরো হবন্তে আহ্বন্তি কিদৃশা দক্ষিণা? দক্ষিণা দাজিতি "আটৃ" প্রত্যয়। দক্ষিণত আগত্য যজ্ঞমভি-নক্ষ্যমাণা অভিতো গচ্ছন্ত ব্যাপ্নুঃ।

অর্থাৎ হে সরস্বতি! পিতৃগণ তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।

এই কয়টী মন্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা বুঝা গেল, সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে ইলা পর্ব্বতে পিতৃপতি ("যম পিতৃণামধিপতিঃ। "অথর্ব্ব, ৫।৫।১৪) যমের রাজধানী সংযমনপুরে ছিল এবং অসুরগণের মৃত্যুপতি বিবস্বত-পুত্র যিম-থয়েতর সম্মেলন সভাও ঐ এক স্থানেই ছিল। একই স্থলে 'সম্মেলন সভা' ছিল, তাহা কিরূপে অনুমান করিতেছি, চিন্তাশীল পাঠক একবার তাহা বুঝুন :—

ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, প্রাচীন অসুর জাতির যাঁহারা এখনও স্বধর্ম্মে রহিয়াছেন, তাহারা সকলেই অগ্নি উপাসক। যখন তাঁহারা পারস্যে ছিলেন তখন তথায় এবং ভারতবর্ষে আসিয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন তথায়ও অগ্নি-মন্দির স্থাপন করিয়া অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে কতিপয় মার্কিণ ভ্রমণকারির মধ্য এশিয়ার ভ্রমণ বিবরণে দেখা গিয়াছে—কাস্পীয়ান্ প্রদেশে সুপ্রাচীন

কাল হইতে বহুসংখ্যক অগ্নি-মন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরগুলির শিখরদেশে দিবারাত্র অদ্ভুত অগ্নিলীলা প্রত্যক্ষ হয়। মন্দির-চূড়াগুলি বেষ্টন করিয়া নিয়ত অগ্নিপ্রবাহ লক্ লক্ ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিয়া মহাশূন্যে মিশাইয়া যাইতেছে। ইহা বৈজ্ঞানিকেরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। জনমানবহীন ঐ সকল মন্দিরেই যে শুধু অগ্নি-সঞ্চিত আছে, তাহা নহে, তথাকার মৃত্তিকা খুড়িয়া তন্মধ্যে একখণ্ড কয়লা অথবা কাগজের নল পুতিয়া তদুপরি কয়লা রাখিলেও অমনি তাহা জ্বলিয়া উঠে।* ঋগ্মন্ত্রে ইলাপর্ব্বত হইতে বহির্গতা সরস্বতী প্রভৃতি নদীরতীরে দীপ্তিমান অগ্নির বিদ্যমানতা জানিতে পারা যাইতেছে। পরন্তু সরস্বতী নদীই যে পৌরাণিক চক্ষু এবং পাশ্চাত্য জাতির Oxus নদী, ইহা আমি এই পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি। ঐ সরস্বতী বা চক্ষু নদীই যে আরল্ ও কাস্পীয়ান্ সাগরে পড়িয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। তবেই বুঝা যাইতেছে, এই সরস্বতী বা Oxus নদীতীরেই যম-রাজধানী ছিল। আমার এই অনুমান ঋক্বেদের ১০।১১৯ মন্ত্রে পিতৃগণের তত্তীরে আগমনের বর্ণনায়ই বুঝা যাইতেছে। কেননা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ২।৫।৬।৩-৪ মন্ত্রে আছে ;—

"অগ্নিরমুষ্মিঁল্লোক আসীদ্যমোঽস্মিন্ত্সে দেবা অব্রুবন্নেতেমৌ বি পর্য্যূহামেত্যন্নাদ্যেন দেবা অগ্নিমুপামন্ত্রয়ন্ত রাজ্যেন পিতরো-যমং তস্মাদগ্নি র্দেবানামন্নাদো যমঃ পিতৃণাং রাজা য এবং বেদ।"

---

* অবেস্তা, যষ্ট, ১৩।৯২ আছে, কাসওর হ্রদের (সম্ভবতঃ কাস্পীয় হ্রদ) কূলে জরথুস্ত্র হওবী নাম্নী নারীতে তিনবার উপগত হন, কিন্তু বীর্য্য ভূপতিত হয় এবং দেবগণ দূত তাহা উক্ত হ্রদে ফেলিয়া দেন। তাহাই হ্রদস্থ শ্রুতৎফিত্রী, বঙ্ঘফিত্রী ও এরেদৎফিত্রী এই তিন কুমারী ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বংশের শিশুর এই সন্তান জন্মে অসম্ভব। বেন্দিদাদ, ২।৪০ আছে, এই হ্রদতীরে যিম-বরেজর কৃষিক্ষেত্র ছিল; উর্বতৎনর তাহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

সায়ণ—পুরা কদাচিদগ্নিঃ স্বর্গে স্থিতঃ, যমস্তু ভূলোকে স্থিতঃ ; তদা-মনুষ্যাণাং পাকাদিনিস্পাদনাভাবাৎ পিতৄণাং রাজাভাবাচ্চাগ্নিযময়োর্বিপরিবর্ত্তনং কর্তুমিচ্ছাবন্তো দেবা আগচ্ছতেতি পরস্পরমাহুযাম্নাহ্বেনোৎকোচনে তমগ্নিং ভূলোকে সমাগন্তুমুপচ্ছন্দিতবন্তঃ। পিতরস্তু রাজ্যোনোৎকোচেন যমং স্বর্গলোকে গন্তুং প্রলোভিতবন্তঃ। যস্মাদেবং তস্মাদ্দেবানাং মধ্যেঽগ্নি রম্নাদ্যো বহুবন্নরক্ষকোঽভূৎ। যমশ্চ পিতৄণাং রাজাভূৎ য এবং বেদ।

এই মন্ত্রে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, সম্রাট্ যমের মর্ত্ত্য রাজধানী সরস্বতী তীরেই অগ্নিদেব আসিয়া তাঁহার সহিত বিপরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যেহেতু ৩।২৩।৪ ঋঙ্মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত নদী চতুষ্টয়ের তীরেই দেব সাক্ষাৎকারের নির্দ্দেশ আছে। এবং ১০।১৭।৯ ঋঙ্মন্ত্রে পিতৃগণ পিতৃরাটের হবন জন্য সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বর্ণিত আছে। সুতরাং বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, পামীর স্থিত ইলাপর্ব্বত হইতে বহির্গত সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরেই যম-রাজধানী সঞ্জীবনপুর এবং অগ্নি-উপাসক অসুরদিগের যিম-খয়েতর সঞ্জেমন সভা ছিল।

এই সকল সাদৃশ্য উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে, যিনি আমাদের যমরাজ, তিনিই অগ্নি উপাসকদিগের যিম-খয়েত, যিনি আমাদের বৈবস্বত যম, তিনিই অবেস্তার বৈবস্বত যিম, যিনি আমাদের মৃত্যুপতি যম, তিনিই জেন্দ-সাহিত্যের মৃত্যুপতি যিম, যিনি আমাদের সংযমন পুরের অধীশ্বর, তিনিই অসুর জাতির সঞ্জেমন সভার নায়ক। কিন্তু এত সাদৃশ্য থাকিলেও রাজা বা ক্ষত্রিয় কথার পরিবর্ত্তে যে 'খয়েত' শব্দ রহিয়াছে, এই 'খয়েত' শব্দ হইতে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ শব্দের আগম সম্ভব পর কি? উত্তরে বলিব—উভয় শব্দের আগমনই সম্ভব। অসুর "খয়েত" শব্দটী ক্ষত্রিয় হয় এবং ক্ষত্রিয়রূপেই খোদিত লিপিতে ব্যব-

হৃত হইয়াছে; ইহা ইতঃপূর্ব্বেই ডাক্তার তারাপুরওয়ালার মত তথা পারস্য সম্রাট্ দরায়ুষের নাক্সি-ই-রুস্তম্ ও বিহিস্তন শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াই দেখান গিয়াছে। এখন শুধু দেখিতে হইবে 'খয়েত' শব্দ হইতে 'কায়স্থ' শব্দ হইতে পারে কি না?

জেন্দ-সাহিত্যের আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় 'ক্ষ' ও 'খ' এর উচ্চারণের ভেদ নাই। শ্রীযুক্ত জীবনজীর সম্পাদিত সংস্কৃত অবেস্তার টীকায় 'ক্ষিন্নান্' শব্দের বিশ্লেষণে ইহার সন্ধান পাই। তিনি টীকাকার নওরিওসিং ধবলকৃত ভাষ্যের পাদটীকায় লিখিয়াছেন;—
(Pazend "stoh" correcting it into খিন্নান্ tired, despondent (ক্ষ for খ) মইনীওইখদ Notes P. 4. এবং Encyclopœdia religion &c ethics by James Hastings M. A. D. D. Vol. II. P. 270 বলিয়াছিলেন—The Sanskrit voiceless stops K. T. P. for example, are generally represented in *Avesta* by the sperants Kh, Th, F when followed by consonants"

উদ্ধৃত প্রমাণে দেখা গেল, অবেস্তিক ক্ষ ও খ এর উচ্চাচরণ ভেদ নাই এবং ক-ত-প এই তিনটী ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিতীয় বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না। আবার ইহাও দেখিতে পাই, সংস্কৃত 'ক' বর্ণটী নব্যতন আসুর ভাষায় পারস্য 'ক্ষ' রূপেও উচ্চারিত হইতেছে। সংস্কৃতে 'কংস্' বলিয়া যে একটী ধাতু আছে, অসুররাজ দরায়ুষ উৎকীর্ণ লিপিতে * তাহা 'ক্ষংস' রূপে রহিয়াছে, অথচ একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, খয়েত কি কয়েথ বা ক্ষয়েত, ইহার যেটীই বলা যাউক, কোনটীই প্রাচীন আসুর-জেন্দ-সাহিত্যে অশুদ্ধ নহে। ক স্থলে খ

---

* সম্রাট্ দরায়ুষ উৎকীর্ণ অনুশাসনের ৪র্থ কলম। History of Herodotus Vol. II P. 594.

এবং খ স্থলে 'ক'—কয়ত স্থলে কায়স্থ হওয়া দেশভেদে বিচিত্র নহে—নিয়ম বহির্ভূতও নহে। দেশভেদে যে এরূপ হয় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। চট্টগ্রাম হইতে উত্তরে কিশোরগঞ্জের অধিবাসীদের সহিত কথা বলিলে, তাঁহারা 'কাসি' স্থলে 'খাসি' কাঠের স্থলে 'খাট' এবং খাটের স্থলে কাট বলিবেন; মধ্যবঙ্গের আমরাও ভিক্ষু নামক ব্যক্তিকে সবাৎসল্যে 'ভিকু' এবং তাচ্ছল্যে 'ভিকা' বলিয়া ডাকিয়া থাকি। পালি প্রাকৃতেও দেখিতে পাই—ক্ষুদ্র স্থলে কুড্ড, * ধ্বাংক্ষ স্থলে ধংক † ঋক্ষ স্থলে ইক্ক ‡ রূপে ব্যবহৃত আছে। গণসূত্রে দেখিতে পাই—"ককৃথ" "খকৃথ" "গকৃষ" ধাতুত্রয়ের অর্থ হাস্য। ইহার 'মনোরমা' নাম্নী টীকায় বিবৃত হইয়াছে;—"হসনমিতি হাসঃ ককৃথতি, ককৃথটঃ, কবর্গ প্রমাদিরিতি গৌড়াঃ। খকৃথতি দ্বিতীয়াদি রীতি কাশ্মীরাঃ। গঘ্‌ঘতি তৃতীয়াদি রয়মিতি কেচিৎ ঘঘ্‌তি।" ঋক্ প্রাতিশাখ্যেও "খকারে চৈব-মূদয়ে ককারঃ খ্যাতে র্ধাতোঃ॥ (৬ পটল, ২১ সূত্র) উব্বট টীকা—"খকারে চোদয়ে খ্যাতে র্ধাতোঃ ককারঃ। খকার স্থলে ককারাগম নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় 'ককৃথ' ধাতুটী যে কাশ্মীর 'খকথ্' ধাতুতে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে কি মনে করা যাইতে পারে না যে ঐ কাশ্মীর প্রদেশের প্রান্তবর্ত্তী ইলাবৃতবর্ষের সরস্বতী নদীর তীরস্থ সঙ্গেমনপুরের অধীশ্বর

---

* পালি জাতকে আছে "মা ভন্তে তপবা ইধন্নিং কুড্ড নগরকে" দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৪৬ পৃ ১২ এবং "ইট্‌ঠন্নিং কুড্ড রাজস্স।" দীঘনিঃ, ২৪—১০২ পৃঃ ও পালিপ্রকাশ, সাধারণ কল্প ১।২০ সূত্র—কুড্ডো।

† "কথাদিসং জীবএ পবেযু ধংকা'তি" দীঃ নিঃ ১০৭ পৃঃ ও ধংকা তেরওকা জিব্‌হা কাকোলা চ অধোমুখা।" দীঃ নিঃ ২৭০ এবং পাঃ প্রঃ ১।২২ সূত্রের টীকা।

‡ "ককজা কত কত যাবাব ইকা গোণ সিয়াবহ, তথা—ইকা'তি অচ্ছা—ঋক্ষকথা" দীঃ নিঃ, ৫০৮ পৃঃ এবং পালিপ্রঃ ১।২১ ঋক্ষ ঃ—ইক্কো।

যমরাজাকে বেদবিরোধী মৃধ্রভাষী অসুরেরা 'খয়েত' বলিবে এবং দেবভাষা ভাষীরা কায়স্থ বলিবে? অসুরের ভাষা যে বিকৃত ইহা ঋক্‌বেদের ৭।৬।৩ ও ১০।২৩।৫ মন্ত্রে জানিতে পারা যায়।

এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, বিকৃত আসুর ভাষার ব্যবহার করিবে না। হাঁ, সত্য, আসুর ভাষার ব্যবহার করিবে না কিন্তু যে সকল আসুর ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে চলিয়া গিয়াছে তাহার কি হইবে? ঐ না মহাভারতের আদিপর্ব্বে আলোহ, শস্ত্র, কক্ষয়, শিশিরয় এবং কাথ শতপথ ব্রাহ্মণে উপেহি প্রভৃতি আসুর শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ফলতঃ উহা পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে, ন্যায়ভাষ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি-কুশল কুশাগ্রবুদ্ধি বাৎসায়ন কি বলিয়াছেন দেখুন। তিনি বলিয়াছেন,—"সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ ঋষ্যার্য্য ম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।" অর্থাৎ তিনি ঋষি হউন, আর্য্য হউন, অনার্য্য ম্লেচ্ছ হউন, যিনি প্রকৃত বস্তুর বোধ করাইতে পারেন, তিনিই আপ্ত পুরুষ।

আমাকে এই নীতির অনুসরণ করিয়াই বলিতে হইতেছে—ক্ষত্রিয়-বাচক 'খয়েত' কথাটী—যাহা দেশভেদে কায়স্থ স্থলে খয়েতরূপে উচ্চারিত হইত, সেই, যিম-খয়েত আমাদের সম্মুখে যম-কায়স্থ রূপে দেখা দিয়াছে। এ স্থলে সুধী পাঠক বলিতে পারেন, অসুরদিগের ক্ষয়েত বা খয়েত কথাটী সংস্কৃত ভাষায় কায়থ বা ক্ষত্রিয় হয় ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? তবে কি আমরা সকলে অসুর?

এতদুত্তরে বক্তব্য এই, আমাদের মাননীয় 'আদিত্য' দেবগণ পূর্ব্বে সকলেই অসুর নামে অভিহিত হইয়াছেন। তৎপর আদিত্যগণ দেবতা বলিয়া খ্যাত হন। 'ক্ষয়ত' শব্দটীও তদ্রূপ; পূর্ব্বে 'রাজা' শব্দের স্থলে

অনেকত্র 'ক্ষয়ত' ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা বেদ আলোচনায়ই জানিতে পারা যায়। দেবগণ যে অসুর বলিয়া কথিত হইতেন তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

প্র শংতমা বরুণং দীধিতী গীর্মিত্রং ভগমদিতিং নূনমশ্যাঃ।
পৃষদ্‌যোনিঃ পংচহোতা শৃণোত্বতূর্তপংথা অসুরোময়োভূ॥

ঋক্, ৫।৪২।১

এই মন্ত্রে বরুণ হইতে অদিতি পর্য্যন্ত পাঁচটী দেবতাকেই অসুর বলা হইয়াছে।

ধর্মণামিত্রাবরুণা বিপশ্চিতা ব্রতা রক্ষেথে অসুরস্য মায়য়া।
ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ সূর্যমা ধত্থো দিবি চিত্র্যং রথং॥

ঋক্ ৫।৬৩।৭

এই মন্ত্রে রাজা মিত্র ও বরুণকে অসুরের ন্যায় মায়াবী এবং সত্যের দ্বারা সূর্য্যকে ধরিয়া রাখেন বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত মন্ত্রে ঐ যে রাজা শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাজথঃ' বলা হইয়াছে, যাস্কের নিঘণ্টে (২।২১) 'রাজতি ও ক্ষয়তি' এই দুইটী শব্দ ঐশ্বর্য্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ঋক্ বেদের ৬।৫১।৪ মন্ত্রে আছে—"যূনঃ সুক্ষত্রান্ ক্ষয়তো দিবো নৄনাদিত্যাং" অর্থাৎ হে নিত্য তরুণ, নিরতিশয় বলশালী, নেতা স্বর্গের রাজা আদিত্যগণ! এই মন্ত্রে 'সুক্ষত্র' শব্দে অতিশয় বলশালী ও 'ক্ষয়ত' অর্থে রাজা করা হইয়াছে। 'ক্ষি' ধাতু শতৃ প্রত্যয়ে দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে (পাঃ ৩।২।১২৫) ক্ষয়তঃ হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র অন্য অর্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় পরবর্ত্তীকালে দেবাসুরের বিরোধের পর আর ঐ ক্ষয়ত শব্দটী রাজা কথার স্থলে বসিতে পারে নাই। ফলতঃ ক্ষয়ত বা ক্ষত্রিয় কিম্বা কায়স্থ লইয়া আর গোল থাকিতেছে না। শুধ

আশঙ্কা, আমরা তবে কি অসুর? বস্তুতঃ অসুর নয়কে—ঐ ত' উপরে বেদপ্রমাণে দেখান গেল—অদিতি এবং তৎসন্তানগণ সকলেই অসুর। আমাদের দেশে মৌলিকদিগের যে বংশগুলি আছে, তাহার মধ্যে আঙ্গিরস প্রবরের ভোজবংশটী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বংশ বেদেও দেখিতে পাই :—

ইমে ভোজা অংগিরসো বিরূপা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ।
বিশ্বামিত্রায় দদতো মঘানি সহস্রসাবে প্র তিরংত আয়ুঃ॥

ঋক্ ৩।৫৩।৭

অর্থাৎ দিব—স্বর্গের অসুরকুলের বীরসন্তান, গোত্র বিভ্রষ্ট আঙ্গিরস প্রবর ভোজগণ অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশ্বামিত্রকে ধনদান করিয়া আয়ুর্ব্বর্দ্ধন করুন।

'আঙ্গিরসঃ' বহুবচন দ্বারা অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণ যে বংশের প্রবর সেই সংস্কারচ্যুত অসুরকুলের বীর দেবলোকের সন্তান ভোজ। এই ভোজই যখন কায়স্থকুলে রহিয়াছে তখন তাহাদিগকে কায়স্থ বা অসুর বলিয়া অনুমান না করিবার হেতু কি? তবে এক কথা অসুর হইলেই যে দেব সন্তান নহে এমন নহে। কেননা, ঐ মন্ত্রেই ভোজদিগকে দেব-পুত্র বলা হইয়াছে। সায়ণ ইহাদিগকে "ভোজাঃ সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং কি চন্দ্রবংশীয় কি সূর্য্যবংশীয়, যিনি যে বংশই হউন না কেন তাঁহারা 'করণ' হউন আর 'নাগ' হউন সকলেই—যাঁহারা ঐ অসুর দেশে ছিলেন, তাঁহারাই ক্ষয়েত বা 'খয়েত' সংস্কৃতে কায়স্থ হইয়াছেন নতুবা সকলেই ক্ষত্রিয়। পরন্তু ঐ সকল দেব, অসুর ও মনুষ্য পূর্ব্বে এক স্থানেই বাস করিতেন ইহাও শ্রুতিপ্রমাণে জানিতে পারা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে ;—

"দেবান্ হ বৈ যজ্ঞেন যজমানাস্তসপত্না অসুরা দুধূর্ষা চক্রুস্তে দুধূর্ষন্তে

এব ন শেকুঃ ধুর্বিতুং তে পরাবভুবুঃ।" ১।৩।৩।৪০ অর্থাৎ দেবশত্রু অসুরেরা যজ্ঞে দেবতাদিগের অনিষ্ট করিতে নিজেরাই পরাভূত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছিল। "উভয়ে হ বা ইদমগ্রে সহাসুর্দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ তদ্ধ স্ম মনুষ্যাণাং ন ভবতি তদ্ধ স্ম দেবান্যাচন্ত ইদং বৈ নো নাস্তীদং নোঽস্ত্বিতি তে তস্যা এব বাক্কারৈঃ দ্বেষেণ দেবস্তীরভূতা।" ২।৩।২।৪ অর্থাৎ অগ্রে দেব ও মনুষ্য সকলে এক নিবাসেই বাস করিত, তৎপর দেবতারা দ্বেষবশতঃ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। *

দেবগণ এই ভাবে অসুর ও মনুষ্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া কি করিলেন, তাহাও ঋক্‌বেদ পড়িলে জানিতে পারি।

দ্বিতা বি বব্রে সনজা সনীলে অযাস্যঃ স্তবমানেভিরর্কৈঃ।
ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্নধারয়দ্রোদসী সুদংসাঃ॥

(১।৬২।৭)

যাহাকে যুদ্ধরূপ প্রযত্ন দ্বারা পাওয়া যায় না, স্তোতার স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্র স্বর্গসংলগ্ন পৃথিবীকে দ্বিধা বিভাগ-করিয়াছেন।

এই পৃথিবীতেই মানবেরা আসিলেন, অসুর ও দেবতারা কোথায় রহিলেন? এ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে "দিতেশ্চ বৈ সোঽদিতেশ্চেড়ায়াশ্চেন্দ্রাণ্যাশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ॥" ১৫।৬।২১ অর্থাৎ দিতি ও তাঁহাতে জাত সন্তানেরা ইড়া স্থানে গেলেন, যে স্থান ইন্দ্রাণীর প্রিয় ধাম (ইন্দ্রাণীর পিতা দিতি-নন্দন পুলোমা নামক অসুর)। শতপথ ব্রাহ্মণের ১ ।১।১৬ টীকায় সায়ণ এই অসুর-নিবাসকে ইড়ামুখ বলিয়াছেন। এবং অথর্ব্ববেদেও

---

* দেব ও মনুষ্য যে সমানযোনিজ ইহা ঋক্‌ ১।১৬৪।৩০ "অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ।" হইতেও জানিতে পারা যায়।

"বিরাজশ্চ বৈ স সর্বেষাম্ চ দেবানাং সর্বানাম্ দেবতানাম্ প্রিয়ং ধাম ভবতি যঃ এবং বেদ ॥ ২৩ ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, সেই বিরাজনগর পরবর্ত্তীকালে (বিরোধের পর) দেবতাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কি অসুর, কি দেব, কি মনুষ্য সকলেই ইলা পর্ব্বতে ছিলেন, তন্মধ্যে যাহারা মৃধ্রবাচী তাহারা ঐশ্বর্য্যনিলয় ক্ষত্রিয়কে ক্ষয়েত বা 'থয়েত', যাহারা সংস্কৃতবাচী তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিল। সুতরাং কায়স্থ শব্দটীর অসুর ভাষা হইতে আগত ব্যতীত অন্য প্রকারে ব্যুৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব কায়স্থ, ব্রাহ্মণ কি বর্ণসঙ্কর বৈশ্যাশূদ্রাজ বা মাহিষ্য বনিতা-সুনু কিম্বা পঞ্চমবর্ণ প্রমাণের আর অবসর থাকিতেছে না।

অনেকে বলিবেন—কায়স্থেরা লৌকিক বিদ্যায় অদ্বিতীয়, যদি তাহারা অসুর ভাবিত ক্ষয়েত বা থয়ত যমরাজারই স্বরাজ্য হইতে আগমন করিয়া থাকেন, তবে কি যম লিখিতেও জানিতেন? উত্তরে আমাকে বলিতে হইতেছে, হা সত্য, রাজা যম যিনি যিম-থয়ত তিনি লিখিতে পারিতেন। যম যে লিখিতেন ইহা অথর্ব্ববেদের ৬ষ্ঠ কাণ্ডে দুঃস্বপ্ন নাশের নিমিত্ত ৫ম অনুবাকের ৪৬ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় মন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—বিদ্ম তে স্বপ্ন জনিত্রং দেবজামীনাং পুত্রোসি যমস্য করণঃ। এই মন্ত্রে স্বপ্নকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলিতেছেন, হে স্বপ্ন! তুমি যমের লিখন। মনু-সংহিতার টীকায় কুল্লুক ভট্টও বলিতেছেন,—"করণং লেখ্যং।" ইহা ছাড়া ঐ বেদের ১২শ কাণ্ডের ৩য় অনুবাকে স্বর্গৌদন সূক্তে যমরাজার প্রভাব ও কার্য্যাবলী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ২২শ মন্ত্রে আছে—"বস্তদ্ দ্যুত্তং লিখিতমর্পণেন" এই সকল প্রমাণে যম যে লিখিতে জানিতেন, তাহা প্রমাণিত হয়।

অবেস্তিক বিম-থয়তও যে লিখিতে জানিতেন বেন্দিদাদ, ২য় খণ্ডে যমের

বীয় প্রকরণে ১১শ মন্ত্রে "Suwya" এই বাক্যের অর্থ করিতে কেহ রাজ-দণ্ড, কেহ তীর, কেহ কৃষিযন্ত্র, কেহ লিখন দণ্ড অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং অবেস্তিক যম লিখিতে জানিতেন, ইহা বলাও অন্যায় হয় না। অতএব সুধী পাঠকবর্গ! এখন দেখুন, যাঁহারা চিত্রগুপ্ত কি চিত্র অথবা মিত্রকে আদি কায়স্থ যমরাজার লেখক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহারা কি প্রমাদ করিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনার কতটা আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ কায়স্থ যাহারা যম-রাজ্যে ইলাবৃতবর্ষে, জম্বুদ্বীপের অন্ত্যে (পশ্চিম সীমান্তে)। সরস্বতী নদীর কূলে, শূদ্রদেশে—যে স্থলে পুষ্করে প ুরুষ প্রথম 'ওঁ' এই অক্ষর সন্দর্শন করেন, * তথাকার অধিবাসীরা সম্রাট্ যমের অনুগত প্রত্যয় বশতঃ রাজবাচী ক্ষয়েত বা খয়েত কথাটী হইতেই 'কায়স্থ' নামে পরিচিত হইয়াছেন! ইহা তাহাদের 'কায়স্থ' এই গরিমাময়ী আখ্যাতেই, তাহাদের লেথকতায়ই, তাহাদের ভূম্যধিকারিত্বেই, যোদ্ধবেশে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াতেই প্রমাণিত হইতেছে। অবেস্তিক, "যিম-ক্ষয়ত"ই "আমাদের রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে অনেক স্থলে "যমক্ষয়" † এবং এই যমরাজা সুক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় বলিয়া ঋকবেদেও বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব কায়স্থ এই জাতিকে লেথক না বলিয়া ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিলেই সনাতন বর্ণাশ্রম সমাজের দ্বিতীয় স্থলে ক্ষত্রিয় বর্ণে দেখিতে পাইবেন, একজন্যই তাহার বৃত্তি ও কর্ম্ম ক্ষত্রিয়োচিত সুতরাং কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্বে কোন প্রকার সংশয় হইতে পারে না। এই জাতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় বর্ণোচিত সংস্কারার্হ।

---

* ব্রহ্ম হ বৈ ব্রহ্মাণং পুষ্করে অসৃজে......স ওমিত্যেকমক্ষরমপশ্যৎ। (গোপথ ব্রাহ্মণং পূর্ব্ব ভাগ, ১ম প্রপাঃ ২ কং ১৫।

† সামবেদ ২।৩৬, মনু, ৬।৩১, রামায়ণ ২।১০৯।১১ মহাভারত ১৩।৬৭।১৭ 'যমক্ষয়' শব্দ আছে।

'চিত্রবাদ' প্রবন্ধে যম ও অগ্নির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিয়া কায়স্থেরা যে তাঁহার সন্তান নহে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে; এ স্থলে পুনরায় বৈবস্বত যমকে কায়স্থ জাতির মূলকেন্দ্রে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বাক্যবিরোধ উপলব্ধি হইবে। বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বে বর্ণিত অগ্নির অপর নাম যম, তিনি জরণশীল এবং যিনি কায়স্থের কেন্দ্রপুরুষ, তিনি যমরাজা, ইনিই ভূমণ্ডলের অধিপতি ও পরলোকে সুখ বিধাতা। বৈবস্বত যম যে পৃথিবীরই অধিপতি ছিলেন; ইহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মন্ত্রে ৭।১।৬।১ আছে;—

"সোমো বৈ সহস্রমবিন্দত্তমিন্দ্রোঽন্ববিন্দতৌ যমো ন্যাগচ্ছত্তাবব্রবীদস্ত মেঽত্রাপীত্যস্ত হীত্যব্রূতাং স যম একস্যাং বীর্যং পর্যপশ্যদিত্যং বা অস্য সহস্রস্য বীর্যং বিভর্তীতি তাবব্রবীদিয়ং মমাস্ত্বেতদ্ব্যবয়োরিতি তাবব্রূতাং সর্বে বা এতদেব তস্যাং বীর্যং পরি পশ্যামোঽংশমা হরামহা ইতি তস্যামংশমাহরন্ত।"

সায়ণ:—পুরা কদাচিৎ সোমো গোসহস্রমলভত। তমনুগম্যেন্দ্রোঽপি তদেব গোসহস্রমলভত। তৌ সোমেন্দ্রৌপ্রতি যমোঽপি ভাগং নিকায়মান আগচ্ছৎ। আগত্য চাত্র গোসহস্রে মমাপি কশ্চিদ্ভাগোঽস্ত্বিত্যব্রবীৎ। তাবপি তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকুরুতঃ। আদরার্থঃ প্লুতঃ। ততঃ স যমঃ পরীক্ষ্য তস্মিন্ সহস্র একস্যামুত্তমায়াং গবি সামর্থ্যমপশ্যৎ। তত ইয়মেকৈবাস্য গোসহস্রস্য বীর্যং বিভর্তীতি মনসা নিশ্চিত্যেয়মেব মমাস্তু যুবয়োরিতরৎ সহস্রমিত্যব্রবীৎ। তত স্তৌ সোমেন্দ্রাবেব মুক্তবন্তৌ সর্বেঽপি বয়ংমিলিত্বৈ তস্যামুত্তমায়াং গবিবীর্যং পরীক্ষ্য তস্যামংশমেকৈকং স্বীকুর্ম ইতি।"

ইহা দ্বারা বুঝা যায় শত সহস্রখণ্ডে বিভক্ত গোরূপা পৃথিবীকে রাজা সোম ও ইন্দ্র যখন ক্রমে আয়ত্ব করিয়াছিলেন, তখন রাজা সোমের ভ্রাতুষ্পৌত্র ও

ত্রিদশাধিপ ইন্দ্রের ভ্রাতুস্পুত্র যম সবিক্রমে পৃথিবীতে স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট পান নাই। বস্তুতঃ যম পৃথিবীর অংশমাত্র গ্রহণ করেন, ইহা ঠিক্ নহে। ঐ পুনঃ শুনুন ৫।২।৩।১ মন্ত্রে কি আছে ;—"যাবতী বৈ পৃথিবী তস্যৈ যম আধিপত্যং পরীয়ায়"। এই বাক্যে স্পষ্টই উপপত্তি হইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত তত্তাবৎ সমস্তই যমের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। জগতের আদি রাজা সোম পুরুষমেধ যজ্ঞোপলক্ষে চতুর্বর্ণ বিভাগ করেন, অতঃপর তাঁহার বানপ্রস্থ গ্রহণের পর ইন্দ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহার পর যম আসিয়া তাঁহা-দিগকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলে সোম ও ইন্দ্র তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—কায়স্থ যিম-খয়েতর অনুগত প্রত্যয়ী, অর্থাৎ তন্নিষ্ঠ জাতি, অতএব শাস্ত্র ইতিহাসবেত্তা সকলেই স্বীকার করি-বেন—কায়স্থ বিশুদ্ধ মৌলিক ক্ষত্রিয়, তাহারা বর্ণ-বিভাগের পূর্ব্বতন নহে তাহারাই বেদে ক্ষয়েত এবং পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয়,—স্থল বিশেষে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়বাদ

এতাবৎ যতগুলি বাদ উপস্থিত করা গিয়াছে, তাহার সকলগুলিরই শেষ সিদ্ধান্তে দেখা গিয়াছে—সমগ্র কায়স্থই ক্ষত্রিয় জাতি ; তথাপি আরও একটা সংশয় থাকিয়া যাইতেছে যে, কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় জাতিই হইবে, তবে তাহারা কোন দেশে করণ, কোন দেশে কায়স্থ, কোথায় রাজুক, কোথায় দিবির নামে অভিহিত হইয়াছে কেন? ঐ সকল স্থানে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় না বলিবার হেতু কি? আরও এক কথা, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের অনুকূলে এযাবৎ যে সকল প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিলেও স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্ম ত্যাগ বশতঃ জাতি সাঙ্কর্য্যের শঙ্কা অপনোদিত হইতেছে না। এবং ঐ যে অবয়বী গোত্র দ্বারা বাঙ্গালী কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহাতেও নবশাখাদি জাতির মধ্যে সমপদবী ও যজুর্ব্বেদানুসারিতা দৃষ্ট হওয়ায় বঙ্গীয় কায়স্থ তথাকথিত জাতিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা মানিয়া লইতে সঙ্কোচতা আসিয়া পড়ে।

উপরি উক্ত ভ্রমসংকুল শঙ্কা নিরাসের জন্য আমাকে ইহাই বলিতে হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়ই দেশ নামানুসারে করণ ও ক্ষত্রিয়ই যিমঞ্চয়েতর অনুগত প্রত্যয় হেতু কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে করণবাদ ও ক্ষয়তবাদ প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশদাক্ষরেই প্রমাণ করিয়াছি, বোধহয় কোন চেতস্বান ব্যক্তিই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'রাজুক' কথাটাও তদ্রূপ ক্ষত্রিয় জাতিত্বেরই পরিপোষক—জৈন প্রাকৃতে ব্যবহৃত "রাজু" শব্দেরই সংস্কৃত স্বরূপ। কিন্তু জৈন কল্পসূত্রে 'রাজু'

শব্দ প্রয়োগ থাকিলেও সম্রাট্ অশোকের উৎকীর্ণ গির্ণার পর্ব্বতের তৃতীয় লিপিতে "সব্বতবিজিতে মমযুতা চ রাজুকে * চ প্রাদেশিকে চ পংচসু পংচসু বাসেসু অনুসংযানং নিয়তু" ইত্যাদি পাঠ আছে পরন্তু "প্রিয়দর্শীর দ্বিতীয় স্তম্ভ লিপিতে "দেবানং-পিযে পিযদসি-লাজ হেবং-আহ সড়ুবীসতিবসাভিসিতেন মে ইযং ধংমলিপি লিখা'পিত লাজুকা মে বহুসু পানসতসহসেসু জনসি আযত তেসং যে অভিহালে ব দণ্ডে ব অতপতিযে মে কটে কিং তি লজুক অস্বথ অভীত কংমানি পবতযে বু তি জনস জানপদস হিতসুখং উপদহেবু অনুগহিনেবু চ।" † ইত্যাদি আছে।

রাজুক ও লজুক রলয়োরভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে সুতরাং উহার একটা সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি করিলেই প্রকৃত কথাটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি এস্থলে জৈন কল্পসূত্রের 'রাজুক' শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রকাশের চেষ্টা করিব। সংস্কৃত 'রাজ্' ধাতুটীর প্রতি পাঃ ৩।২।১৬৫ সূত্রানুসারে যদি "উকঃ" প্রত্যয় করা যায় তবে শীলাদি অর্থে অর্থ হয় লেখক—লিপি প্রবর্ত্তক। অতএব রাজার জাতির যাঁহারা লিপি-প্রবর্ত্তক, তাঁহারাই 'রাজুক' বা 'লজুক' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় রাজুক বা লজুক কথাটী ক্ষত্রিয় স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, তাহা আর আলোচনার প্রয়োজন করে না।

অতঃপর 'দিবির' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব উহার মূল প্রকৃতি কোথায়? এ বিষয়ে মহারাজ জয়নাথের তাম্রশাসনের উৎকীর্ণ 'দিবির' শব্দের আলোচনায় Dr. Bulher Indian Palæography

---

* Epigraphia Indica, Vol, 11. P. 254. † Epigraphia Indica Vol. 11. 252. ও 253. P. "লজুকের" লকার যে র এর পরিবর্ত্তে বসিয়াছে পিয়দসি 'লাজ' এই প্রয়োগেই তাহা বুঝা যাইতেছে, কারণ উহার সংস্কৃত উচ্চারণ 'প্রিয়দর্শী রাজ'।

P. 5 & Indian Studies Vol III. P. 21, আলোচনা মুখে অনুমান করিয়াছেন—লিপি এই শব্দটী প্রাচীন পারসিক ভাষায় লিখিত কীলরূপা শিলালিপির 'দিপি' হইতে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন * কুশান রাজারা 'লেখক শব্দের পরিবর্ত্তে 'দিবির' শব্দের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু মহারাজ জয়নাথের উক্ত তাম্রশাসনের অনুবাদক ডাক্তার ফিলিট্ লিখিয়াছেন "Divira is a technical official title." কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনীতেও দিবিরের উল্লেখ আছে, তাহাতেও দিবির শব্দে লেখক বা কায়স্থ অর্থ হয় এমন কিছু বুঝা যায় না। দিবির কথাটী লইয়া যে শ্লোক আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া কৌতূহলী পাঠকের সংশয় দূর করিতেছি :—

"নিসর্গবঞ্চকাবেশ্যাঃ কায়স্থোদিবিরোবণিক্।
গুরূপদেশোপস্কারৈ বিশিষ্টাঃ সবিষয়াশিষোঃ ॥"
(৮।১৩১) *

হিতবাদীর অনুবাদঃ—'বেশ্যা, বণিক্, রাজকর্ম্মচারী এবং লেখক এই চারি শ্রেণী স্বভাবতঃই বঞ্চক, ইহার উপর যদি গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হয়; তাহা হইলে তাহারা বিষধর অপেক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করে।'

এক্ষণ পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, "দিবির" শব্দটী যে ক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে কিম্বা "কায়স্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে প্রয়োগ হইয়াছে একথা সম্ভবতঃ কেহই বলিতে পারিবেন না। কুশান নরপতির ব্যাক্ট্রিয় পালি ভাষায় উৎকীর্ণ ১১ সম্বতের লিপিতে 'দিবির' কথা থাকিলেও উহা প্যার্থিয়ান্ দেশের ব্যবস্থাই বলিতে হইবে। তথাপি শব্দটী যখন সংস্কৃতে প্রয়োগ আছে এবং রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদক "দিবির" শব্দের রাজকর্ম্মচারী অর্থ

* শান্তিনিকেতন, আষাঢ়, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

করিয়াছেন, তখন উহার সংস্কৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কিরূপ হয় দেখা যাউক ;—'দিব্' ধাতুর ক্রীড়া, বিজিগীষা ব্যবহার, দ্যুতি, স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি, গতি এবং মর্দ্দন এই কয়টী অর্থ। তদস্য অস্তি এই অর্থে নিত্যযোগে ইন্ প্রত্যয়ে মর্দ্দনকারী, তান্ রক্ষতি 'র' দিবির উৎপীড়ন হইতে যিনি রক্ষা করেন এমন যে রাজকর্ম্মচারী এই অর্থে ক্ষত্রিয়ই বুঝায়।

ক্ষত্রিয় কায়স্থ জাতি স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে একথা উঠিতেই পারে না। এখানে কথা হইতেছে, স্বধর্ম্ম কি? যাহা পিতৃ পিতামহাদির আচরিত ধর্ম্ম, যাহা স্ববর্ণ বিহিত ধর্ম্ম তাহাই স্বধর্ম্ম নামের বিষয়ীভূত। এই স্ববর্ণ বিহিত ধর্ম্মের প্রেরণা, ইহা স্ববর্ণ বিহিত বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়ের স্ববর্ণ বিহিত বেদ যজুই, ইহা এই গ্রন্থের, ১০৬ পৃষ্ঠায়, পাদটীকায় শ্রুতি বচনে প্রদর্শিত হইয়াছে। কায়স্থেরা সর্ব্বত্র সকল দেশেই জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত তাবৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানেই যজুর্ব্বেদানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সুতরাং কায়স্থ স্বধর্ম্ম ত্যাগী ইহা ঠিক নহে। অতএব নিম্নোদ্ধৃত বচন কায়স্থের স্বধর্ম্ম কর্ম্মের বাধক নহে।

"যস্য বেদশ্চ বেদিশ্চ বিচ্ছিদ্যেতে ত্রিপৌরুষম্।
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নাম যশ্চ বৈ বৃষলীপতিঃ॥"

এই স্মৃতি-নিবন্ধের উক্তি দ্বারা দুর্ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশিত হইলেও ইহাতে দুঃক্ষত্রিয় দুর্বৈশ্যও বাদ পড়ে নাই সত্য, কিন্তু কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়ের যজুর্ব্বেদ অনুমোদিত কর্ম্ম অনবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসিতেছে ইহা উপরেই দেখান গিয়াছে। অতঃপর বেদি উহা যজ্ঞীয় পশু-বন্ধন বেদি হইলেও বেদের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারেই উহার বিচ্ছিন্নতার শঙ্কা থাকিতেছে না ; কারণ পশুযাগ নিত্য কেহ করেন না, ব্রাহ্মণেও যেরূপ

করেন, কায়স্থেও তদ্রূপই করেন। পরন্তু ঐ যে ‘বৃষলী পত্নীর’ কথা বলা হইতেছে, উহা আলোচনার বিষয়ই থাকিতেছে না। কারণ যাহারা বৃষলীপত্নী গ্রহণ করেন, তাঁহারা'ত হিন্দুর বর্ণাশ্রম সমাজের বাহিরেই চলিয়া যাইতেছেন। তবে যে, সমান পদবিক্ নবশাখাদির সমজাতিত্বের কথা বলা হইয়াছে, হা ঐ সমজাতিত্ব ও যজুর্ব্বেদানুমোদিত কর্ম্ম স্বীকার করিলেও, ওই সকল কায়স্থেতর জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতিত্বে সংশয় রহিয়াছে। কারণ ঐ সকল জাতির যেমন ক্ষাত্রকর্ম্ম নাই, তেমন বৈশ্য কর্ম্ম পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে; পরন্তু বৈশ্যবর্ণের স্বধর্ম্ম প্রযোজক-ঋক্‌বেদের সহিত উহাদের কোনই সম্পর্ক নাই, এ নিমিত্ত তত্তাবৎ জাতিসমূহকে কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভূক্ত বলিতে পারা যায় না, সুতরাং কায়স্থ জাতিকে তৎ সমপদবিক নবশাখাদি জাতির সমান সঙ্কর-জাতি বলিবার কিছু থাকিতেছেনা।

ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ম্ম মুখ্যতঃ প্রজাপালন ও রক্ষণ। কায়স্থ জাতি সর্ব্ব ভারতেই আবহমানকাল যাবৎ কাশ্মীর হইতে কুমারিকা এবং কামরূপ হইতে কচ্ছ প্রদেশ পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল কায়স্থই প্রজা পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহা ‘ক্ষত্রেতবাদ’ প্রবন্ধে বিম-থয়েতর অনুগত প্রত্যয়বশতঃ ক্ষত্রিয়ের কায়স্থ সংজ্ঞা হওয়ার কথায় যেমন প্রমাণ করা গিয়াছে, তেমন সেই যমরাজার লেখন অথর্ব্ববেদে করণ বলিয়া বর্ণিত থাকায় ও তাঁহার দণ্ড গ্রহণের কথা থাকায় তদনুগত প্রত্যয়ী কায়স্থ জাতিকে স্বকর্ম্মচ্যুত বলিতে পারি না। কারণ দণ্ডের স্বরূপ মহাভারতের নিম্নোদ্ধৃত বচনাটি পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে। যথা;—

“একপ্রয়োজনশ্চৈব দণ্ডঃ ক্ষত্রিয়তাং গতঃ।
রক্ষন্ প্রজাঃ স জাগর্ত্তি নিত্যং সবহিতোঽক্ষরঃ॥”
(১২।১২১।৪০)

দণ্ডের ক্ষত্রিয়ত্ব কিসের জন্য? না—সে সর্ব্বদা প্রজা রক্ষণের জন্য জাগ্রত বা উদ্যত থাকে এবং সে অক্ষর অর্থাৎ বিনাশ রহিত; তাহা কিরূপ, না—অনুশাসনসমূহ তদ্দ্বারা লিখিত বা অঙ্কিত হইয়া অবিনশ্বর থাকে।

কায়স্থের দ্বারা অক্ষর-বিজ্ঞানের উৎপত্তি এই দণ্ডের অঙ্কণ হইতেই, এবং ইহা এখনও কায়স্থের সহিত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আছে, এমতাবস্থায় কায়স্থ যে স্বকর্ম্ম চ্যুত হয় নাই, ইহা স্থিরধী কোন মহাত্মা অস্বীকার করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না, সুতরাং তাহার প্রতি সাঙ্কর্য্যের আশঙ্কাও আর থাকিতেছে না।

আরও একটী কথা এই,—বঙ্গে আগত পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ লোক-প্রবাদ আছে, তাহার মূলে যদি সত্য থাকে, তাহা হইলে ত তাঁহাদিগকে অর্থাৎ গুহ ও বসু বংশকে যম-থয়েতর অনুগতপ্রত্যয়ী কায়স্থ না বলিয়া বরং প্রাচীন সেমেটিক প্রাকৃতের "থৈ" ধাতুর লিখন অর্থে 'কঅথ' কায়স্থ বলিতে হয়। কারণ গুহবংশ কি বসুবংশ বৈবস্বত যমের রাজধানী সংযমনপুরের বা তৎ সন্নিহিত শূদ্রদেশে ছিল, ইহা মনে হয় না—বিশেষতঃ বঙ্গের কুলীন গুহ কাহার সন্তান? যিনি যশ্মাতুর গুহ, তিনি ত চিরকুমার সুতরাং আমাদের কুলীন গুহ তাঁহার কেহ নহেন। দ্বিতীয় রাজস্থানের প্রসিদ্ধ গোহিলট্ট এর অন্যতম নাম 'গুহ' তাঁহারও আর্যগোত্র বশিষ্ঠ; এজন্য বঙ্গের গুহকে তাঁহারও সন্তান বলা যায় না। সুতরাং তৃতীয় যে গুহ আছেন, যাঁহার পরিচয় মহাভারত ১২।২০৭।৪২ এবং বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ু পুরাণে পাওয়া যায়, তাঁহাকেও অনার্য্য অন্ধ্র, পুলিন্দ, মদ্র ও শবরের সহিত উল্লেখ দেখিতে পাই, বঙ্গের প্রসিদ্ধ গুহকে তাঁহার সন্তানই বলিতে হয়। বস্তুতঃ বঙ্গে যে দুইটী গুহবংশ তাহার একটিকে মহাভারতে

বর্ণিত সেই দাক্ষিণাত্যে প্রখ্যাত নরশ্রেষ্ঠ গুহকে,—পুরাণে বর্ণিত কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের অধীশ্বর সেই গুহকে কশ্যপ গুহের গোত্র পুরুষ বলিতে পারা যায়। এই গুহ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিলেও অনার্য্য নহেন, যেহেতু তৎসহ উল্লিখিত উঁহারা সকলেই বিশ্বামিত্রের পুত্র, ইহা শ্রুতি পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ;—

"তস্য হ বিশ্বামিত্রস্যৈকশতং পুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ চ পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ। তদ্ যে জ্যায়াংসো ন তে কুশলং মেনিরে তানন্বব্যাজহারান্তান্বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টেতি তে এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মুতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৩।৬

পাঠক বলিবেন—বিশ্বামিত্র যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে স্ববিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিলেন, যাহাদের মধ্যে শ্রুতি অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর পুলিন্দের নাম করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে যখন গুহের নাম নাই বিশেষতঃ গুহের বিশ্বামিত্রও আর্ষ গোত্র নহে, তখন তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের সন্তান কি প্রকারে স্বীকার করিব? "সর্ব্বেনরবরাঃ" এই এক বিশেষণে এবং শ্রুতিতে বর্ণিত বিশ্বামিত্র ঋষির পরিত্যক্ত সন্তানদের সহিত একত্র উল্লেখ থাকায়, গুহকে বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশৎ পুত্রের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। গুহের যে বিশ্বামিত্র গোত্র নাই তাহার হেতু বৌধায়নসূত্রের বিধান ক্রমে তাঁহার গোত্র দাক্ষিণাত্যে বাস বশতঃ অজ্ঞাত থাকায় "অথাসংপ্রজ্ঞাত বন্ধুরাচার্য্যা মুমায়ন মনুপ্রব্রণীতাচার্য্য প্রবরং বৃণীতে।" (বৌধায়ণ শ্রৌতসূত্রে) কশ্যপ বংশীয় কোন ঋষির আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায় কশ্যপ গুহের গোত্র হইয়াছেন। অপর যে কাশ্যপ গোত্রীয় গুহ এদেশে আসেন, তাঁহাকে "অগ্নিকুলদীপকঃ" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কর্ণ-দিগ্বিজয়ে দেখিতে পাওয়া যায়,—

ভদ্র ও রোহিতকৃদিগের সহিত 'আগ্নেয়ান্' অর্থাৎ আগ্নেয় (বনপর্ব্ব, ২৫৩;২০) ক্ষত্রিয় বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই অগ্নি বংশকে কুলীন গুহের সূতিকাগৃহ বলিয়া মনে হয় এবং তাহা হইলে বিম-খয়েত হইতে তাহার কায়স্থত্ব আসিবার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। অতএব কি কুলীন কি অকুলীন কোন গুহের ক্ষত্রিয় জাতিত্বে সংশয় হয় না ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আগ্নেয় বংশ ভদ্রাদির সহিত যে স্থলে উক্ত হইয়াছেন সেইদেশ শূদ্রদেশ মধ্যে, যমরাজধানীর নিকট সুতরাং অগ্নিবংশ প্রভব গুহকে বিম-খয়েতর অনুগত প্রত্যয়ী কায়স্থ বলিতে বাধা দৃষ্ট হয় না।

বসু বংশ—এই বংশের একস্থলে বর্ণিত আছে "বসু বংশ সম্ভবাঃ চৈদ্য-কুলাম্বুজঃ" অন্যত্র আছে "বসুকুলস্য দীপকঃ, গৌতমগোত্রতঃ।" সুতরাং বসু বংশের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণে কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে দেখিতে পাই "স চেদি বিষয়ং রম্যং বসুপৌরবনন্দনঃ" অর্থাৎ বসু চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। বসুবংশ বৈদ্যবংশের এক শাখা হইলে তাহাকে যম কায়স্থ বলিতে পারা যায় না সত্য কিন্তু এই বংশ যে পশ্চিমে শূদ্র দেশে ছিলেন না এমন কথা বলা যায় না, কারণ বসু ও মিত্র বংশ বৈদিক যুগে মেরুর পশ্চিমে ছিল, ইহা মিত্রবংশের সহিত বসুবংশের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বসু ও মিত্রবংশ যে বৈদিক যুগেই ছিল, ইহা ঋক্-বেদের ১।১৭০।৫ মন্ত্রে অগস্ত্য কর্ত্তৃক ইন্দ্র স্তুতিতে জানিতে পারা যায় ;—

"ত্বমীশিষে বসুপতে বসূনাং ত্বং মিত্রাণাং মিত্রপতে ধেষ্ঠঃ।
ইংদ্র ত্বং মরুদ্ভিঃ সংবদস্বাধ প্রাশান ঋতুথা হবীংষি॥"*

অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তুমি ঈশিষ নিবাসী বসুদিগের বসুপতিবৎ, তুমি মিত্রদিগের বংশ-পতি ধেষ্ঠের স্বরূপ; তুমি মরুদ্গণের সহিত বল যে আমাদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে এবং যথাসময়ে অর্পিত হব্য ভক্ষণ

* এই মন্ত্রে বসু ও মিত্র বংশ যে ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কর। এই যে বেদোক্তি ইহা দ্বারা বসু ও মিত্রবংশ প্রাচীন কালে এক দেশে ছিল ইহা অনুমিত হয়, অতএব মিত্রবংশ কোথায় ছিল তাহা দেখা যাউক।

মিত্র বংশ—এই বংশের পরিচয়ে "বিভাতি মিত্র বংশসিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ" অন্যত্র আছে "মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসঃ"। এই বর্ণনায় কালিদাস কোন্ মিত্রের বংশধর বুঝিবার উপায় নাই। অবশ্য প্রথম বর্ণনায় এই বংশটী যে বিশাল তাহাই বুঝা যায়। তবে কি এই বংশ বেদ বর্ণিত সম্রাট্ মিত্রের গোত্রাপত্য? না তাহা নহে, তিনি বংশহীন; সম্রাট্ মিত্র, অদিতি গর্ভজ এবং কশ্যপ ঔরসজ, কশ্যপই তাঁহার আর্যগোত্র; তবে কি খিলহরিবংশে ১।৩২।৭৬ বর্ণিত কাশীরাজ দিবোদাস সন্তান মিত্রয়ুর বংশধর? না তাহাও নহে, যেহেতু সেই মিত্রয়ুর পিতা রাজা দিবোদাস; তিনি যে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করেন, ভরদ্বাজ তাঁহার ঋত্বিক্ হন, তাহাতে এই বংশের ভরদ্বাজ গোত্র হয় (মহাভারত ১৩।৩০।২৯)। তবে কি মহাভারতে ৮।৬।২৫ শ্লোকে বর্ণিত পাঞ্চাল্য মিত্রবর্ম্মা অন্বয়? না তাহাও নহে। ঐ পাঞ্চাল্য বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগেরও কণ্বমৌদ্গল্য গোত্র, আঙ্গিরস প্রবর (খিলহরি বংশ ১।৩২।৬৮) তবে কি কর্ণপর্ব্বের ২৭।৩ ও ১০ শ্লোকে বর্ণিত সৌশ্রুতি মিত্রবর্ম্মাই কালিদাস মিত্রের গোত্র পুরুষ? না ইঁহাকেও কালিদাসের গোত্রপুরুষ বলা যায় না। কেননা ঐ অধ্যায়ের উপক্রম শ্লোকে দেখিতে পাই—মহাবীর অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব ও নারায়ণী সৈন্য এবং কৌরবদিগের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহাতে সৌশ্রুতি মিত্রবর্ম্মাকে ঐ তিন দেশের কোন এক দেশের রাজা ভিন্ন বঙ্গীয় মিত্রের মূল পুরুষ বলিতে পারা যায় না। তবে কি মহাভারত ১২।১২৬।৮ হৈহয়ানাং কুলে জাতঃ সুমিত্র মিত্র নন্দনঃ॥ * যিনি আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, কালিদাসকে কি সেই সুমিত্রের পিতা

মিত্রকে বংশ প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে? না তাহাও বলা যায় না; কারণ হৈহয় বংশে মহর্ষি ভৃগু, গোত্র-প্রবর্ত্তক (মহা ১৩৩০।৫৭) বিশেষতঃ বঙ্গের মিত্রবংশ বিশ্বামিত্রেরই সন্তান বলেন, এ মিত্র'ত বিশ্বামিত্রের কেহ নহেন। হা সত্য বটে, মিত্র বংশের যে আর্ষগোত্র প্রবর প্রচলিত আছে, তাহাতে বিশ্বামিত্রের পুত্র শ্যামায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, সৈন্ধবায়ন, বভ্রু কারীষ, সংশ্রুত ও সুশ্রুত এই আট পুত্র ব্যতীত স্বয়ং বিশ্বামিত্র ও তাঁহার অন্যতম বিয়াল্লিশ পুত্রের সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাই মৎস্য পুরাণে দেখিতে পাই—

> শ্যামায়না যাজ্ঞবল্ক্যাজ্জাবালাঃ সৈন্ধবায়নাঃ।
> বাভ্রব্যাশ্চ কারীষাশ্চ সংশ্রুত অথ সৌশ্রুতাঃ॥
> ত্র্যার্ষেয় প্রবর স্তেষাং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
> বিশ্বামিত্রোদেবরাত উদ্দালশ্চ মহাতপাঃ॥

অবশ্য "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বকম্" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধে কাত্যায়ন লৌগাক্ষির যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আছে,—অথ বিশ্বামিত্রান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। * * * অথ সৌশ্রুতাঃ তেষাং ত্র্যার্ষেয়ং প্রবরো ভবতি' বৈশ্বামিত্রদৈবরাতৌ দলেতি। উদলবদ্দেবরাতবদ্বিশ্বামিত্র বদেতি।" ফলতঃ স্মৃতিমতে সুশ্রুতই হউন অথবা তাঁহার* শ্যামায়ন প্রভৃতি অন্য সাত ভাইদের কেহ হউন ইঁহাদের মধ্যে যিনি মিত্রবংশের ঋত্বিক্ হইয়াছেন, তিনিই আমাদের মিত্র বংশের বিশ্বামিত্র গোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা হইলেও কর্ণপর্ব্বে যখন সুশ্রুত-পুত্র মিত্রবর্ম্মা রহিয়াছেন, তখন কালিদাসকে তাঁহার বংশধর বলা অসমীচীন হয় না। কেননা কালিদাস মিত্র কান্যকুব্জ

* এই সুমিত্র উপাখ্যানে থাকিলেও আদিপর্ব্ব ৬৭ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোকে সুমিত্রো জন্মের কথা আছে।

হইতে আইসেন, বিশ্বামিত্রের রাজধানী কান্যকুব্জে ছিল। তিনি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দেশেই বাস করেন ;—"যাঃ প্রাচীস্তাভির্বসিষ্ঠ আগ্নেয়া দক্ষিণা তাভির্ভরদ্বাজো যাঃ প্রতীচীস্তাভির্বিশ্বামিত্রো যা উদীচীস্তাভির্জমদগ্নিঃ।" (কৃষ্ণযজুঃ ৫।২।১০।৫) সম্ভবতঃ এই সময় বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুত হয়ত মেরুর পশ্চিম নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবেন, সেজন্য তিনি যে কান্যকুব্জের একথা কর্ণপর্ব্বে উল্লেখ নাই। অতএব ইহা দ্বারা বসু ও মিত্রবংশকে মেরুর পশ্চিম কেতুমাল বর্ষের যিম-খয়েতর অনুগত প্রত্যয়ী বলা যাইতে পারে। শুধুই কি এই তিনবংশ ?—আমাদের ঘোষ বংশটীও ঐ দেশ হইতে আসিয়াছেন।

ঘোষ বংশ—এই বংশ পরিচয়ে একস্থলে আছে "ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং সূর্য্যধ্বজধরঃ এবং অন্যত্র আছে—"মকরন্দোমহাকৃতি ঘোষবংশ শিরোমণিঃ" এই প্রমাণে মকরন্দকে সূর্য্যের চিহ্নিত ধ্বজ ধারণকারী সূর্য্য বংশীয় ঘোষ বংশের সন্তান বলিতে পারা যায়। কিন্তু চিত্রগুপ্তবাদীরা ইঁহাকে কখনও চিত্রগুপ্তের সন্তান শূরসেন নগরে বাসের জন্য সূর্য্যধ্বজ, কখনও বা চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, আবার কখনও মহাভারতের ১।১৮৬।১০ শ্লোকের সূর্য্যধ্বজ নামক ক্ষত্রিয় কুমারকে বংশের মূল পুরুষ বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, মকরন্দরের পরিচয়ে অবয়বী গোত্রের নির্দ্দেশ রহিয়াছে সুতরাং তাহাতে সূর্য্যধ্বজ হইতে কি ভানু শূরসেন দেশে বাস করায় গোত্র বা পদবী হয় নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না। এই অবয়ব গোত্রটী শ্রুতজ্ঞানসম্পন্না নারী হইতেই হইয়াছে। ইহাতে আবার অনেকে বলিবেন; কখনও নারী হইতে বংশের প্রবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, নারী অদিতির সন্তানই আদিত্য, দনুর সন্তানই দানব, দিতির সন্তানই দৈত্য, কদ্রুর কুমারেরা কাদ্রবেয় বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব করিয়া আসিয়া-

ছেন। অতএব যাহা সত্য তাহার নাম বলিয়া পরিচয় দেওয়াই কর্ত্তব্য।

রাজকন্যা ঘোষা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। আমার মনে হয় সেই জন্য মকরন্দ ইঁহাকে স্বীয় গোত্রে স্থান দিয়াছিলেন। ঋক্‌বেদে ১০।৪০।৫ দেখিতে পাই, ঘোষা আত্ম পরিচয় দিয়াছেন "যুবাং হ ঘোষা পর্য্যশ্বিনা যতী রাজ্ঞ উচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা।" এই যে রাজার দুহিতা বলিয়া ঘোষা আপনাকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট পরিচয় দিলেন, ইহার পিতা পজ্রিবংশীয় কক্ষীবান্ ঋষি সিন্ধুদেশের অসুররাজ স্বনয় বা ভাবযব্যের কন্যা বিবাহ করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি দাস দাসী রথ, অশ্ব পাইয়া পিতা সুবীরকে দিয়াছিলেন, (ঋক্‌বেদের ১।১২৫।১ মন্ত্রে বর্ণিত আছে।) ইহাতে কক্ষীবানও যে রাজপুত্র ছিলেন মনে হয়। পরন্তু আচার্য্য শৌনক "শাকল সর্ব্বানুক্রমণি"তে ঋক্‌বেদের মণ্ডলের ও মন্ত্রের প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিতে 'সুহস্ত্যো ঘোষেয়ঃ' এইরূপ প্রয়োগ করায় স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ঘোষার পুত্র পিতৃ-নাম পরিহার করিয়া সমধিক যশস্বিনী মাতার নামেই স্বীয় বংশের পরিচয় দিয়া সুহস্ত ধন্য বোধ করিতেছেন। (১) মহাভারত ৩।৯০।১২ আছে—রথবিতি দার্ভ্য হইতে নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার জন্য 'দাল্‌ভ্য ঘোষ' নামক একব্যক্তি স্বনামে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এই ভাবে ঘোষবংশের ক্রমিক পরিচয়ে মকরন্দের গোত্র ঘোষা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং সূর্য্যধ্বজ ধারণ করায় তথা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

(১) শুধু কি শৌনক সর্ব্বানুক্রমণিতেই আছে, মূল শ্রুতিতেও আছে..."প্র যা ঘোষে ভৃগবাণে ন শোভে যয়া বাচা যজতি পজ্রিয়ো বাং। প্রৈষযুর্ন বিদ্বান্॥' ঋক্ ১।১২০।৫ যথার্থ—তোমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র (সুহস্ত্য ও ভৃগু) দ্বারা উচ্চারিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল সেই স্তুতি দ্বারা পজ্রি-বংশীয় (আমি কক্ষীবান) তোমাদিগকে অর্চ্চনা করিতেছি (রমেশ)। মন্ত্রের 'ঘোষে' এই শব্দের অর্থ ঘোষবংশে জন্ম সুতরাং ঘোষা হইতেই ঘোষ বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে সংশয়ের অবসর নাই।

সভায় ক্ষত্রিয় রাজকুমার সূর্য্যধ্বজের দর্শন পাওয়ায় উভয় অভিন্ন বংশ বলিয়া মনে হয়। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, রাজ-দুহিতা ঘোষা যে ক্ষত্রিয় তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, প্রাচীনকালে রাজা ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপরে হইতে পারিত না; এজন্য মনুসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন, "রাজন্ শব্দঃ ক্ষত্রিয়জাতৌ মুখ্যঃ। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২০।১ টীকায় কর্কোপাধ্যায় বলিয়াছেন "রাজ শব্দোঽভিষেকবতি ক্ষত্রিয়ে বর্ত্ততে।" শতপথব্রাঃ ৫।১।১।১ আছে—"ক্ষত্রং হীন্দ্র ক্ষত্রং রাজন্যঃ" অর্থাৎ তৎকালে শুধু রাজা বলিতে একমাত্র ক্ষত্রিয় বুঝাইত। অতএব ঘোষা যে ক্ষত্রিয় কন্যা তাহাতে সংশয় নাই। এই ভাবে মহাভারতে ৩।২৬৪।১০ সৌবীর রাজকুমার গুপ্তকে পাইতেছি, এই বংশটীকে ঘোষ বংশের মাতামহ কুল বলিতে পারি, কারণ ঋক ১।১২৫।১, মন্ত্রে ঘোষার পিতা কক্ষীবান সুবীরের পুত্র; সুবীর ইলাবৃত বর্ষে বাস করিতেন, ইহা ১।৪০।৪ ঋকমন্ত্রে আছে। মহাভারতের সৌবীর রাজ্য সিন্ধুর উত্তরে। অত-এব কি গুহ কি বসু কি তৎসহ উল্লিখিত মিত্রবংশ কি ঘোষ বংশ বঙ্গের কুলীন, মৌলিক প্রভৃতিকে বিবস্বত যিম-থয়তের অনুগত প্রত্যয়ী কায়স্থ না বলিয়া হ্যামেটিক প্রাকৃতের 'স্খে' ধাতুর লেখক কঅথ হইতে কায়স্থ বলা সমীচীন নহে। যাহা হ্যামেটিক 'স্খে' তাহাই আমাদের সস্কৃত 'কৈ' ধাতু (৮।২।৫৩ পাঃ)। স্খে ধাতুর অর্থ যেমন লিখন, আমাদের সংস্কৃত কৈ ধাতুর অর্থও তেমন ভ্বাদিগণেও বিভিন্ন অর্থ দৃষ্ট হয়। হ্যামেটিক ও সেমিটিকে শ ও ষ দুইটী বর্ণ নাই আবার 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণ নাই, এজন্য খ এর সাহায্যে ক্ষয়ের কার্য্য সাধিত হয়। স্খে স্থলে কৈ ধাতুর অর্থ মূলতঃ একই প্রকার। অতএব কায়স্থেরা কি বঙ্গে কি বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বদেশেই তাঁহারা-বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ইহা সর্ব্বতোভাবেই শাস্ত্রসম্মত।

সাবিত্রীবাদ

কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় এ সম্বন্ধে এখন সম্ভবতঃ আর কাহারও সংশয় থাকিতেছে না। কায়স্থ যদি নিঃসংশয়িত ভাবে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন হইল তবে তাহার ব্রাত্যতা লইয়া সমাজে অবস্থান করা উচিত, কিম্বা ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কারে সংস্কৃত হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই সম্প্রতি আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে এদেশে কেহই আর আর্য্যবর্ণ-ত্রয়ের বাহিরে অবস্থান করিতে সম্মত নহে। আবার এসম্বন্ধে প্ররোচকের অভাব নাই—কায়স্থ ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন প্রয়াসী, অতএব তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য একদল অপরিণামদর্শী স্বয়ংসিদ্ধ সংস্কারক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমাজে অস্পৃশ্য অবজ্ঞাতকে ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা দিয়া বসিলেন। সেই সকল ব্যবস্থা-প্রাপ্তদিগের তদনুরূপ অনুষ্ঠানের ঋত্বিকের অসদ্ভাব হইল না,—যেহেতু বুভুক্ষাভূয়িষ্ঠ নিরক্ষর গ্রামযাজীর অভাব নাই। অপরদিকে রাজনৈতিক প্লাবনে সমগ্র সমাজ-নীতি শৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা নেতা হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিনাশকারী—সকল জাতিই তাঁহাদের মতে আর্য্য, অতএব সকলকেই ব্রাহ্মণ করিয়া ফেল। পরন্তু এই সকল সংস্কারকদের মধ্য হইতেই বাগ্বিভব প্রবীনগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের প্রভাবে হিন্দু সমাজের নেতা বলিয়া আপনাদিগকে ঘোষণা করিতেছেন সুতরাং সমাজধর্ম্ম বর্ণধর্ম্ম আর অক্ষুন্ন রাখা যাইতেছেনা। কারণ রাষ্ট্রনীতিরূপ মদিরা-পানোন্মত্ত সাধারণকে সর্ব্বপ্রকার সমানাধিকরণ্য প্রদানের জন্য তথা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি

উচ্চ জাতিব্যূহের কর্ত্তৃত্ব নেতৃত্ব দূর করিবার অভিলাষে তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, যাহারা এখনও অস্পৃশ্য রহিয়াছে, সতত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের নিন্দা করে, যাহাদের প্রবরাধ্যায়ে পঠিত আর্যগোত্রের অভাব, তাহারাও ব্রাহ্মণোচিত সাবিত্রী-উপবীত গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সমাজ-সংস্কারকদিগকে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে যে,—তাঁহারা যথার্থভাবে বর্ণাশ্রম সমাজেরই সংস্কার করিতেছেন পরন্তু সমাজ সংস্কারের নামে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। যদি প্রকৃষ্টরূপ বর্ণাশ্রম সমাজের সংস্কারে আত্ম নিয়োগ করেন, তবে তাঁহাকে প্রথমেই চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সমাজে বৈদিক সংস্কারে কাহার অধিকার আছে এবং কাহার অধিকার নাই। এজন্য জগতের আদি ধর্ম্মবক্তা ভগবান মনু কি বলিয়াছেন, প্রথমে তাহাই স্মরণ করিয়া দেখিবেন। তিনি বলিয়াছেন ;—

সজাতিজানন্তরজা ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রানান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥

৪১।১০ অঃ

ভাবার্থ—ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিত্রয়ের সজাতি পত্নীগর্ভ সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোম জাত সন্তানত্রয় এই ছয়টী দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার যোগ্য—কিন্তু শূদ্রের সমানধর্ম্মী সঙ্করেরা উপনয়নাদি সংস্কারের অতীত। এই সঙ্কর কিরূপে হয়, তাহাও উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশদরূপেই বর্ণনা দেখিতে পাই—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥

১০।২৪

অর্থাৎ বর্ণসমূহের মধ্যে ব্যভিচার, অবিবাহ্যাবিবাহ এবং স্ববর্ণানুমোদিত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি অন্যবর্ণের কর্ম্ম করে তাহাতেই বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—আপৎকালে জীবন ধারণ ও স্বজন পরিপোষণের জন্য তদিতর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণের মনুই'ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। এতদুত্তরে বক্তব্য এই—আপৎকালে করণীয় কর্ম্ম স্থায়ীভাবে পুরুষানুক্রমে করিতে উপদেশ নাই। ঐরূপ বৃত্তি যদি স্থায়ীভাবে প্রশস্ত হইত তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত বচনটী দেখা যাইত না।

বৈশ্য বৃত্ত্যাপিজীবন্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপিবা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥

১০।৮৩

অর্থাৎ বৈশ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ইহারা উভয়ের হিংসা বহুল গবাদি পশ্বাধীন কৃষি কার্য্য যত্নত পরিত্যাগ করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে চিরন্তন ভাবে বৈশ্যবৃত্তি করার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতি উপদেশ নাই, পরন্তু ব্যভিচারে ও অবেদ্যাবেদনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করার পক্ষে রাজদণ্ডরূপ অন্তরায় থাকায় তাহাতে নিরস্ত থাকিয়া স্ববর্ণ বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা যে তথাকথিত কায়স্থ-আখ্য ক্ষত্রিয়ের সমান পদবিক জাতিব্যূহের বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া শূদ্রের সমান ধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে একথা বলিলে অসমীচীন হইবে না। সুতরাং শূদ্রের অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে সন্ধান করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মের নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। শূদ্রের যে বেদে অধিকার নাই একথা স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন ;—

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েতি স মুখত স্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নি

দেবতাঽন্বসৃজ্যত গায়ত্রী ছন্দোরথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতোহ্যসৃজ্যন্ত ॥৪

উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রো দেবতা ঽন্ব সৃজ্যত ত্রিষ্টুপছন্দো বৃহৎসাম রাজন্যো মনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাত্তে বীর্য্যাবন্তো বীর্যাদ্ধ্য সৃজ্যন্ত ॥৫

মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত তং বিশ্বদেবাদেবতা অন্বসৃজ্যন্ত জগতী-ছন্দো বৈরূপং সাম বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবং পশূনাং তস্মাত্তে আত্তা অন্ন ধানাদ্ধ্য সৃজ্যন্ত তস্মাদ্ভূয়াংসোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতা অন্ব সৃজ্যন্ত ॥৬

পত্ত একবিংশ নিরমিমীততমনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্ব সৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছূদ্রো-যজ্ঞে ঽনবক্লৃপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যত তস্মাৎ পাদাবুপজীবতঃ পত্তো-হ্যসৃজ্যেতাম্ ॥৭

কৃষ্ণযজু; ৭।১।১

শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই কেন, উদ্ধৃত শ্রুতি পাঠে জানিতে পারা যাইতেছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির সময় ব্রাহ্মণের সহিত অগ্নি, ক্ষত্রিয়ের সহিত ইন্দ্র এবং বৈশ্যের সহিত বিশ্বদেবগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্রের সহিত কোন দেবতারই সৃষ্টি করেন নাই এ নিমিত্তই তাহাদের যজ্ঞে অধিকার দেওয়া হয় নাই। পরন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই;—

যজ্ঞোদেবেষু কল্পতামিতি পিতৃনেব পরিদদথো পিতৃলোক মেব জয়তি সর্বে যজ্ঞোপবীতানি কৃত্বোত্তরমগ্নি উপসমাস্ত্যয়ং বৈ লোক উত্তরোহগ্নিঃ।

১২।৩.৫।১২

উদ্ধৃত শ্রুতিতে জানা গেল, দেবতার উদ্দেশ্যে এবং পিতৃকৃত্যের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত ও তাহাতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার রীতি ছিল।

যজ্ঞোপবীত কেন গৃহীত হইত তাহাও বেদে বর্ণিত আছে—"নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণামুপবীতং দেবানামুপসব্যাতে দেবলক্ষণ মেতৎ।" (কৃষ্ণযজু, ২।৫।১১।১) বঙ্গার্থ—সনকাদি মনুষ্যের উপাসনায় নিবীত অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র মালাকারে ধারণ করিবে, অগ্নিষ্বাত্তা, হবিষ্মন্ত প্রভৃতি পিতৃগণের উপাসনায় প্রাচীনাবীত অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র বামদিকে লম্বমান করিয়া ধারণ করিবে এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় যজ্ঞসূত্র ডাইনদিকে লম্বিত করিয়া ধারণ করিবে ইহাই দেব-লক্ষণ। এ জন্য যজ্ঞ করিতে উপবীতীর প্রয়োজন।

দেবতা দ্বিবিধ তাহাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়—"দ্বয়া বৈ দেব দেবাঃ। অহৈব অথ যে ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসোঽনূচানাস্তে মনুষ্যদেবা।" (শতং ২।৩।৫।১৪) অর্থাৎ দেবগণ দ্বিবিধ। (স্বয়ং) দেবগণ দেব এবং যে সকল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তি গুরু শুশ্রূষায় দ্বারা সাঙ্গবেদে বিচ-ক্ষণতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্য দেব। ইঁহারা উভয়ই যজ্ঞের অধিকারী।

প্রাচীন যুগেও রাজা অশ্বপতি, প্রবাহবণ, জনক প্রভৃতি বেদবিদ্যা বিদের অভাব ছিলনা, এ যুগেও মহোপাধ্যায় গয়াধর, শুকদেব মিত্র উপাধ্যায় ভাস্কর বসু প্রভৃতির অসদ্ভাব হয় নাই সুতরাং কায়স্থের যেরূপ যজ্ঞাধিকার প্রমাণিত হয়, তৎসম পদবিক অপর জাতির মধ্যে সেরূপ জানিতে পারা যায় না। তথাপি তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া যজ্ঞাধিকারের দাবী করিতে দেখা যায়, তাহা প্রমাণসহ কিনা বলা কঠিন। কেননা শ্রুতিতে আছে"—সর্বং হেদং ব্রাহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋগ্‌ভো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহ যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহ র্যোনিং সাম বেদো-ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।২) এই শ্রুতিতে বৈশ্যের ঋক্‌বেদ অনুসারিতাই উপদেশিত হইয়াছে। বণিক্ সনাথ নবশাখদিগের

কাহারও মধ্যে ঋক্‌বেদ বা তাহার গৃহ্যসূত্র অনুসারে কোন কার্য্য হয় না, এমতাবস্থায় তথাকথিত কায়স্থসমপদবিক জাতিসমূহকে বৈশ্য বলিতেও সাহসহয় না।

যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত প্রমাণ বলেই কায়স্থ ও কায়স্থ সমপদবিক ব্রাহ্মণ, তথা বণিক সনাথ নবশাখ প্রভৃতি জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণানুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন, কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়—তাঁহারাও বেদ ও বেদি অক্ষুণ্ণ রাখায় এবং পশুযাগ প্রকরণে কথিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার উল্লেখ থাকায়, ৬১ পৃষ্ঠায় নির্দ্দিষ্ট ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠান করিয়া বর্ত্তমান ভারতাস্ত্য শূদ্রেদেশোদ্ভব ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ নামক জাতি যাহারা বৈবস্বত যমের অনুগত প্রত্যয়ী ক্ষয়েত অর্থাৎ কায়স্থ, তাহারা যজুর্বেদবিহিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন পরন্তু তদিতর ঐ সমপদবিক জাতিসমূহ তাহাতে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তে অধিকার চ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের আর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী সংস্কার হইতে পারে না। অবশ্য যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানেন, ঋষি বাক্যের উপর শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁহাদের প্রতিই ইহা বক্তব্য। আর যাঁহারা শাস্ত্রের কদর্থকারী,—বেদবিধি-সমাজ-রীতি নীতি উলঙ্ঘনকারী, তাঁহাদিগের নিকট আমার এই পরামর্শ শুনিবার কিছু নাই।

কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলেও কোন কোন অনভিজ্ঞের মুখে ইহাও শুনিয়াছি যে, ক্ষত্রিয়ের ত্রিদণ্ডীসূত্র গ্রহণের অধিকার নাই; বৃহস্পতি ত্রিবৃত সমেত জাত এজন্য ব্রাহ্মণ মাত্রই ত্রিদণ্ড যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিবেন; ক্ষত্রিয় দ্বিদণ্ড এবং বৈশ্য মাত্র এক দণ্ড যজ্ঞসূত্র গ্রহণে সমর্থ। বস্তুতঃ একথার কোন সারবত্তা নাই। যে শ্রুতিতে "মুখতস্ত্রীবৃতং নিরমিমীত" উক্ত হইয়াছে,উহার সহিত যজ্ঞসূত্রের

কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিজাতি সাধারণের কিরূপ সূত্র গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা কয়দণ্ড বিশিষ্ট হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

"ত্রিভিঃ পবিত্রৈঃ পাবয়ন্তি। ত্রয়োবা ইমে লোকা এভি রেবৈনং লোকৈঃ পুনন্তি ॥৯ পাবমানেভিঃ পাবন্তি। পবিত্রং বৈ পাবমান্তঃ পবিত্রেণৈবৈনং পুনন্তি ॥১০ তিসৃভিস্তিসৃভিঃ পাবয়ন্তি॥১২। ত্রয়ো বৈ প্রাণাঃ প্রাণ উদানো ব্যানস্তে রেবৈনং পুনন্তি ॥১১ নবভিঃ পাবয়ন্তি। নব বৈ প্রাণাঃ প্রাণৈরেবৈনং পুনন্তি প্রাণেষু পুনঃ পূতঃ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ॥১২ পবিত্রেণ পাবয়ন্তি। অজাবিকস্য বা এতদ্রূপং যৎ পবিত্রমজাবিকেনৈবৈনং পুনন্তি ॥১৩

(শতপথ ব্রাঃ ১২। ।৫)

উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, ত্রিলোকের পবিত্রতা সাধক যে যজ্ঞসূত্র তাহা প্রাণ, অপান ও ব্যান এই তিনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ত্রিগুচ্ছ এবং প্রাণের যে নয়টী সহায় তাহা হইতে নবদণ্ড সূত্রের সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। এই সূত্র অজ, আবিক অথবা এবম্প্রকার যাহা পবিত্র তাহাতে নির্ম্মাণ করিলেই হইবে। অতএব পাঠক দেখুন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি ব্রাহ্মণ বলিয়া যজ্ঞসূত্রের হ্রস্বতা বা বাহুল্য করণের কোন সার্থকতা নাই, সকলেরই তুল্যরূপ গ্রহণ শ্রুতিবিধি সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর না হইয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভের সহিত উপসংহারের সমন্বয় রাখিয়া এই স্থলেই উপসংহার করা গেল।

ওঁ শান্তি

ভ্রম সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ইথুপয়	ইথোপীয়	৫	১৮
স্থাপরিস্থাৎ	স্থাপরিস্থৎ	৭	২৩
উৎপাদন	উৎসাদন	৮	৫
(ঋদ্ধি)	ঋদ্ধি	৯	১৫
মির্মক্ষিক	নির্মক্ষিক	৯	২১
পুক্ষজনক	পুণ্যজনক	১০	৭
তেজবীর্য্য	তেজোবীর্য্য	১২	১১
নিয়ধৃত	নিম্নোদ্ধৃত	১৭	১১
জ্যোতি	জ্যোতিঃ	১৯	১৫
পঞ্চকায়স্থ	পঞ্চকায়স্থকে	২৫	২১
পর্য্যায়	পর্য্যায়	৪২	১৫
যমের	যমের	৪৮	৮
মত্ত্যেভ্যঃ	মর্ত্যেভ্যঃ	,,	১২
নাই	পাই	৫০	২২
পার্থিক	পারসিক	৫০	২৪
বর্ণানুক্রমিক	বর্ণানক্রমিক	৫৬	৯
উদ্ধত	উদ্ধৃত	৫৮	৯
যাইডেছে	যাইতেছে	৬৪	৫
অথর্বেদ	অথর্ববেদ	,,	১৯
প্রাসহা নাম	প্রাসাহা নাম	৭০	১৭

JE NATIONALE DE PARIS ıger P. P. Manager ıd signature of the issuing bank	Place, date, name and signature of the advising bank